

‘এত পৌরবময়, এত বেদনাময় বছর বাঙালির জীবনে আগে
কখনো আসেনি। বছরটি ১৯৭১। এই একটি বছরের
মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব বাংলাদেশকে জানল, চিনল এবং বুবাতে
পারল সবুজ শ্যামল প্রকৃতির কাদামাটির মতো নরম বাঙালি
প্রয়োজনে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কোনো সন্দেহ
নেই, বাঙালি বর্ষাকালে যেমন কোমল, গ্রীষ্মে তেমনই রুক্ষ
ও কঠিন। কে ভাবতে পেরেছিল, ‘ভেতো বাঙালি’ নামে
অভিহিত, ‘কাপুরুষ’ পরিচয়ে পরিচিত বাঙালি জাতি
পাকিস্তান নামের অবাস্তব একটি রাষ্ট্রের জন্মের ছয় মাস
যেতে না যেতেই আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায়, মাতৃভাষার অধিকার
অর্জনে সোচ্চার হয়ে উঠবে? পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল যে
শুধু ভাষার জন্য সংগ্রাম করে, স্বাধীনতা অর্জনের বীজটি
বপন করে, ২৩ বছর অতিক্রম হতে না হতেই একটি প্রদেশ
স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এর জন্য
সেই প্রদেশের অধিবাসীদের সশন্ত যুক্ত করতে হয়েছে
যুদ্ধবিদ্যায় পারদশী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে; এবং
অবিশ্বাস্য সত্য হচ্ছে, ‘ভীরু, অলস, কমাবিমুখ, কাপুরুষ,
ভেতো, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ’ এই বাঙালিই মাত্র নয় মাসে
স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ
যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ঙ্কর
মারণাস্ত্রই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই আবেগের কাছে
তা তুচ্ছ হয়ে যায়। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আমেরিকা-
ভিয়েতনামের যুদ্ধে। বিশ্ববাসী সেই প্রমাণ পুনরায় প্রত্যক্ষ
করেছে ১৯৭১ সালে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে।’

মুক্তিযুদ্ধকালে লিখিত চিঠিগুলো শুধু লেখক-প্রাপকের
সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নয়: যেন রক্ত দিয়ে রচিত এই কথামালা
যেমন সবার সম্পদে পরিগত হয়, তেমনি পরিগণিত হবে
ইতিহাসের এক অনন্য সম্পদরূপে।

সবিনয় নিবেদন

এত গৌরবময়, এত বেদনাময় বছর বাঙালির জীবনে আগে কখনো আসেনি। বছরটি ১৯৭১। এই একটি বছরের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব বাংলাদেশকে জানল, চিনল এবং বুকাতে পারল সবুজ শ্যামল প্রকৃতির কাদামাটির মতো নরম বাঙালি প্রয়োজনে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই বাঙালি বর্ষাকালে যেমন কোমল, ধীঝো তেমনই রূপক ও কঠিন।

কে ভাবতে পেরেছিল ‘ভেতো বাঙালি’ নামে অভিহিত, ‘কাপুরঘ’ পরিচয়ে পরিচিত বাঙালি জাতি পাকিস্তান নামের অবাস্তব একটি রাষ্ট্রের জন্মের হয়ে মাস যেতে না যেতেই আবাপরিচয় প্রতিষ্ঠায়, মাতৃভাষার অধিকার অর্জনে সোচার হয়ে উঠতে? পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল যে শুধু ভাষার জন্য সংগ্রাম করে, স্বাধীনতা অর্জনের বীজটি বপন করে, ২৩ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই একটি প্রদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবাপ্রকাশ করল। এর জন্য সেই প্রদেশের অধিবাসীদের সশন্ত যুদ্ধ করতে হয়েছে যুক্তবিদ্যায় পারদর্শী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে; এবং অবিশ্বাস্য সত্য হচ্ছে ‘ভীরু, অলস, কর্মবিনৃত, কাপুরঘ, ভেতো, যুক্তবিদ্যায় অনভিজ্ঞ’ এই বাঙালিই মাত্র নয় মাসে স্বাধীনতা ডিনের সন্মেলনে।

এই অসম্ভব কাজটি করা সম্ভব হয়েছে কারণ এটি ছিল জনযুদ্ধ। সাধারণ, অতিসাধারণ ক্ষক, মজুর, জেলে, কামার, কুমার, শিশুক, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিল্পী, ছাত্রছাত্রী, কন্যা, স্ত্রী এমনকি বয়স্ক নারী-পুরুষও সশন্ত যুক্তে অংশ নিয়েছেন; যুক্তে অনেক প্রবীণ-প্রবীণা মুক্তিবাহিনীর অকুতোভয় সৈনিকদের প্রতি সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাঢ়িয়েছেন।

স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে উঠে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ঙ্কর মারণান্তরী ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই আবেগের কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আমেরিকা-ভিয়েতনামের যুক্তে। বিশ্বাসী সেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৭১ সালে, বাঙালির মুক্তিযুক্তে।

‘জনযুদ্ধ’ কথাটির সূত্রেই আমরা একাত্তরের চিঠির চিঠিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব বেশির ভাগ চিঠিই লিখেছেন তরঙ্গ যোকারা; অল্পশিক্ষিত যুবক, স্কুল-কলেজের ছাত্র। লক্ষ করেছি, প্রায় সব চিঠি-লেখক যোক্তা যুক্তে গেছেন দেশমাত্কার লাঙ্গনা ও ঘানি মোচনের লক্ষ্যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে। তাদের আগে থেকে কোনো যুক্তপ্রস্তুতি নেই, প্রশিক্ষণ নেই, এমনকি অনেকে সামান্য গাদাবন্দুক কী, তা ও জানেন না। আধুনিক যুক্তান্ত কতটা মারাত্মক, তা না জেনে যুক্তে অংশ নিয়ে যখন বুকাতে পারেন এ এক অসম যুদ্ধ; তখন, কী বিশ্বায়, রণে তঙ্গ না দিয়ে তাঁরা আরও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি

যোদ্ধারা যুক্ত করেছেন প্রথামাফিক; অনিয়মিত যোদ্ধারা লড়াই করেছেন প্রাপের আবেগকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বানিয়ে।

এবং এই আবেগের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে প্রকাশিত বেশির ভাগ চিঠিতে। উদাহরণ দেওয়া যাক: ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে, যুক্ত তরঙ্গ ইউনিয়নের মাত্র ১০ দিন পর 'তোমারই হতভাগা ছেলে' এ বি এম মাহবুবুর রহমান (সুফী) যখন লেখেন, 'মাগো, তুমি যখন এ পত্র পাবে, আমি তখন তোমার থেকে অনেক অনেক দূরে থাকব। মা, জানি তুমি আমাকে যেতে দিবে না, তাই তোমাকে না বলে চলে যাচ্ছি। তবে যেদিন মা-বোনের ইজ্জতের প্রতিশোধ এবং এই মাতৃভূমি সোনার বাংলাকে শক্রমুক্ত করতে পারব, সেদিন তোমার ছেলে তোমার কোলে ফিরে আসবে। দোয়া করবে মা, আমার আশা যেন পূর্ণ হয়', তখন কে রোধে সেই অপ্রতিরোধ্য দেশপ্রেমিককে?

ওই সালের এপ্রিলেরই ৪ তারিখে শহীদ জিম্মাত আলী খান 'মা'কেই লিখছেন:

'মা, আমার সালাম গ্রহণ করবেন। পর সংবাদ, আমি আপনাদের দোয়ায় এখনো পর্যন্ত ভালো আছি। কিন্তু কত দিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার মতো অনেক জিম্মার প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন না, মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দেবে যে বাংলালি এখনো মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করে না।'

উদ্বৃত্তি দেওয়া প্রয়োজন 'মা রাহেলা খাতুন'-এর 'হতভাগ্য ছেলে খোরশেদ'-এর ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে লিখিত চিঠিটির:

'মা

দোয়া করো। তোমার ছেলে আজ তোমার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চলেছে। বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী আজ তোমার সন্তানদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে তোমার সন্তানদের ইজ্জতের ওপর আঘাত করেছে, সেখানে তো আর তোমার সন্তানেরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আজ তোমার হাজার হাজার বীর সন্তানেরা বাঁচার দাবি নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য বাঁপিয়ে পড়েছে। তোমার নগণ্য ছেলে তাদের মধ্যে একজন।'

গর্বে বুক ভরে যায় বাবার কাছে লেখা 'শ্বেতের টুকরো' ছেলের চিঠি পড়ে। ১৩৭৮ সনের ২৭ আষাঢ় তারিখে মুক্তিযোদ্ধা 'হক' লিখছেন:

'আবা

আমার সালাম ও কদম্বুচি গ্রহণ করুন। জীবনের যত অপরাধ, ক্ষমা করে দেবেন। আমি আজ চলে যাচ্ছি, জানি না আর ফিরে আসব কি না। যদি ফিরে আসতে পারি, তাহলে দেখা হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যেন আপনার ছেলে এ দেশের মুক্তিসংগ্রামে গাজি হতে পারে।'

লক্ষণীয়, একাত্তরের চিঠির বেশির ভাগ চিঠিই মাকে লেখা। চিঠিগুলো পড়ে মনে হয়, 'মা' ও 'স্বদেশ' যেন একই শব্দ, সমর্থক। ১ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখের চিঠিতে ইসহাক খান মাকে 'ডেকে ডেকে' বলছেন, 'মাগো, তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হলো তুমি আমার শিয়ারে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাকছ। তোমার অশুঙ্গলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, তুমি এত কাঁদছ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। তাই আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে।'

১৯ নভেম্বর, ১৯৭১ 'যুদ্ধখানা হইতে তোমার পোলা' নুরজল হক 'মা'কে লেখেন, 'আমার মা, আশা করি ভালোই আছ। কিন্তু আমি ভালো নাই। তোমায় ঢাঢ়া কীভাবে ভালো থাকি? তোমার কথা শুধু মনে হয়। আমরা ১৭ জন। তার মধ্যে ৬ জন মারা গেছে, তবু যুদ্ধ চলাচ্ছ। আমি তোমার কথা মনে হয়, তুমি বলেছিলে, "খোকা মোরে দেশটা স্বাধীন আইনা দে," তাই আমি শিষ্টাপ্ত হই নাই, হবো না, দেশটাকে স্বাধীন করবই। রাত শেষে সকাল হইব, সন্তুষ্ট সূর্য উঠব,

উচ্চারণের দৃঢ়তাই আমাদের সচকিত করে, জাগিয়ে রাখে—সাধারণ খেটে খাওয়া বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বৃথা যেতে পারে না। 'মা' শপ্টিই যেন প্রধান অবলম্বন, ১৬ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে মা মোহাম্মদ রফিয়া খাতুনের কাছে মুক্তিযোদ্ধা ছেলে মো, আন্দুর রটফ বৰিন জনতে চান, 'আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বাকাশে যে লাল সূর্য ওঠে, তার কাছে আলো শুন উজ্জ্বল হয়, তাই না?' মাকে তিনি এটাও জানান: "...একা বাইরে যেতে সাহস দেতাম না। তবু লাগত। বাইরে গেলেই পড়ে যাব। কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে। রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাকারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে, তবুও ভয় পাই না।'

৪ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা দুলাল মায়ের মাধ্যমে অধিকৃত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার মতো প্রতিটি সন্তানকে এভাবেই আহ্বান জানান:

'মাগো—বাংলার প্রতিটি জননী কি তাদের ছেলেকে দেশের তরে দান করতে পারে না—পারে না মা-বোনেরা ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে? তুমিই তো একদিন বলেছিল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এ দেশের শিশুরা মা-বাবার কাছে বিস্তু-চকলেট না চেয়ে চাইবে পিস্তল-রিভলবার। সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে বাংলার প্রতিটি সন্তান, যেদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্যে প্রতিক্রিয়া হবে অধিকারবণ্ণিত, শোষিত, নিপীড়িত, বুরুস্কু সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা।'

এভাবে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রকাশ করা যায় স্তু ফাতেমা বেগম অনুকে লেখা চিঠিতে (২০.৭.৭১) স্বামী পাটোয়ারি নেসারউদ্দিন নয়নের আকতির কথা: 'সঙ্গী আমার—মানিক আমার—চিন্তা কোরো না। তোমার নয়ন কুশলেই আছে।' বক্ষ যেমন মেঘদূতের মাধ্যমে তার প্রিয়ার কাছে বারতা পাঠায় তেমনি পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নয়নও সমতলের দিকে ধাবিত বর্ধার জলরাশির মাধ্যমে জানায়:

'পাহাড়ের শ্যামল বনরাজির এ মেলায় প্রায় প্রতিদিন বর্ষা নামে চারদিক অঙ্ককার করে। বর্ষার অশান্ত বর্ষণে পাহাড়ি বারনায় তখন মাতন নেমে আসে। দুর্বার বেগে বারনার সে জলধরা কলকল গান করে এগিয়ে চলে সমতলের দিকে। আমার মনের সবচূকু মাধুরী দেলে তখন সে ধারাকে কানে কানে বলি—ওগো ঝরনার ধারা, তুমি সমতলের দেশে গিয়ে আমার অনুকে আমার এ বারতা বলে দিয়ো—ওকে আমার একান্ত কাছে পাই যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। নিকুঁ কালো অঙ্ককারের একাকিন্ত তখন আর থাকে না।'

এই চিঠিতেই নয়ন আরও লেখেন:

'গুরুলনগর থাকতে কী মজার ব্যাপার হয়েছিল তা অনেক দিন পর হলো লিখে আজকের লেখার ইতি টানব। কী কারণে যেন সেদিন সারা বেলা উপোস থাকতে হয়েছিল। খাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। সকালবেলাতেও না—রাতেও না। একেবারে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েও কিন্তু ঘুমিয়ে থাকতে পারিনি।'

"তুমি এসে ঘুমের বারটা বাজিয়ে হরেক রকমের এত খানা খাইয়ে দিয়েছ যে আর খেতে পারি না বলে তোমার হাত চেপে ধরে যেই দুষ্টমি করতে গিয়েছি, অমনি ঘুম ভেঙে গেল। নিজেকে নয়ে ওঠেনি। কিছুটা সামলে নিয়ে দেখি আমি বাড়িতে শয়ে নেই। সুউচ্চ পাহাড়ের মাদভূমিতে তাঁবুর এক

কোণ ঘৰ্যে আমাৰ বাগটাৰ (যেটা বালিশেৱ কাজ দিছিল) হ্যাতেল ধৰে ওপৰেৱ দিকে চেয়ে
আছি। তাঁবুৱ সামনেৱ পৰ্মা সৱিয়ে দেখি ভোৱ হতে আৱ দেৱি নেই।...সেই যে একদিন
এলে—এৱপৰ আৱ আসনি। এলেই তো পাৱ!

২.

এ ছাড়া প্ৰথম আলোতে পাঠানো চিঠিৰ মধ্যে আমৱা পেয়েছি পুত্ৰকে লেখা পিতাৱ চিঠি;
কন্যাকে লেখা উদ্বিঘ পিতাৱ পত্ৰ, কন্যা ও জামাতা, বকুল, মুক্তিযোৰা, সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সদস্যেৱ
মুক্তসংঘিষ্ঠ নিৰ্দেশসংবলিত চিঠি। আগেই উল্লেখ কৰা হয়েছে, 'মা' ও 'বন্দেশ' সমাৰ্থক বলে
'মা'ৰ কাছে লেখা চিঠিৰ সংখ্যাই সৰ্বাধিক।

প্ৰথম আলো-গ্ৰামীণফোন 'একাড়ৱেৱ চিঠি' গ্ৰহাকাৱে প্ৰকাশ কৰাৱ উদ্যোগ নিছে—বিভিন্ন
প্ৰচাৰমাধ্যমে এমন ঘোষণা দেওয়াৰ পৰ অভৃতপূৰ্ব সাড়া লক্ষ কৰা যায়। এসেছে অনেক চিঠি,
অসংখ্য ফোন; গ্ৰামীণফোন ও প্ৰথম আলো/অফিসে ব্যক্তিগতভাৱেও এসেছেন অনেকে। লক্ষণীয়,
শুধু ১৯৭১ সালে লেখা সাধাৱণ চিঠিও এনেছেন কেউ কেউ। সবাৱ আবেগেৱ প্ৰতি সম্মান জানিয়ে
নিবেদন কৰি: আমৱা শুধু সেই সব চিঠিই রাখতে চেষ্টা কৰেছি, যেগুলোতে অভত আমাদেৱ মহান
মুক্তিযুৱ-সম্পর্কিত কিছু না কিছু উপাদান আছে; তথ্য আছে। সন্দেহাতীতভাৱে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ এই
উপাদান ও তথ্য মুক্তিযুৱেৱ সঠিক ও তথ্যপূৰ্ণ ইতিহাস প্ৰণয়নে অধিকতৰ সহায়তা কৰবে। আৱ,
সেটা হলেই প্ৰথম আলো-গ্ৰামীণফোনেৱ এ উদ্যোগ সাৰ্থক বলে বিবেচিত হবে, সন্দেহ নেই।

সম্মানিত পাঠকেৱ অবগতিৰ জন্য পেশ কৰি: লক্ষ কৰবেন, প্ৰতিটি চিঠি ছাপা হয়েছে দুইভাৱে।
১. মূল হাতেৱ লেখা, অৰ্ধাৎ ১৯৭১ সালে যেভাৱে লেখা হয়েছিল সেটাই অবিকৃত রেখে পাঠকেৱ
সামনে অংশবিশেষ উপস্থাপন কৰা হয়েছে, যাতে পাঠক চিঠি-লেখকেৱ হস্তলিখনেৱ সঙ্গে পৰিচিত
হন। মূল চিঠিৰ কোনো বানানে হাত দেওয়া হয়নি; উপস্থাপনায় সাধু বা চলিত, কিংবা গুৰুতঙ্গলী
যা-ই থাক, অবিকল রয়েছে। কাৱণ মূল লেখাৰ হস্তক্ষেপ কখনোই আমাদেৱ কাম্য ছিল না।

২. সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশিত প্ৰায় প্ৰতিটি চিঠি সম্পাদিত। কাৱণ, চিঠিৰ বক্তব্য যাতে পাঠকেৱ কাছে
স্পষ্ট থাকে, উপলব্ধিতে কোনো আবিলতা নাই থাকে। আমৱা চিঠিৰ ভাষাবৈশিষ্ট্য অক্ষুঁণ্ণ রাখাৰ
জন্য চলিত কিংবা সাধু, যে রীতিৰ প্ৰাধান্য বেশি, সেই রীতিকৈছি গুৰুত্ব দিয়েছি। তবে
বিশেষভাৱে উল্লেখ্য, চিঠিৰ মেজাজ যাতে বহাল থাকে, সেদিকেও আমৱা যথাসাধ্য সতৰ্ক দৃষ্টি
ৱাখতে চেষ্টা কৰেছি; মূল চিঠিৰ অশুল্ক বানান সম্পাদিত চিঠিতে শুল্ক কৰা হয়েছে; আমৱা
বানান-সাম্য রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা কৰেছি। এৱ পৰও কোনো ভুল-ক্ৰগতি বা অস্পষ্টতা কিংবা
অসম্পূৰ্ণতা পৰিলক্ষিত হলে পূৰ্বেই মাৰ্জনা প্ৰাৰ্থনা কৰছি।

চিঠিৰ তাৰিখ ও মাস ব্যবহাৱেৱ ক্ষেত্ৰে ক্যালেন্ডাৱেৱ প্ৰচলিত নিয়মই অনুসৰণীয়।

চিঠি সংগ্ৰহেৱ ক্ষেত্ৰে আমাদেৱ প্ৰচেষ্টা ছিল আভৱিক। চিঠিৰ সত্যতা নিৰূপণেৱ জন্য প্ৰথম
আলোৱ প্ৰতিনিধি পাঠানো হয়েছে; চিঠি প্ৰাপ্তিৰ সূত্ৰ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াৰ জন্য প্ৰথম আলোৱ
স্থানীয় প্ৰতিনিধি তো বটেই, টেলিফোনে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, প্ৰবীণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ ও
শৱণাপন্ন হওয়াৱ চেষ্টা ছিল নিৰন্তৰ। এত সব সত্ৰেও, যদি কোনো তথ্য অসত্য প্ৰমাণিত হয়,
তাহলে পৱনবৰ্তী সংক্ৰণে তা অবশ্যই শুল্ক কৰা হবে, সংশোধন কৰা হবে।

প্ৰশ্ন আসতে পাৱে, চিঠিৰ সংখ্যা আশানুৰূপ নয় কেন? এ ক্ষেত্ৰে সবিনয় জবাব: আমাদেৱ
আভৱিকতা ছিল, এবং তা এখনো বিদ্যমান। আমৱা অক্ত্ৰিমভাৱেই চেয়েছি আৱও, আৱও
বিপুল চিঠি আসুক; জনগণ একাড়ৱকে জানুক। আশানুৰূপ না আসাৱ কাৱণগুলো এমন হতে
পাৱে—যুক্তে যঁৱা গেছেন, তাঁদেৱ অনুল্লেখ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিৰক্ষৰ, অল্প শিক্ষিত যোৰ্দাৱ

সংখ্যাও ছিল বিশাল। সংঘটিত যুদ্ধের ব্যাপ্তি মাত্র নয় মাস হলেও ভারত-গমন, ভারতে বা দেশেরই কোথাও প্রথমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, কোনো একটা স্থান বা ঘাঁটিতে হিত হওয়া, চিঠি লেখার উপাদান সংগ্রহ, ডাকঘর বা লোক মারফত পাঠানোর অনিশ্চয়তা, বুকি প্রভৃতি বিরাট বাধা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উপরন্ত অনেকে চিঠি পেয়েও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেলেছেন, ছেঁড়া টুকরো বা ছাইও অবশিষ্ট রাখেননি।

এ ছাড়াও আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে: মুক্তিযুদ্ধের ৩৭-৩৮ বছর পর এমন উদ্যোগ মহৎ বলে বিবেচিত হলেও ধারণা করা যায়, এত দিন বা এতগুলো বছর প্রাপ্ত বছ চিঠি সঠিকভাবে ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত হয়নি। অন্তত স্বাধীনতা লাভের পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে এমন উদ্যোগ নিলে আরও অনেক চিঠি পাওয়া যেত।

সহদয় পাঠক, আশা করি লক্ষ করবেন, কোনো কোনো চিঠির মধ্যে (...) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, লিখিত ওই শব্দটি বা শব্দগুচ্ছ কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে পাঠোন্নার করা বা বোঝা সম্ভব হয়নি।

৩.

কোনো মহৎ চেষ্টা কখনো বৃথা যায় না। বিলম্বে হলেও প্রথম আলো-গ্রামীণকোনের এ উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আর সেই সঙ্গে আমরা আশা করি, এভাবেই গ্রামীণকোন ও প্রথম আলোর মতো দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান—একার পক্ষে সম্ভব নয়—এমন আরও অনেক বড় ও মহৎ উদ্যোগ হাতে নেবে, যাতে নতুন প্রজন্ম পাবে নতুন বিজয়ের শক্তি। এগিয়ে যাবে দেশ।

‘একাত্তরের চিঠি’ যাচাই-বাচাই করে গ্রামীণকারে প্রকাশ করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সাজাহতদীন আহমদ; সদস্য মে. জে. (অব.) আমিন আহমেদ চৌধুরী, রশীদ হায়দার, সেলিমুল হোসেন—এবং নাসির উদ্দীন ইউসুফ। কমিটিকে সহায়তা করেন সাজাদ শরিফ, সাইফুল আজিম, তারা রহমান প্রমুখ।

amarboi.com

এই উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন গাউসুল আলম শাওন, শাফকাত ওয়াসি ও তারামুম বুশরা। তাঁরা সবাই গ্রে অ্যাডভার্টইজিং বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্মী।

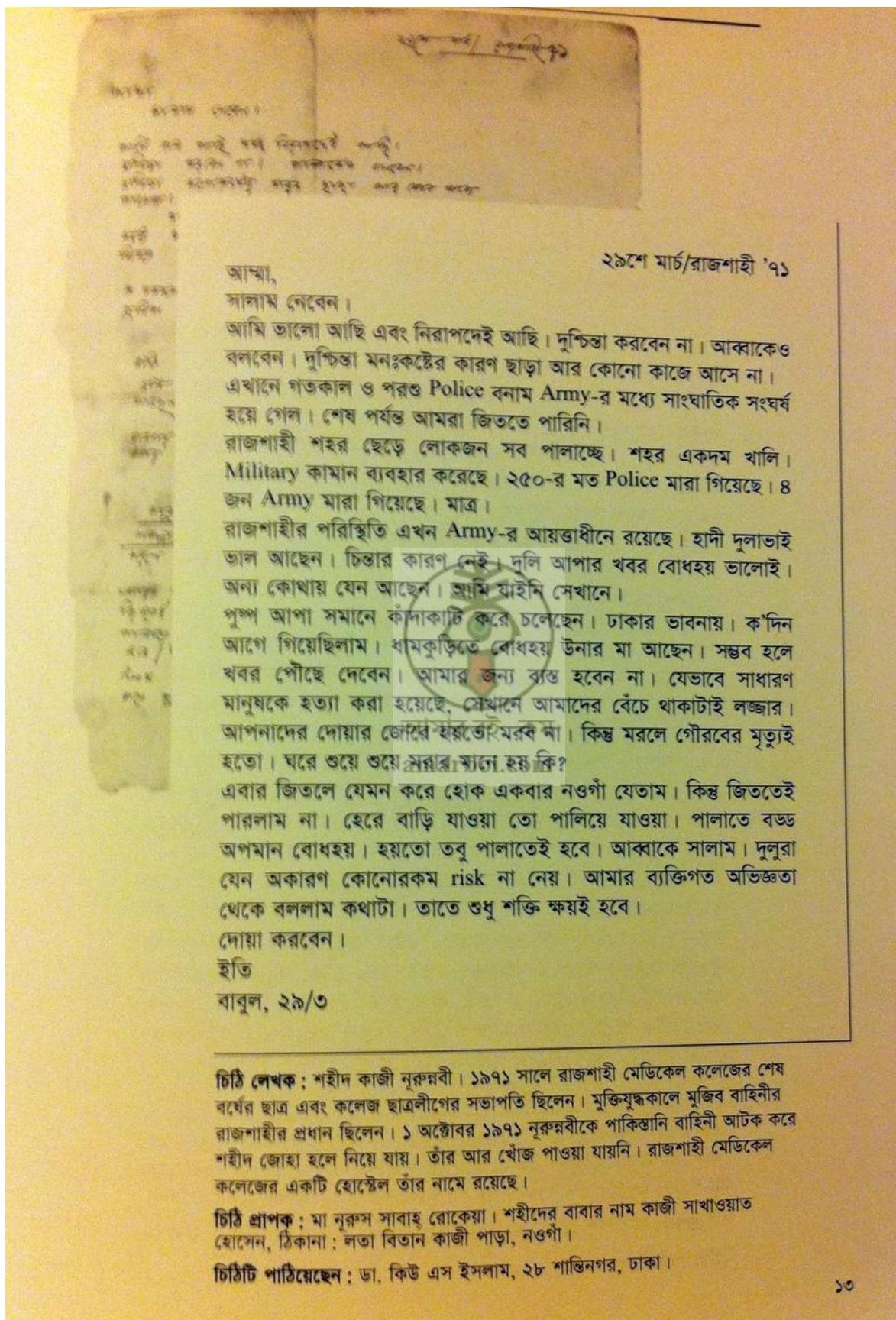
তবে সর্বশেষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমিনুল আকরামের নাম। তিনিই প্রথম ‘একাত্তরের চিঠি’ সংগ্রহ করার ধারণা পোষণ করেন। সেই ধারণা বাস্তবায়নের জন্য তিনি বিভিন্ন সময় সূত্র ও তথ্য দিয়ে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বেগবান করেছেন।

বাংলাদেশের যেকোনো প্রজন্মের জন্য একাত্তরের চিঠি কার্যকর প্রমাণিত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

‘একাত্তর’-এর আবেদন যে এখনও গভীর, তার প্রমাণ ‘একাত্তরের চিঠি’-র অভিবিত চাহিদা। ২৭ মার্চ, ২০০৯ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠককুলের অবিশ্বাস্য আগ্রহের কারণে, কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

রশীদ হায়দার

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে



বেগম বেগম মেলা আস্তার পথ
কুমুদ কুমুদ কুমুদ এবনে চূল
পিলু পিলু সেলাদ নব বনে চূল
মাতৃ মাতৃ মেদিন সম সোনের ইঞ্জেল
মাতৃ মাতৃ মেদিন সম সোনের ইঞ্জেল

৫ এপ্রিল ১৯৭১ সাল

মাগো,

তুমি যখন এ পত্র পাবে, আমি তখন তোমার থেকে অনেক অনেক দূরে
থাকব। মা, জানি তুমি আমাকে যেতে দিবে না, তাই তোমাকে না বলে
চলে যাচ্ছি। তবে যেদিন মা-বোনের ইজতের প্রতিশোধ এবং এই
মাতৃভূমি সোনার বাংলাকে শক্রমুক্ত করতে পারব, সেদিন তোমার ছেলে
তোমার কোলে ফিরে আসবে।

দেয়া করবে মা, আমার আশা যেন পূর্ণ হয়।

ইতি তোমারই

হতভাগা ছেলে।

সেই গাঢ় অন্ধকারে একাকী পথ চলছি—শরীরের রক্ত মাঝে মাঝে
টগবগিয়ে উঠছে, আবার মনে ড্যাঙেগে উঠছে যদি পাকসেনাদের হাতে
ধরা পড়ি তবে তো সব আশাই শেষ...। যশোর হয়ে নাগদা বর্ডার দিয়ে
ভারতে প্রবেশ করি। পথে একবার রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ি। তারা শুধু
টাকা-পয়সা ও চার-পাঁচটা হিন্দু মুসলিমকে নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়।
তখন একবার মনে হয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে মেয়েদের ওদের হাত
থেকে রক্ষা করি। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয়, না, এভাবে তাদের উকার করতে
গেলে শুধু প্রাণটাই যাবে, তাহলে হাজার হাজার মা-বোনের কী হবে?

রাত চারটার দিকে বর্ডার পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। বাল্যবন্ধু শ্রী মদন
কুমার ব্যানার্জি, ইত্না কলোনি, শিবমন্দির, বারাসাত, ২৪ পরগনা এই
ঠিকানায় উঠলাম। ওখানে এক সন্তান থেকে ওই বন্ধুর বড় ভাই শরৎচন্দ্ৰ
ব্যানার্জি আমাকে বসিরহাট মহকুমা ৮ নম্বর সেক্টর মেজর জিলিলের তত্ত্বাবধানে
আমাকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ে ভর্তি করে দেন। সেখানে পরিচয় হয় বে,
রেজিমেন্টের আবুল ভাইয়ের সাথে। ট্রেনিং ক্যাম্পে এক সপ্তাহ থাকার পর
কর্মেল ওসমান গনির নির্দেশে আমাদেরকে উচ্চ ট্রেনিং... ... (অসম্পূর্ণ)....

চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম মাহবুবুর রহমান। তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন ৮ নব্রু
সেপ্টেম্বর হেডকোয়ার্টার, ট্রেনিং সেশন, বসিরহাট সাব ডিভিশন, ২৪ পরগনা, ভারত থেকে।
তাঁর বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি ৭ (দোতলা), সড়ক ১৮, ব্রক জি/১, সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা।

চিঠি প্রাপক: মা রাহেলা বেগম রাজা, আখালিপাড়া, নদীয়ার টানঘাট, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: লেখক নিজেই।



মা,

৫.৪.১৯৭১

আমার সালাম গ্রহণ করবেন। প্রথম সংবাদ আমি আপনাদের দোয়ায় এখনো পর্যন্ত ভালো আছি। কিন্তু কত দিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার মতো অনেক জিম্মার প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন না, মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দেবে যে বাঙালি এখনো মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে বিধি বোধ করে না।

সময় নেই। হয়তো আবার কখন দৌড় দিতে হয় জানি না। তাই এই সামান্য পত্রটা দিলাম। শুধু দোয়া করবেন। সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

মা, যদি সত্যি আমরা এই পবিত্র জন্মভূমি থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের মতো পাঞ্জাবি গুগাদের তাড়িয়ে দিয়ে এ দেশকে মুক্ত করতে পারি, তবে হয়তো আবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে। বিদায় নিছি মা। ক্ষুদ্রিমের মতো বিদায় দাও। যাবার বেলায় ছালাম।

মা...মা...মা...যাচ্ছি।

ইতি

জিম্মা

চিঠি লেখক : নো কমাড়ো শহীদ জিম্মাত আলী খান। পিতা : সামসূল হক খান,

গ্রাম : ননীক্ষির, ডাক : ননীক্ষির, উপজেলা : মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ।

চিঠি প্রাপক : মা শুকুরুন্নেছা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ইয়াসির আরাফাত খান।

১৫

চৰকাৰৰ কৰ্মসূলী আৰু প্ৰকল্পী সকলৰ বিশেষ জন্মদণ্ডনীয়।
 এই পত্ৰটোৱে আমৰা কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ চৰকাৰী কৰ্মসূলী।
 আমৰা কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী। আমৰা কৈল
 আৰু কৈল আৰু কৈল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কৰ্মসূলী।

তাৰিখ: ১৬/০৪/৭১

প্ৰিয় ফজিলা,

জানি না কী অবস্থায় আছ। আমৰা তো মৰণের সঙ্গে শুক্র কৱে এ পৰ্যন্ত
 জীবন হাতে নিয়ে বেঁচে আছি। এৱে পৰে থাকতে পাৱাৰ কি না বুৰাতে
 পাৱছি না। সেলিমদেৱ বিদায় দিয়ে আজ পৰ্যন্ত অশাস্ত্ৰিৰ মধ্যে দিন
 কাটাচ্ছি। আবাৰ মনে হয় তাৰা যদি আৱ একটা দিন আমাদেৱ এখানে
 থাকত তাহলে তাদেৱ নিয়ে আমি কী কৰতাম। সত্যিই ফজিলা, রবিবাৰ
 ১১ এপ্ৰিলৰ কথা মনে হলে আজও ভয় হয়। রাইফেল, কামান,
 মেশিনগান, বোমা, রকেট বোমাৰ কী আওয়াজ আৱ ধৰবাঢ়িৰ আঞ্চনেৱ
 আলো দেখলে ভয় হয়। সুফিয়াৰ বাড়িৰ পথানে ৪২ জন মৰেছে। সুফিয়াৰ
 আৰোহণ হাতে গুলি লেগেছিসা। নজৰধৰি তিনি বেঁচে আছেন। সুফিয়াদেৱ
 বাড়ি এবং বাড়িৰ সব জিনিস পুড়ে পেছে আমাদেৱ বাড়িতে তিন-চার
 দিন শোয়াৰ মতো জায়গা পাইনি। রাহেলাদেৱ বাড়িৰ সবাই, ওদেৱ
 গ্ৰামেৱ আৱও ১৫-১৬ জন, সুফিয়াৰ বাড়িৰ পাশেৱ বাড়িৰ চারজন,
 দুলালেৱ বাড়িৰ সকলে, দুলালেৱ ফুকুজামাই দীঘিৰ কয়েকজন এসে
 বাড়িতে উঠল। তাই বলি, সেই দিন যদি আৰো এবং সেলিমৱা থাকত
 তাহলে কী অবস্থা হতো। এদিকে আমৰাও আবাৰ পায়খানাৰ কাছে জপলে
 আশ্রয় নিলাম। কী যে ব্যাপার, থাকলে বুৰাতে। বৰ্তমানে যে পৰিস্থিতি তা
 আৱ বলাৰ নয়, রাস্তাৰ ধাৱেৱ মানুষেৱ জীবনেৱ নিৱাপত্তা নেই। রোজ
 গৱৰ, ছাগল, হাঁস-মুৱাগি ছাড়াও যুবতী মেয়েদেৱ ধৰে নিয়ে যাচ্ছে। দুই-
 এক দিন পৱ আধা মৰা অবস্থায় রাস্তাৰ ধাৱে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। প্ৰত্যেক
 দিন এসব ঘটনা। বাড়িতে আঞ্চন আৱ গুলি কৱে মানুষ মাৱাৰ তো কথাই
 নেই। তা ছাড়া লুটতোৱা, চুৱি, ডাকতি সব সময় হচ্ছে। কয়েক দিন
 বৃষ্টিৰ জন্য রাস্তাঘাটে কাদা হওয়ায় আমৰা বেঁচে আছি। রাস্তাঘাট শুকনা

সংখ্যা ৪ ছিল বিশাল। সংযুক্তির বৃদ্ধির কাণ্ডি মাঝে নব মাস হলেও ভারত-গমন, ভারতে বা দেশেরই কোথাও প্রথমে প্রশংসন গ্রহণ, কোনো একটা স্থান বা ঘৰিতে স্থিত হওয়া, চিঠি লেখার উপাদান সংগ্রহ, ভাকুর বা স্লোক মারকৃত পাঠানোর অনিষ্টতা, বুকি প্রভৃতি বিরাট বাবা বলে প্রতীকামন হয়েছে। উপরন্ত অনেকে চিঠি পেতেও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিড়ে বা পুঁজিরে ফেলেছেন।

এ ছাড়াও আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে: মুক্তিবুদ্ধের ৩৭-৩৮ বছর পর এমন উদ্যোগ মহৎ বলে বিবেচিত হলেও ধৰণা করা যায়, এত নিজ বা এতগুলো বছর প্রাপ্ত বহু চিঠি সঠিকভাবে ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত হয়নি। অতত স্বাধীনতা জাতের পাত্র-স্বাত বছরের মধ্যে এমন উদ্যোগ নিলে আরও অনেক চিঠি পাওয়া যেত।

সঙ্গদ্য পাঠক, আশা করি সক্ষ করবেন, কোনো কোনো চিঠির মধ্যে (...) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, স্থিতিত এই শব্দটি বা শব্দগুচ্ছ কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে পাঠ্যকার করা বা বোবা সম্ভব হয়নি।

৩.

কোনো মহৎ চেষ্টা কখনো বৃথা যাব না। বিলৈয়ে হলেও প্রথম আলো-গ্রামকোনের এ উদ্যোগ মুক্তিবুদ্ধের ইতিহাসে একটি শুভ্রী আসন জাত করবে বলে আমরা বিশ্বস করি। আর সেই সঙ্গে আমরা আশা করি, এভাবেই গ্রামীণকোন ও একজন অচেত মতো দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান — একার পক্ষে সম্ভব নয়—এমন আরও অনেক বড় ও মহৎ উদ্যোগ হাতে নেবে, যাতে নতুন প্রজন্ম প্যাবে নতুন বিজয়ের শক্তি। এগুলো যাজ্ঞ কৈন্তে।

‘একাত্তরের চিঠি’ যাচাই-বাচাই করে প্রত্যক্ষ করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ইর্তিহাসবিদ অধ্যাপক সালাহউদ্দীন ইহমদ, সদস্য মে. জে. (অব.) আমিন আহমেদ চৌধুরী, রশীদ হায়দর, সোলিমান খেলন্দেহ এবং সদস্য উকীল ইউসুফ। কমিটিকে সহায়তা করেন সাজ্জাদ শরিফ, সাইফুল আজিম, কর্তা বেগবন প্রবুৰ।

এই উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সাবলম্বনভিত্তি করার জন্য বাঁরা সহবেগিতা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন পাটসুল আগম শান্ত, শাককাত ওয়ানি ও তারসুম বুশুরা। তাঁরা সবাই প্রে য্যাতভার্টাইজিং বাংলাদেশ সৰ্বিমাটেকের কর্মী।

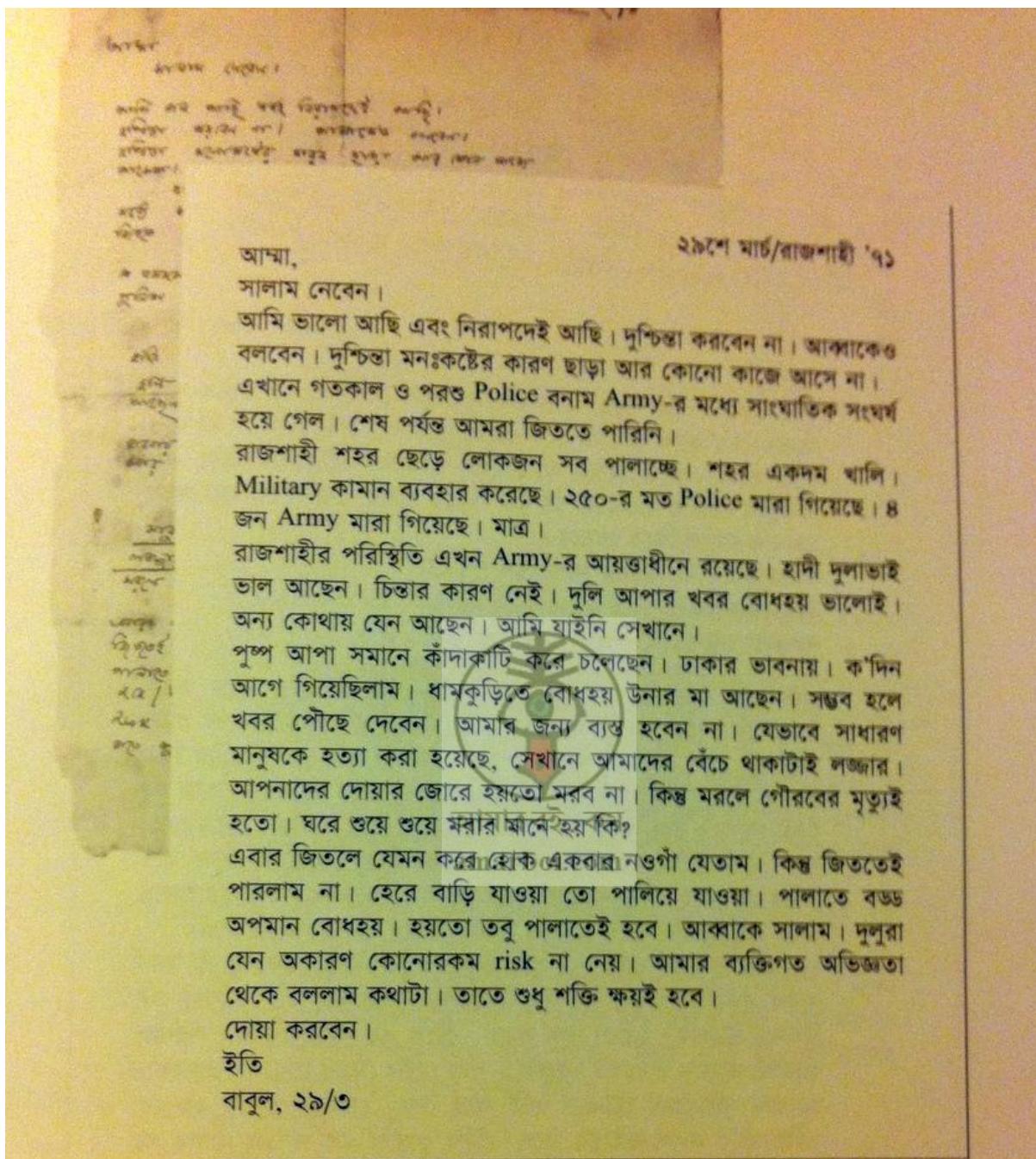
তবে সর্বশেষ বিশেষভাবে উক্তব্যোগ্য আমিনুল অকরামের নাম। তিনিই প্রথম ‘একাত্তরের চিঠি’ সংগ্রহ করার ধৰণা প্রোবল করেন। সেই ধৰণা কান্তবারনের জন্য তিনি বিভিন্ন সময় সূচ ও তথ্য দিয়ে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বেগবান করেছেন।

বাংলাদেশের যেকোনো প্রজন্মের জন্য একাত্তরের চিঠি কর্মকর প্রয়োগিত হলে আমাদের শ্রম সার্পক বলে মনে করব।

‘একাত্তর’-এর আবেদন মে এবনও গভীর, তার প্রমাণ ‘একাত্তরের চিঠি’-র অভিবিত চাহিদা। ১৭ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠককুলের অবিশ্বাস্য আগ্রহের কারণে, কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ হিটীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

রশীদ হায়দর

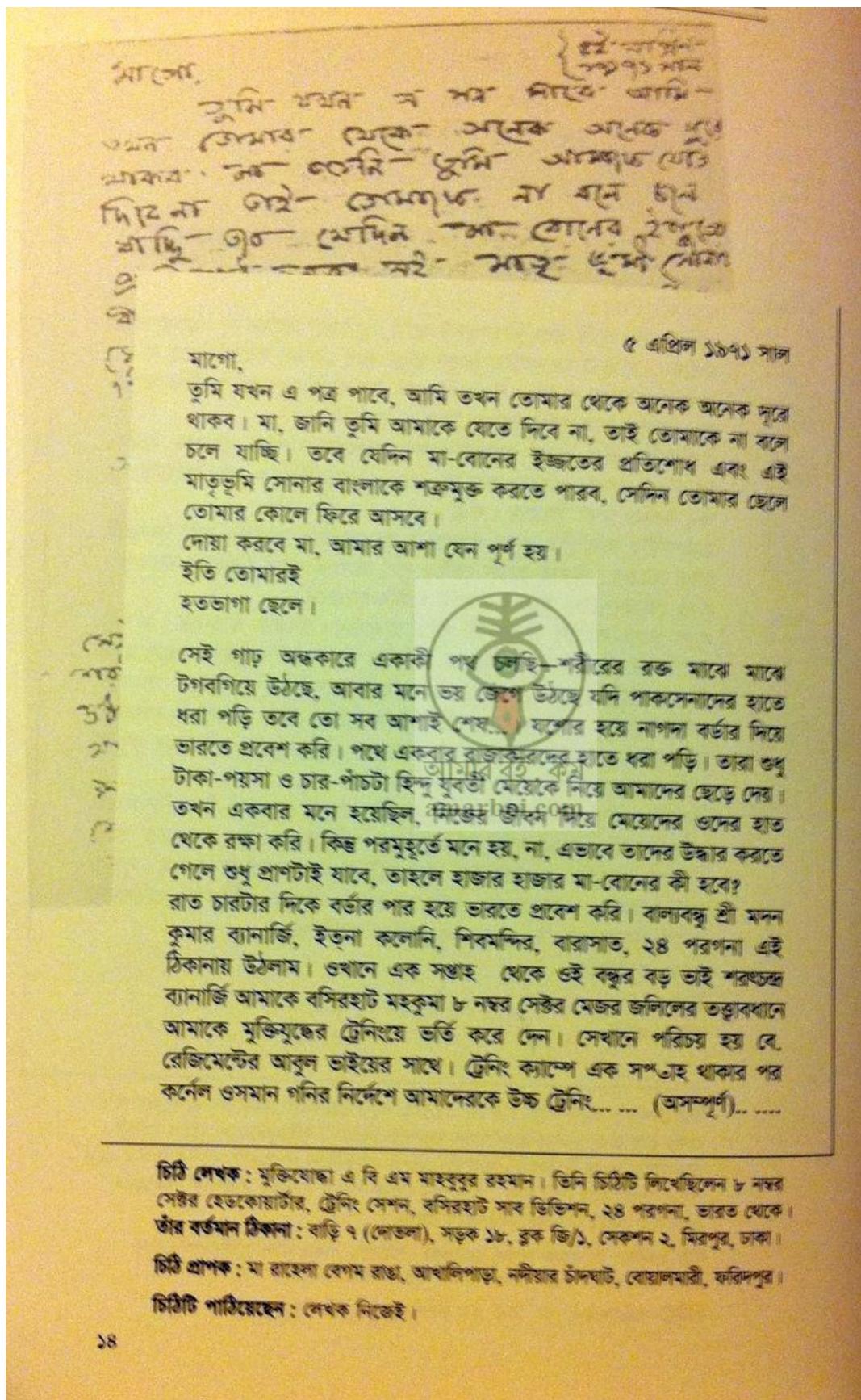
সাম্পাদনা পরিষদের পক্ষে



চিঠি লেখক: শহীদ কাজী নূরুল্লাহী। ১৯৭১ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শেষ
বর্ষের ছাত্র এবং কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর
রাজশাহীর প্রধান ছিলেন। ১ অক্টোবর ১৯৭১ নূরুল্লাহীকে পাকিস্তানি বাহিনী আটক করে
শহীদ জোহা হলে নিয়ে যায়। তাঁর আর খোজ পাওয়া যায়নি। রাজশাহী মেডিকেল
কলেজের একটি হোষ্টেল তাঁর নামে রয়েছে।

চিঠি প্রাপক: মা নূরুস সাবাহ রোকেয়া। শহীদের বাবার নাম কাজী সাখাওয়াত
হোসেন, ঠিকানা: লতা বিতান কাজী পাড়া, নওগাঁ।

চিঠি পাঠিয়েছেন: ডা. কিউ এস ইসলাম, ২৮ শান্তিনগর, ঢাকা।





৫.৪.১৯৭১

মা,
আমার সালাম প্রচল করবেন। পর সংবাদ আমি আপনাদের দোয়ায় এখনো
পর্যন্ত ভালো আছি। কিন্তু কত দিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা
মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে তামায় কথা
শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার
মতো অনেক জিম্মার প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন না, মা। আপনার
সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ
রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষী দেবে যে বাঙালি এখনো
মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুংমেটের সামনে পেতে দিতে
বিধি বোধ করে না।

সময় নেই। হয়তো আবার কখন দৌড় দিতে হয় জানি না। তাই এই
সামান্য পত্রটা দিলাম। শুধু দোয়া করবেন। সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

মা, যদি সত্যি আমরা এই পরিব্রজন্মভূমি থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের মতো
পাঞ্জাবি শুঙ্গদের তাড়িয়ে দিয়ে এ দেশকে মুক্ত করতে পারি, তবে হয়তো
আবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে। বিদায় নিছি মা। ক্ষুদ্রিমের
মতো বিদায় দাও। যাবার বেলায় ছালাম।

মা...মা...মা...যাচ্ছি।

ইতি

জিম্মা

চিঠি লেখক : নৌ কমাটো শহীদ জিম্মাত আলী খান। পিতা : সামসুল হক খান,

গ্রাম : ননীক্ষীর, ডাক : ননীক্ষীর, উপজেলা : মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ।

চিঠি প্রাপক : মা ওকুরুননেছ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ইয়াসির আরাফাত খান।

১৫

তারিখ: ১৬/২৪/৭০

ପ୍ରିୟ ଫଜିଲା,

জানি না কী অবস্থায় আছ। আমরা তো মরণের সঙ্গে যুক্ত করে এ পর্যন্ত জীবন হাতে নিয়ে বেঁচে আছি। এর পরে থাকতে পারব কি না বুঝতে পারছি না। সেলিমদের বিদায় দিয়ে আজ পর্যন্ত অশান্তির ঘৰ্য্যে দিন কাটাচ্ছি। আবার মনে হয় তারা যদি আর একটা দিন আমাদের এখানে থাকত তাহলে তাদের নিয়ে আমি কী করতাম সত্যই ফজিলা, রবিবরু ১১ এপ্রিলের কথা মনে হলে আজও ভয় হয়। রাইফেল, কামান, মেশিনগান, বোমা, রকেট বোমার কী অভিযোগ আর ঘরবাড়ির আঞ্চলের আলো দেখলে ভয় হয়। সুফিয়ার রহিমচৌধুরী প্রখণ্ডে ৪২ জন মরেছে। সুফিয়ার আবার হাতে গুলি লেগেছিল। অবশ্য তিনি বেঁচে আছেন। সুফিয়ার বাড়ি এবং বাড়ির সব জিনিস পুড়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে তিন-চার দিন শোয়ার মতো জায়গা পাইনি। রাহেলাদের বাড়ির সবাই, তাদের প্রামের আরও ১৫-১৬ জন, সুফিয়ার বাড়ির পাশের বাড়ির চারজন, দুলালের বাড়ির সকলে, দুলালের ফুফুজামাই দীঘির কর্যকর্তা এসে বাড়িতে উঠল। তাই বলি, সেই দিন যদি আবার এবং সেলিমরা থাকত তাহলে কী অবস্থা হতো। এদিকে আমরাও আবার পারিখানার কাছে জনসে আশ্রয় নিলাম। কী যে ব্যাপার, থাকলে বুঝতে। বর্তমানে যে পরিস্থিতি তা আর বলার নয়, রাস্তার ধারের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। রোজ গৱঢ়, ছাগল, হাঁস-মুরগি ছাড়াও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দুই-এক দিন পর আধা মরা অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দিন এসব ঘটনা। বাড়িতে আগুন আর গুলি করে মানুষ মারার তো কথাই নেই। তা ছাড়া লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি সব সময় হচ্ছে। কর্যকর দিন বৃষ্টির জন্য রাস্তাধাটে কাদা হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। রাস্তাধাট শুরু

Agartala
June 16, '71

dear Pasha Mama,
Don't be surprised! It
was written and has come to pass
~~and~~ after you read this letter,
destroy it. Don't try to write to
~~Amma~~ about this either. It will
put them in danger.

This is a hurried letter.
I don't have much time. I have
to leave tomorrow for my base
camp.

Agartala, June 16, '71

Dearest Pasha Mama,

Don't be surprised! It was written and has come to pass. And
after you read this letter, destroy it. Don't try to write to Amma
about this letter. It will put them in danger.

This is a hurried letter. I don't have much time. I have to leave
tomorrow for my base camp.

We are fighting a just war. We shall win. Pray for us all. I don't
know what to write ... there is so much to write about. But every
tale of atrocity you hear, every picture of terrible destruction that
you see is true. They have torn into us with a savagery
unparalleled in human history. And sure as Newton was right, so
shall we too tear into them with like ferocity. Already our war is
far advanced. When the monsoons come we shall intensify our
operation.

I don't know when I shall write again. Please don't write to me.
And do your best for SHONAR BANGLA.

Bye for now. With love and regards.

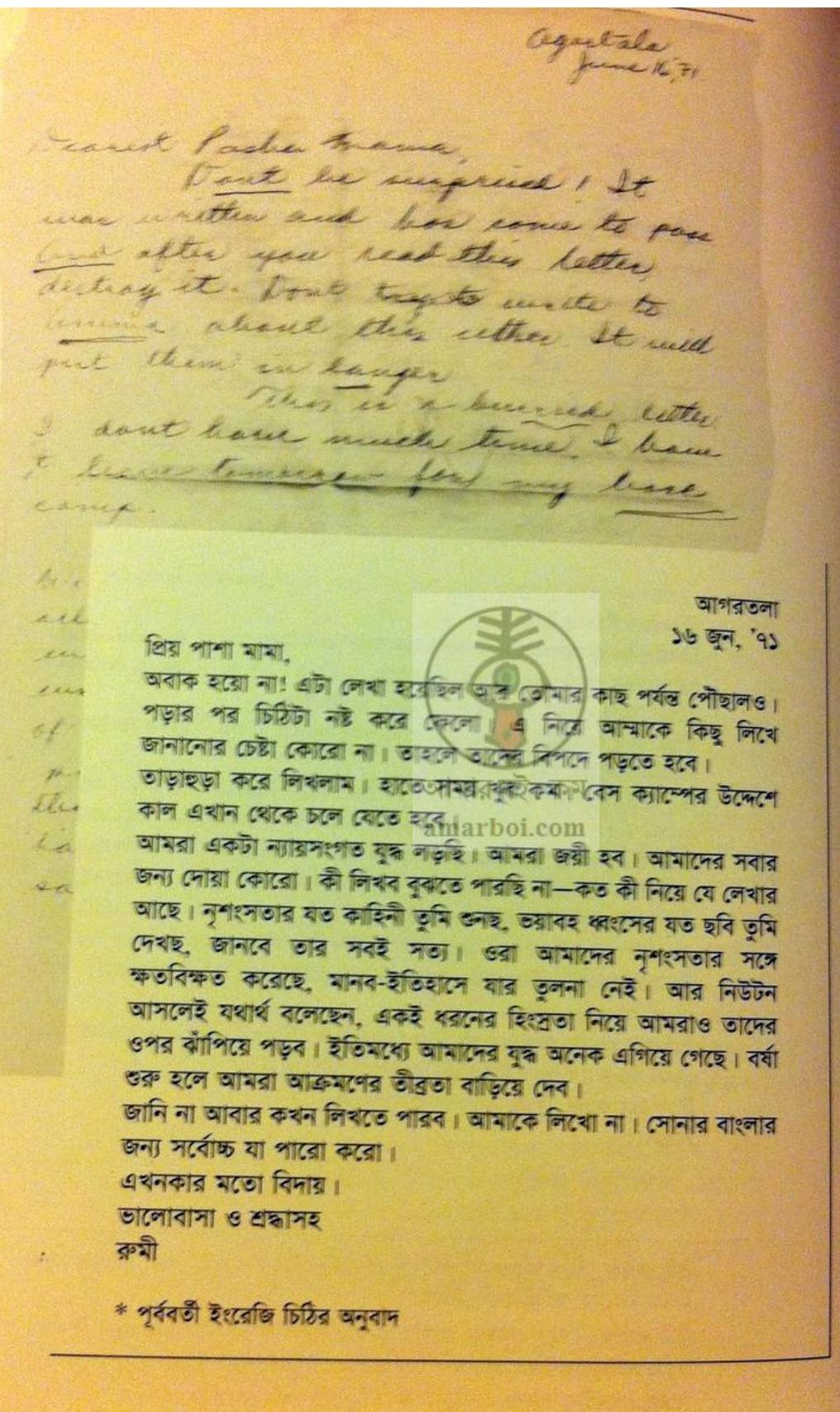
Rumi

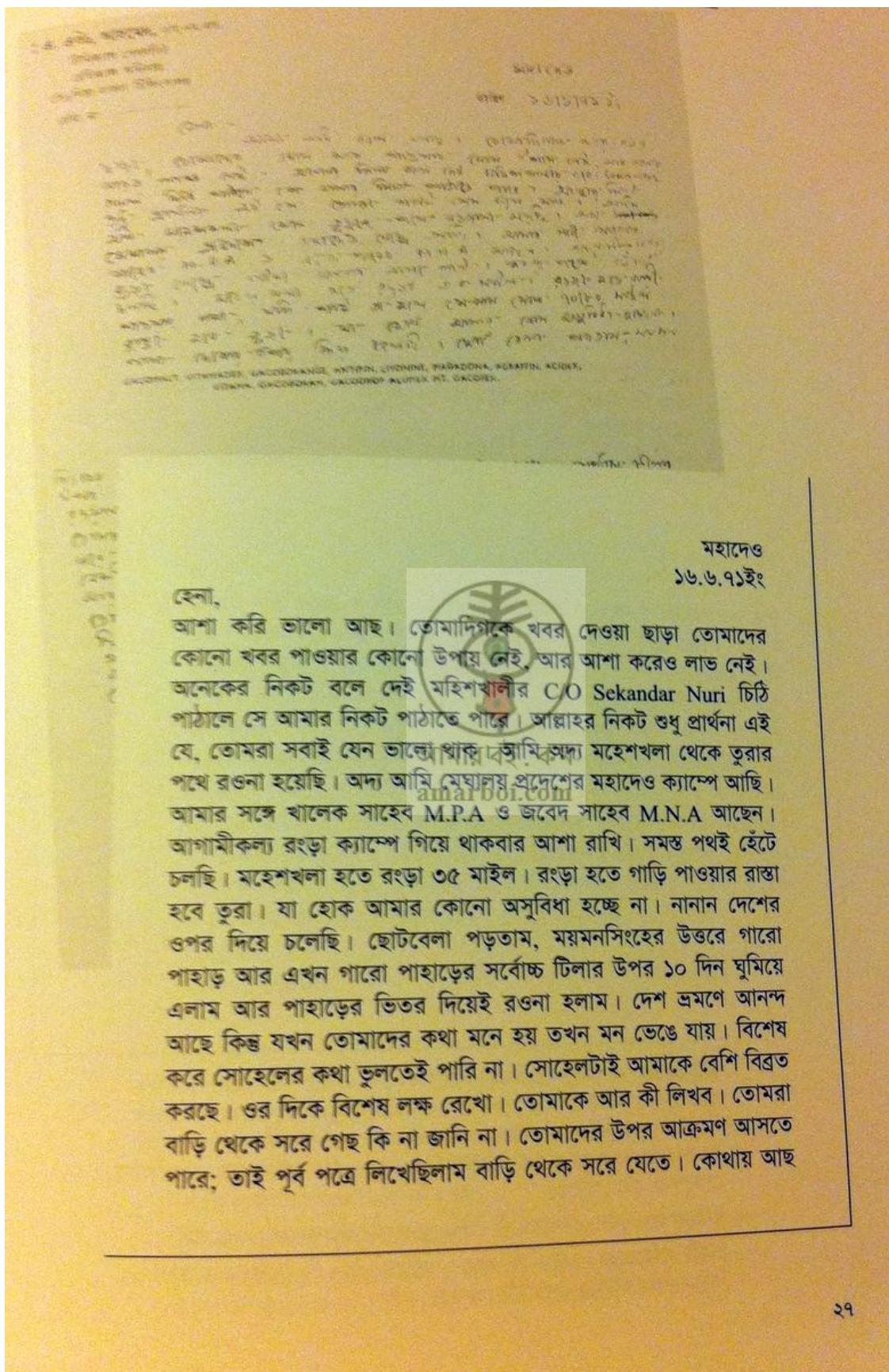
চিঠি সেখক : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জী। পুরো নাম শাফী ইমাম রঞ্জী। বাবা শরীফুল আলম
ইমাম আহমেদ, মা জাহানারা ইমাম।

চিঠি প্রাপক : সৈয়দ মোস্তফা কামাল পাশা। শহীদ রঞ্জীর মামা। বর্তমান ঠিকানা :
5 Grenfell Gardens, Harrow Middlesex, HA3 0QZ, UK

সংগ্রহ : তাহমীদা সাইদা ও শহীদজননী জাহানারা ইমাম পাঠাগার থেকে।

২৫





তা যেন অন্য লোক না জানে। যেখানেই যাও রাস্তায় যেন কোনো অসুবিধা না হয় তার প্রতি বিশেষ নজর রেখে চলো। সোহেল বোধহয় আমাকে ঘোজে। আস্তে আস্তে হয়তো ভুলেই যাবে। যা হোক নামাজ নিয়মিত পড়তে চেষ্টা করি। তার জন্য কোনো চিন্তা করো না। পূর্বে আরও ২টি চিঠি দিয়েছি তাতে ধান ও গাড়িটার কথাও বলেছিলাম সরিয়ে রাখতে। আজকে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে নিশ্চয়ই শুনেছ যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িও আক্রমণ করতে ছাড়েনি। সুতরাং খুব সাবধান। বিশেষ আর কি লিখব। ইচ্ছা আছে তুরা হতে ফিরে আসব আবার মহিশখালী। দোয়া করিয়ো।

আখলাক

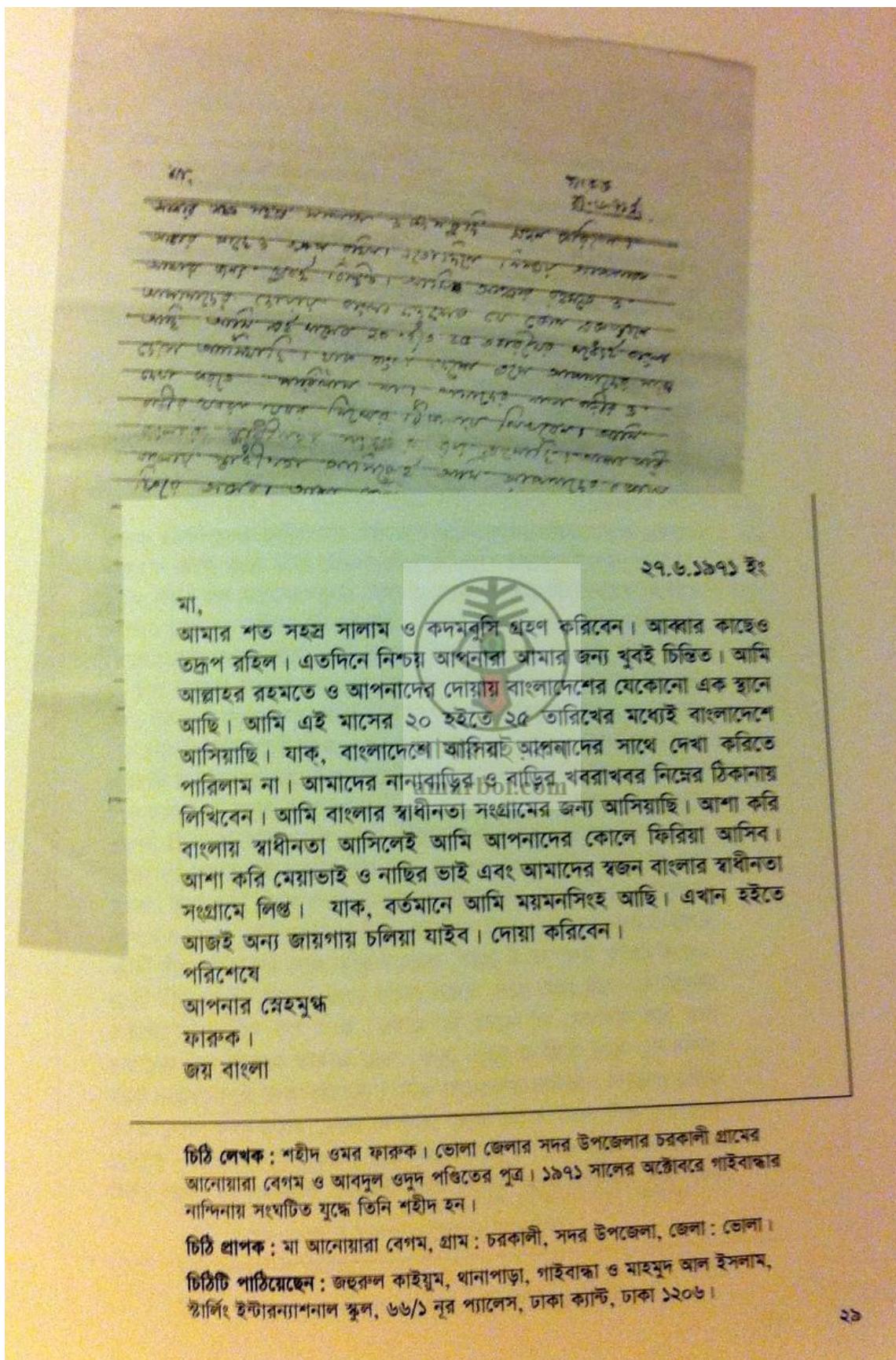


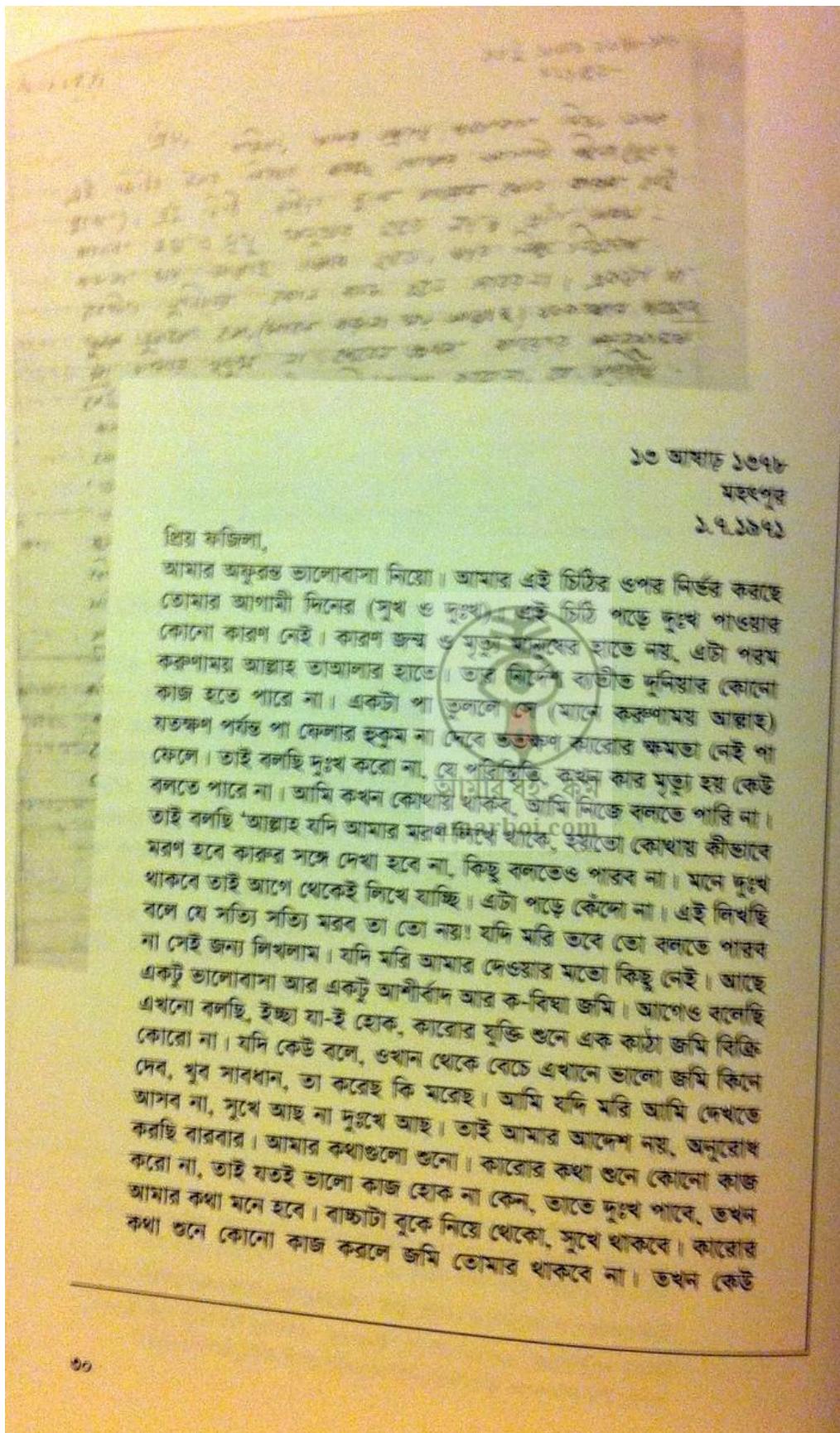
আমার বই . কম
amarboi.com

চিঠি প্রেরক : আখলাকুল হোসেইন আহমেদ। ১৯৭০ সালে তিনি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। চিঠিটি তিনি ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার মহাদেও থেকে লিখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রথমে তুরার মহিশখালীর ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন। পরে জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা: ছায়ানীড়, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

চিঠি আপক : হেনা, লেখকের স্ত্রী। তাঁর পুরো নাম হোসেইন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : সাইফ-উল হাসান, আপার্টমেন্ট ১ সি, বিল্ডিং ২ এ, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা।





দেখতে পারবে না। যে মেয়ের স্বামী মরে যায় বা নেয় না, তার বাপ-ভাই
আঞ্চলিক প্রজন কেউ ভালো চেথে দেখে না। তাই যত আনুরে হোক না, এটা
মেয়েদের অভিশাপ। বেশি বলতে হবে না, পাশে অনেক প্রমাণ আছে।
জমিজমা ও জিনিসপত্র থাকলে সবাই যতন করবে, তোমার পায়ের জুতো
খুলে পতি হবে না। তাই বারবার অনুরোধ করছি জিনিসপত্র যা এর-ওর
বাড়ি আছে, ভাই জানে, ভাইয়ের সঙ্গে সব বলা আছে। বাপের বাড়ি হোক
আর (...) হোক, যেখানে হোক থেকো (...) বেশি দিন থেকো, তোমার
দেখো সবাই যত্ন করবে, তবে আমি যা বলেছি মনে রেখো। মেয়েটাকে
মানুষ করো। লেখাপড়া শিখাও। মামণি যখন যা চায় তখন সেটা দেবার
চেষ্টা করো। তুমি তো জানো যে একটা মেয়ে হওয়ার আমার কত আশা
ছিল, আল্লাহ আমার আশা পূরণ করেছে। হয়তো নিজ হাতে সেভাবে
মানুষ করতে পারব না, তবু আমার আশা আছে, তুমি যদি আমার কথা
শোন তবে তুমি সেভাবে মানুষ করতে পারবে। আশা করে মামণির জন্য
দোলনা করেছিলাম। দোলনায় বোধহয় মামণির দোলা হলো না। বড়
আশা করে হারমোনিয়াম কিনেছিলাম মামণিকে গান শেখাব, হারমনিটা
নষ্ট কোরো না, তুমি শিখাও। তোমার কানেরটা—মামণিকে দেব বলে
তোমার কানেরটা করলাম, মামণির সেটা তো ডাকাতরা নিয়ে গেছে।
আমার আশা আশাই থেকে গেল, আশা বোধহয় পূরণ হবে না। তাই
আমার আশা তুমি পূরণ করো। আর কী লিখব, সত্যি যদি মরি আমায়
ঝাগমুক্ত করো। তোমার কাছে যে ঝণ আছে হয়তো শোধ করতে পারব
না। হয়তো সে (...) কষ্ট পাব বা আল্লাহতাআলার কাছে দায়ী থাকব, যদি
পারো মন চায় শোধ করে নিয়ো বা মুক্ত করে দিয়ো। আর কিছু লিখলাম
না।

amarboi.com

ইতি তোমার স্বামী

গোলাম রহমান

মহৎপুর, খুলনা।

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মো. গোলাম রহমান। ঠিকানা : গ্রাম : মহৎপুর,

ডাক : ওবায়দুরনগর, উপজেলা : কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

চিঠি প্রাপক : স্ত্রী ফজিলা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : গোলাম রহমানের ছেলে আসলামুজামান।

৩১

৭.৭.৭১

শ্রী হেমেন্দ্র দাস প্রকাশন্তে
প্রকাশ্যালয়

আপনাদের কর্ম অনেক দিন পাইলি। বাঁশতলা ক্যাম্প দেখার পর সেই
ছেলেদের মুখ্যাঙ্গসূলো সমাচারেই জোখের ওপর আসছে। তাদের ঘণ্টে যে
সাহস, শৃঙ্খলা ও উদ্ধীপনা দেখেছি তা আমার জীবনে এক নতুন ইঙ্গিত
বরে প্রেরণে। কত লোকের কাছে যে দে কাহিনী বলেছি তা বলার নয়।
তাদের কিছু জিনিস দেখার প্রতিশ্রূতি দিচ্ছিলাম। কিন্তু শুনছি তারা
শিখছিল যouth camp-এ চলে আসলে এবং দেখলে তাদের প্রয়োজনীয়
সরবরিক শরুরাহ করা হচ্ছে। আই আমাকে সেজেলো জোগাড় করতে মানা
করা হচ্ছে।

আমার বই কথ

আমি ক্যাম্পের মেয়েদের জন্য কিছু শাড়ি সংগ্রহ করেছি। আপনি
প্রয়োজনভোগে তা বিলি করার কাবত্তি করে দেবেন। কাকিমার জন্য
একখানা লালগাঢ় শাড়ি পাঠালাম—তিনি বেল তা ব্যবহার করেন।
বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু কাপড়-জামা পাঠালাম। অঙ্গ ও মুখ ও ফিলাইল
পাঠালাম, আশা করি কাজে লাগবে। আমি দেলা ক্যাম্পে যাবার পর
বালাট, ডাটিকী, উবলারেম (আমলারেম) প্রতি ক্যাম্পে ঘূরছি।

অবস্থা দুর্দশার চরম সীমায়, খালি মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাই অন্ধকারে আশার
আলো বরে আনে। তৎকাল তাদের ঝাত্তা ও দীর্ঘজীবন দিন—এই প্রার্থনা
জানাই।

আপনার শরীর কেবল আছে? কাকিমা কেবল আছেন? ক্যাম্পের ও
মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা কেবল আছে? আজ এখানেই শেষ করি।

ইতি

অঞ্জলি

সংস্থান: শুভি ও কথা "৭১ দেকে।

পথের ধারের বাড়ী
১৫ জনাই, '৭১

五

পথ চলতে গিয়ে ক্ষণিকের বিশ্বাসুন্নতির ধারের এ বাঢ়ি তোমায় চিঠি
লিখতে সাহায্য করছে। প্রচন্ডভূকে, আমাৰ পৰ এই প্ৰথম তোমায় লিখাৰ
সুযোগ পেলাম। এৱ পূৰ্বে ইচ্ছে ঘোষণাত্মক কণজ, কলম, মন ও সময়
একীভৃত কৰতে পাৰিনি। চিনেৰ চালাঘৰে বসে আছি। বাইৱে ভীষণ বৃষ্টি
হচ্ছে। ঘুটবুটে অন্ধকাৰ সৰ্বত্র। প্ৰকৃতিৰ একটা চাপা আৰ্তনাদ শোনা
যাচ্ছে চিনেৰ ওপৰ বৃষ্টি পড়াৰ শব্দে শব্দে। মাগো, আজ মনে পড়ছে
বিদারবেলাৰ তোমাৰ হাসিমুখ। সাদা ধৰণৰে শাঢ়িটায় বেশ মানিয়েছিল
তোমাৰ। বৰ্ধাৰ সকাল। আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘেৰ ভেলা ভাসছিল।
মেঘেৰ কাঁকে সেদিনকাৰ পূৰ্ব দিগন্তেৰ সূৰ্যটা বেশ লাল মনে হয়েছিল।
সেদিন কি মনে হৈছিল জানো মা, অসংখ্য রক্ষীজেৰ লাল উত্ত রক্তে
ছেৱে গোছে সূৰ্যটা। ওৱা এক একটা কিৱণছটা পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে এক
একটি বাঙালি। অগ্ৰিমপথে বলীয়ান, স্বাধীনতাৰ মন্ত্ৰে দীক্ষিত। মাগো,
তোমাৰ কোলে জন্মে আমি গৰিব। শহীদেৰ রক্ত রাঙা পথে তোমাৰ
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুৱা ছেলোকে তুমি এগিয়ে দিয়েছ। ক্ষণিকেৰ জন্যও
তোমাৰ বুক কাঁপেনি, স্নেহেৰ বন্ধন দেশমাতৃকাৰ ডাককে উপেক্ষা কৰতে
পাৰেনি। বৱং তুমই আমাকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানেৰ জন্য প্ৰেৰণা
দিয়েছ। দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছ। মা, তুমি শুশি হবে

তোমারই ঘরে অসংখ্য জননী তাদের মেহ ও ভালোবাসার সম্পদ পুত্র-সন্তান, স্বামী, আছীয়া, ঘরবাড়ি সর্বস্ব হারিয়ে শোকে মৃহ্যমান হয়নি; বরং ইস্পাতকঠিন মনোবল নিয়ে আজ অধিষ্ঠপথে বলীয়ান। মাগো, বাংলার প্রতিটি জননী কি তাদের ছেলেকে দেশের তরে দান করতে পারে না? পারে না এ দেশের মা-বোনেরা ছেলে ও ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে? মা তুমিতো একদিন বলেছিলে, 'সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন এ দেশের মায়ের কোলের শিশুরা মা-বাবার কাছে বিস্তুট-চকলেট চাইবে না জেনো, চাইবে রিভলবার পিস্টল।' সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে দেশের প্রতিটি সন্তান। যেদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্যে প্রতিফলিত হবে অধিকারবধূত, শোষিত, নিপীড়িত বুভুক্ষ সাড়ে সাত কোটি জাহাত বাঙালির আশা, আকাঙ্ক্ষা। যে মনোবল নিয়ে প্রথম তোমা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তা আজ শতঙ্গে বেড়ে গেছে, মা। রক্তের প্রবাহে আজ খুনের নেশা টগবগিয়ে ফুটছে। এ শুধু আমার নয়, প্রতিটি বাঙালি পাঞ্জাবি হানাদার লাল কুতাদের দেখলে খুনের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। তাই তো বাংলার প্রতিটি আনাচ-কানাচে এক মহাশক্তি ও দুর্জয় শপথে বলীয়ান মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। তোমাদের এ অবুব শিশুগুলিই আজ হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত হানছে। পান করছে হানাদার পশুশক্তির রক্ত। ওরা মানুষ হত্যা করে। আমরা পশু (ওদের) হত্যা করছি। এই তো সেদিন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমার কোনো এক মুক্ত এলাকায় ভালুকাতে (থানা) প্রবেশ করতে গিয়ে হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীরা বীর ব্যোক্তাদের হাতে চরম মার খেয়েছে। মা, তোমার ছেটি ছেলে বিপ্লবের হাতে তাঁলেগে আছে বেশ কয়টা পশুর রক্ত। এমনি করে বাংলার প্রতিটি আনাচ-কানাচে মার খাচ্ছে ওরা। মাত্র শুরু। যুদ্ধনীতি ওদের নেই, তাই বাংলার নিরাহ অস্ত্রহীন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, বৃক্ষ, শিশু ও নারীর ওপর হত্যাকাণ্ডের মই চালাচ্ছে। এ হত্যাকাণ্ড ডিয়েতনামের একাধিক 'মাইলাইয়ের' হত্যাকাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ওরা পশু। পশত্তের কাহিনী শুনবে, মা? তবে শোনো। শক্রকবলিত কোনো এক এলাকায় আমার এক ধর্ষিতা বোনকে দেখেছিলাম নিজের চোখে। ডেকেছিলাম বোনকে। সাড়া দেয়নি। সে মৃত। সম্পূর্ণ বিবস্ত দেহে পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন শরীরের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। বাংলার শিশু ছিল তার গর্ভে। কিন্তু তবু পাঞ্জাবি পশুর হায়না কামদৃষ্টি থেকে সে রেহাই পায়নি। সে মরেছে কিন্তু একটা পশুকেও হত্যা করেছে। গর্বিত, স্তুক, মৃঢ় ও কঠিন হয়েছিলাম। আজ অসংখ্য ভাই ও বোনের তাজা রক্তকে সামনে রেখে পথ চলছি আমরা। মাগো, বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর এমন

অত্যাচারের কাহিনী শনে ও দেখে কি কোনো জননী তার ছেলেকে
প্রতিশোধের দীক্ষা না দিয়ে স্বেহের বন্ধনে নিজের কাছে আটকে রাখতে
পারে? পারে না। প্রতিটি জননীই আজ তার ছেলেকে দেবে মুক্তিবাহিনীতে,
যাতে রক্তের প্রতিশোধ, নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ শুধু রক্তেই নেওয়া
যায়। মা, আমার ছেউ ভাই ভীতু ও বোন প্রীতিকে আমার কাছে পাঠিয়ে
দাও। পারবে না আমাদের তিন ভাই-বোনকে ছেড়ে একা থাকতে? মা,
মাগো। দুটি পায়ে পড়ি, মা। তোমার ছেলে ও মেয়েকে দেশ ও জাতির
ক্রান্তিলঘ়ে ঘরে আটকে রেখো না। ছেড়ে দাও স্বাধীনতার উত্তপ্ত রক্তপথে।
শহীদ হবে, অমর হবে, গাজী হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসবে, মা।
মাগো, জয়ী আমরা হবই। দোয়া রেখো।

জয় বাংলা ॥

ইতি

তোমারই 'বিপ্লব'



আমার বই . কম
amarboi.com

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লব। চিঠি লেখকের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
মুক্তিযুদ্ধকালে এই চিঠি ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে প্রকাশিত জাহাত বাংলায়
প্রকাশিত হয়।

চিঠি প্রাপক : মা। তার পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ডা. মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, চক্রবিজ্ঞান,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৫

১৬.৭.১৯৭১

মা,

মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প থেকে লিখছি। এখন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পাছি সমস্ত দিগন্ত মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাই মনটা ভালো না। আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বাকাশে যে লাল সূর্য ওঠে, তার কাঁচা আলো খুব উজ্জ্বল হয়, তাই না? এই মুহূর্তে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ধা এলে তুমি বাইরে যেতে দিতে না, একদিন তোমার অজ্ঞানে বাইরে আসতেই পিছলে পড়ে পায়ে চোট হাগে। তখন তুমি চিৎকার করে কেন্দে উঠেছিলে। ওষুধ দিয়ে ভাতি হয়েছিল চোবলটা, আমার বেশ মনে আছে। তখন থেকে একা বাইরে যেতে পাইস পেতাম না, ভয় লাগত। বাইরে গেলেই পড়ে যাব। কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে, রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাংকারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে তবুও তয় পাই না। শত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে প্রচঙ্গ পাল্টা আক্রমণে শিরায়-উপশিরায় রঞ্জের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মা, সত্যিই তোমাকে বোঝাতে পারব না। ছোটবেলার কথা মনে পড়লে কেমন যেন লাগে। কিন্তু আমার একি আশ্চর্য পরিবর্তন, কারণ আমি আমার স্বদেশ, আমার বাংলাকে ভালোবাসি।

মা, কৈশোরে একদিন আব্দা আমাকে সৈয়দপুরে নিয়ে গিয়েছিল, স্পেশাল ট্রেন দেখাতে। সেখান থেকে আমি হারিয়ে যাই। তখন একলা একলা অনেকক্ষণ ঘুরেছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ঘনঘটা নেমে আসছিল, আমার কেমন যেন কান্না পাছিল। মনে হয়েছিল আমি হারিয়ে গেছি। তখন মনে হয়েছিল আর কোনো দিনই হয়তো তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব না। তখন কাঁদতে কাঁদতে স্টেশনের দিকে আসতে শুরু করেছিলাম। রাস্তায়

হাজারী বেলপুকুরের হাই-ই আমাকে বাঢ়ি নিয়ে গিয়েছিল। দেখি, সেখানে
কিছুক্ষণ পরে আকাৰা গেলেন। পরেৱে দিম এসে সমস্ত কথা ভূমতি মা
শনতেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধৰে তুমি কৰিদিলে। অথচ সেদিন তুমি কো
কাঁদলে না মা! আমি রগাঙ্গনে চলে এলাম। শুলি, শেল, শট্টার নিয়ে আমার
জীবন। ইয়াহিয়ার জঘন্যাত্ম অত্যাচারের বিপরীতে দাঢ়াৰার জমা দৃঢ়ীয়া
শপথ নিলাম। এখন বাংকারে বাংকারে বিনিময় বজানী কাটাত্ত হয়।
কখনোৱা রাতেৰ অঙ্ককাৰে শত্রুৰ ঘাটিৰ ওপৰ প্ৰচণ্ড আৰামদাহ চালাই। এ
যুক্ত ন্যায়েৰ যুক্ত। মা, আমাদেৱ জয় হৈবেই হৈলৈ।

মাগো, সেদিনেৰ সক্ষ্যাটাকে আমার বেশ ঘনে পড়াছে। আজকৰো ঘণ্টা
মেঘলা মেঘলা আকাশ সেদিন ছিল না। সমস্ত আকাশটা ভারাম ভৱি ছিল।
তুমি রাখাঘৰে বসে তৰকাৰি কুটিলৈলে।

আমি তোমাকে বললাম—মা, আমি চলে ঘাণ্ডি। তুমি ঘুৰেৰ দিকে
তাকালে। আমি বলেছিলাম, ‘মা, আমি ঘূৰিলাহিমীতে চলে ঘাণ্ডি।’
উনুনেৰ আলোতে তোমার ঘুঁটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তোমাৰ চোখ
দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তুমি দাঁড়িয়ে আশীৰ্বাদেৰ ভঙ্গিতে তাকালে।
আমাৰ ঘৰেৰ পেছনে বেলগাছটাৰ কিছু পাতা বাতাসে দোল খেয়ে আৰাম
ছিৱ হয়ে গেল। মা, সেদিন সক্ষ্যাতেই তুমি আমাকে হাসিয়ে বিদায়
দিয়েছিলে। মা, মনে হচ্ছে কত শুগ পেৰিয়ে গৈছে, এক একটি দিন
ইতিহাসেৰ পাতাৰ মতো রয়ে গৈছে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা অম্যায়েৰ
আগনে পুড়ে ছাই হয়ে গৈছে। কিন্তু মা, দিনাত্তেৰ ঝান্তিতে নিষ্ঠাকাৰ ঘণ্টা
সেই সক্ষ্যাটা আবাৰ আসবে তো?

ইতি
তোমাৰ স্নেহেৰ
ববিন

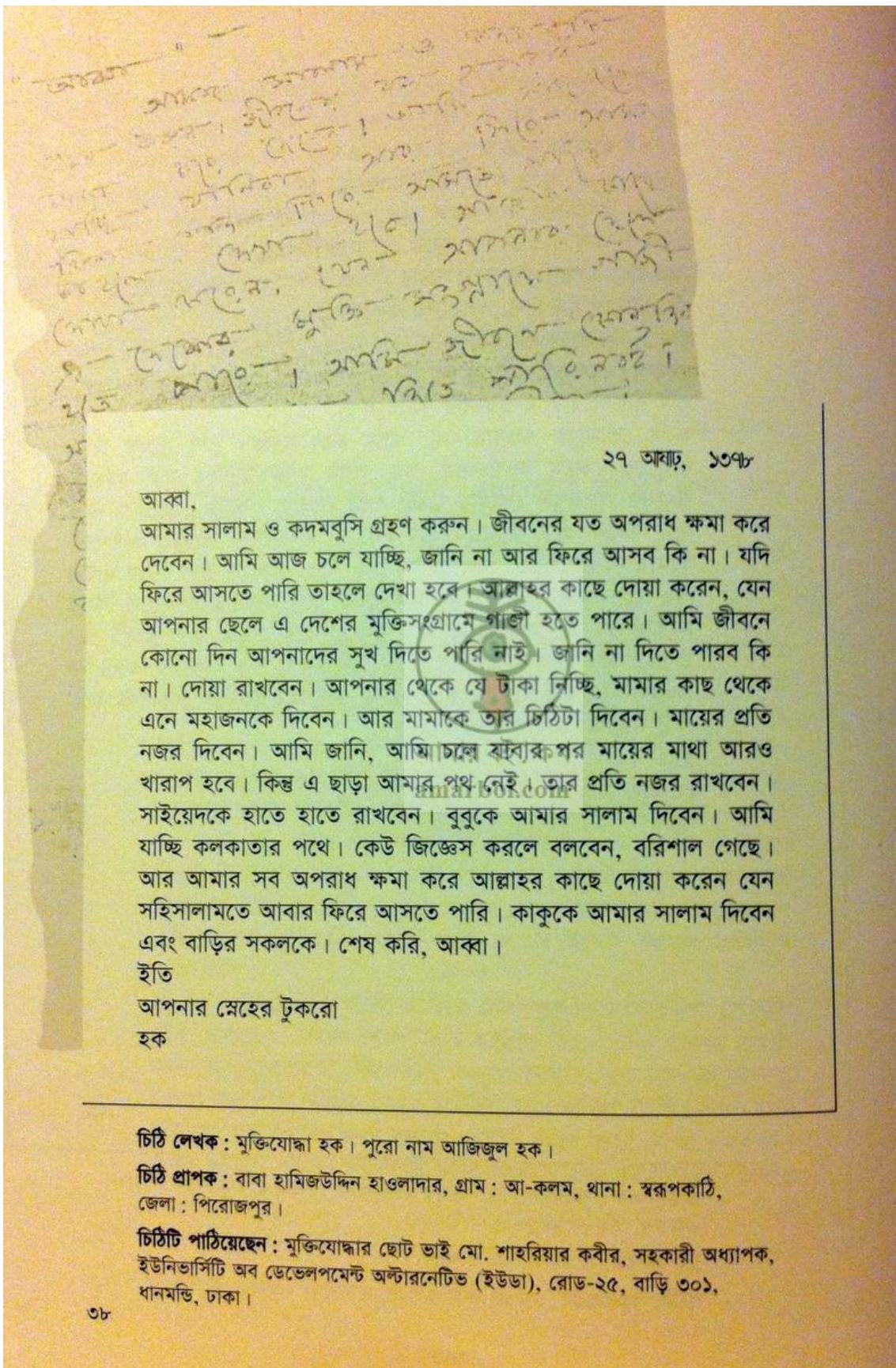
আমাৰ বই . কম
amarboi.com

চিঠি লেখক: মুভিয়োদ্ধা মো. আব্দুর রাফিক বিবিন (সেক্টর ৬, কোম্পানি সি, কাশৰ
এফএফ, বড়ি নং ৩/৩৬)।

চিঠি প্রাপক: মা মোছা, রফিয়া খাতুন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: তোতন সাহা ও সাজু, সাহাপাড়া, ভোঁদাৰ, মৌলকাহারী।

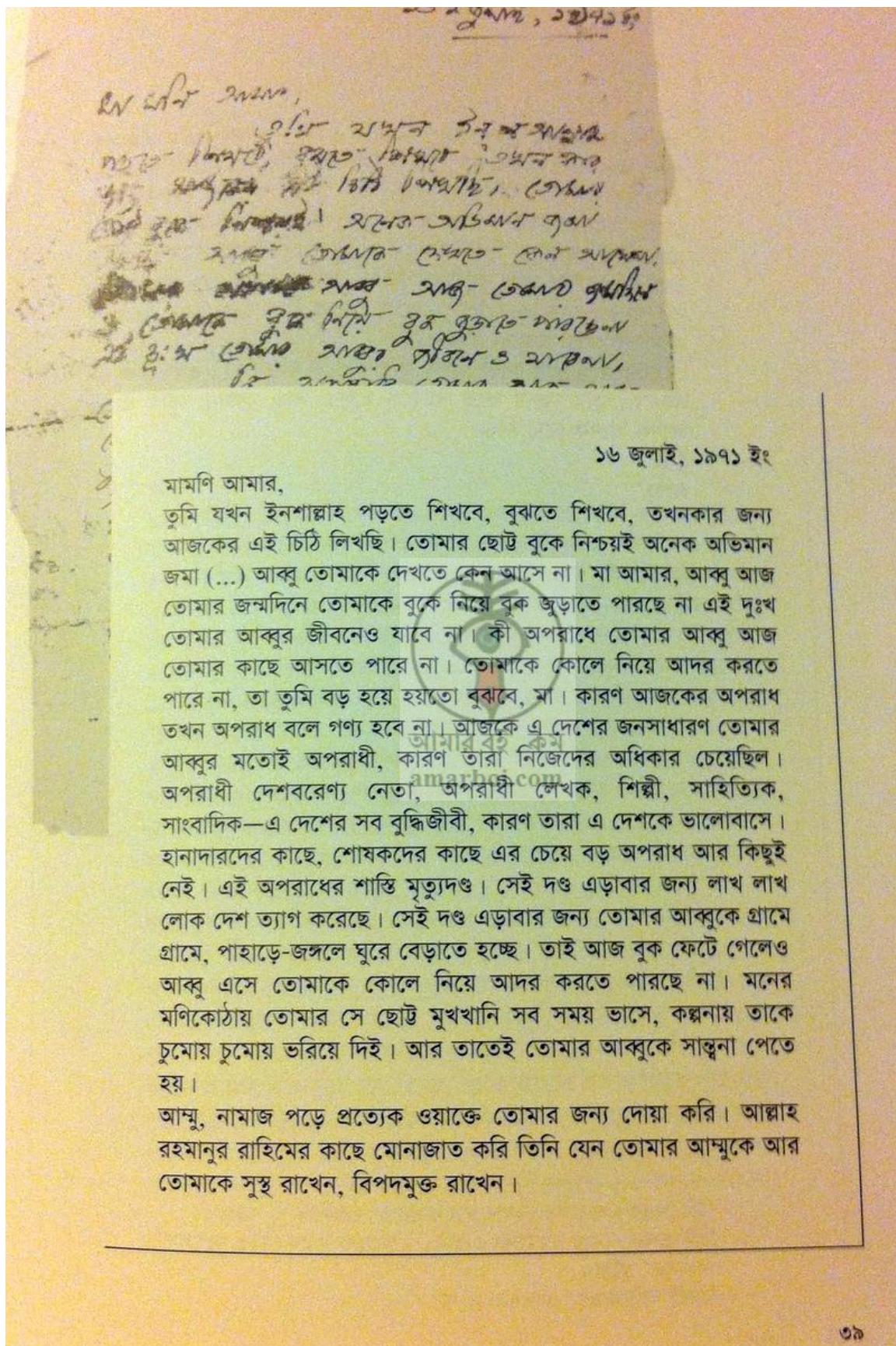
১৪



চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা হক। পুরো নাম আজিজুল হক।

চিঠি প্রাপক : বাবা হামিজউদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম : আ-কলম, থানা : স্বর্ণপকাঠি,
জেলা : পিরোজপুর।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মুক্তিযোদ্ধার ছোট ভাই মো. শাহরিয়ার কবীর, সহকারী অধ্যাপক,
ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউড), রোড-২৫, বাড়ি ৩০১,
ধানমন্ডি, ঢাকা।



মামনি, তোমার আশ্চু লিখেছে তুমি নাকি এখন কথা বল। তুমি নাকি বল,
আবু জয় বাংলা গাইত। ইনশাল্লাহ সেই দিন বেশি দ্রে নয় আবু আবার
তোমাকে জয়বাংলা গেয়ে শোনাবে। যদি আবু না থাকি তোমার আশ্চু
সেদিন তোমাকে জয়বাংলা গেয়ে শোনাবে। তোমার আশ্চু আরও লিখেছে,
তুমি নাকি তোমাকে পিট্টি লাগালে আশ্চুকে বের করে দেবে বলে ভয়
দেখাও। তোমার আশ্চু না ভীষণ বোকা। খালি তোমার আর আমার জন্য
কষ্ট করে। বের করে দিলে দেখো আবার ঠিক ঠিক ফিরে আসবে।
আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না।

তোমার আশ্চু দুঃখ পেলে এখন আর কাউকে বলবে না। একা একা শুধু
কাঁদবে। তুমি আদর করে আশ্চুকে সান্ত্বনা দিও, কেমন? তুমি আমার
অনেক অনেক চুমো নিও।

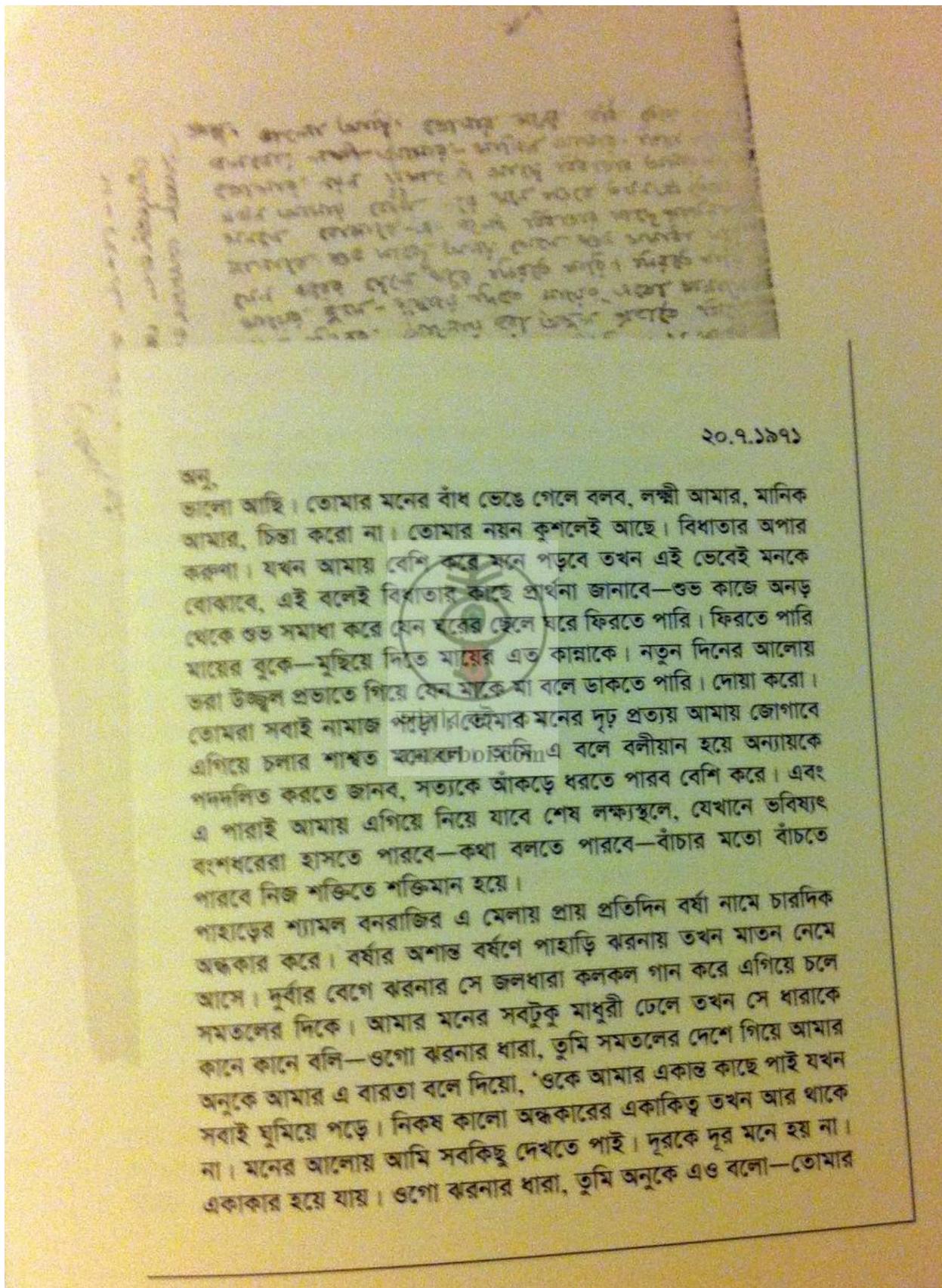
ইতি

আবু



আমার বই, কম
amarboi.com

চিঠি লেখক : আতাউর রহমান খান কায়সার। রাজনীতিবিদ, চট্টগ্রাম।
চিঠি প্রাপক : মেয়ে ওয়াসেকা এ খান। ৭ আয়েশা খাতুন লেইন, বংশালবাড়ি,
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।
চিঠি পাঠিয়েছেন : ওয়াসেকা এ খান।



অনু,

তালো আছি। তোমার মনের বাঁধ ভেঙে গেলে বলব, লক্ষ্মী আমার, মানিক আমার, চিতা করো না। তোমার নয়ন কৃশলেই আছে। বিধাতার অপার করুণা। যখন আমায় বেশি করে করে পড়বে তখন এই ভেবেই মনকে বেকাবে, এই বলেই বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানাবে—ওত কাজে অনড় দেকে ওত সমাধা করে হেন হরের হেলে ঘরে ফিরতে পারি। ফিরতে পারি যায়ের বুকে—মুছিয়ে দিতে যায়ের এত কানাকে। নতুন দিনের আলোয় যায়ের বুকে—সবাই নামাজ প্রদৰ্শন করে আমার মনের দৃঢ় প্রত্যয় আমায় জোগাবে এগিয়ে চলার শাখত ঘনোবল DDI-SMSII এ বলে বলীয়ান হয়ে অন্যায়কে পদচালিত করতে জনব, সত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারব বেশি করে। এবং এ পারাই আমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে শেষ লক্ষ্যস্থলে, যেখানে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা হাসতে পারবে—কথা বলতে পারবে—বাঁচার মতো বাঁচতে পারবে নিজ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে।

পাহাড়ের শ্যামল বনরাজির এ মেলায় প্রায় প্রতিদিন বর্ষা নামে চারদিক অঙ্ককার করে। বর্ষার অশান্ত বর্ষণে পাহাড়ি করনায় তখন মাতন নেমে আসে। দুর্বার বেগে করনার সে জলধারা কলকল গান করে এগিয়ে চলে সমতলের দিকে। আমার মনের সবটুকু মাধুরী চেলে তখন সে ধারাকে কানে কানে বলি—ওগো করনার ধারা, তুমি সমতলের দেশে গিয়ে আমার অনুকে আমার এ বারতা বলে দিয়ো, 'ওকে আমার একান্ত কাছে পাই যখন সবাই ঘূরিয়ে পড়ে। নিকষ কালো অঙ্ককারের একাকিতু তখন আর থাকে না। মনের আলোয় আমি সবকিছু দেখতে পাই। দূরকে দূর মনে হয় না। একাকার হয়ে যায়। ওগো করনার ধারা, তুমি অনুকে এও বলো—তোমার

নয়ন তোমার কথা ভাবে—মনের প্রশান্তিতে ভরিয়ে আনতে তাকে সাহায্য করে সব দিক দিয়ে।' তুমি ওকে বলো—মিছে মিছে আমার অনু যেন মন খারাপ করে না থাকে। ওর হসিখুশি মন ও আত্মশক্তি তো আমার প্রেরণার উৎস।

আজ্ঞা, সত্যি করে বল তো লক্ষ্মী, তুমি কি গোমরা মুখ করে সারা দিন ঘরের কোণে একাকী বসে বসে কাটাও? না, এ চিঠি পাবার পর থেকে তা করো না। আমি কিন্তু টের পেয়ে যাব। তিনি সত্যি করে বলছি—দেশে গিয়ে তোমার সে-ই কিছাটা সুন্দর করে শোনাব। না, না, মিথ্যে বলছি না। অবশ্য আগে বলতাম। বিশ্বাস করো আগের আমি আর এখনকার আমি অনেক তফাত। এখনকার আমি ভবিষ্যৎ বংশধরের প্রাথমিক সোপান।

তোমার শরীরে পরিবর্তন এসেছে অনেকটা বোধহয়। নিজের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে। মনকে প্রফুল্ল রেখো। মনের প্রফুল্লতা ভবিষ্যৎকে সুন্দর করবে। প্রয়োজনবোধে ঔষধ সেবন করো। সাবধানে থেকো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। আস্মাকেও কোথাও যেতে দিয়ো না। বুঝি, আমার কথা তুমি একটু বেশি করেই ভাব। সত্যি বলছি, ভাববার কিছুই নেই। আজ আমি ধন্য এই জন্য যে আমি আমার দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমার এ শিক্ষা কোনো দিন বিফলে যাবে না। তোমার সন্তানেরা একদিন বুক উচ্চ করে তাদের বাবার নাম উচ্চারণ করতে পারবে। তুমি হবে এমন সন্তানের জননী, যে সন্তান মানুষ হবে, মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে জানবে। এবং এ মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তোমার ওপর। কেবলমাত্র আত্মশক্তিতে বলীয়ান মা-ই তেমন সন্তান দেশকে দিতে পারে। আশা করি তুমি সেই আদর্শ জননীর ভূমিকাই পালন করে যাবে—কাজে, কথায়, চিন্তায়।

মার সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। পারিনি আজ পর্যন্ত সন্তানের কর্তব্য পালন করতে। আমার অবর্তমানে তাঁকে দেখার ভার তোমার ওপর রইল। সন্তান হয়ে যা করতে পারিনি, বধূ হয়ে তোমায় তা করতে হবে।

পরিশেষে বলব, যাত্রা সবে শুরু হলো। পথ এখনো অনেক বাকি। পথের দুর্গমতা দেখে থমকে দাঁড়ালে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ় পদক্ষেপে, সকল বাধাকে দলিতমধ্যিত করে। এর জন্য চাই অটুট মনোবল। সে মনোবলের অধিকারিণী হয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে গড়ে তোলো।

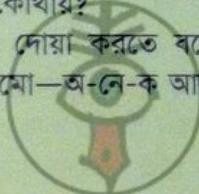
গুরুলনগর থাকতে কি মজার ব্যাপার হয়েছিল তা অনেক দিন পর হলেও লিখে আজকের লেখার ইতি টানব। কী কারণে যেন সেদিন সারা বেলা উপোস থাকতে হয়েছিল। খাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। সকালবেলাতেও না—রাতেও না। একেবারে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে

পড়েও কিন্তু ঘূরিয়ে থাকতে পারিনি।

তুমি এসে ঘূরের বারটা বাজিয়ে হরেক রকমের এত খানা খাইয়ে দিয়েছ
যে আর থেতে পারি না বলে তোমার হাত চেপে ধরে যেই দৃষ্টিমী করতে
গিয়েছি, অমনি ঘূর ভেঙে গেল। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে দেখি আমি
বাড়িতে শরে নেই। সুউচ্চ পাহাড়ের মালভূমিতে তাঁবুর এক কোণ ঘেঁষে
আমার ব্যাগটার (যেটা বালিশের কাজ দিচ্ছিল) হ্যান্ডেল ধরে ওপরের
দিকে চেয়ে আছি। তাঁবুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেখি ভোর হতে আর দেরি
নেই!... সেই যে একদিন এলে—এরপর আর আসনি। এলেই তো পারো!
এবার কিন্তু ইতি টনব না—শুধু বলব—নিচে একটা ধাঁধা দিলাম, মাথা
ঘাসিয়ে ভেঙে দাও। ভাঙতে পারলে জানতে পারবে আমি কোথায় আছি।
ধাঁধা

তিনি অক্ষরে নাম আমার হই দেশের নাম
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে গাছেতে চড়লাম
শেষের অক্ষর বাদ দিলে কাছে যেতে কয়
বলো তো অনু, আমি রয়েছি কোথায়?

আবরা-আম্বাকে সালাম দিয়ে দোয়া করতে বলো। ছোটদের মেহাশিস
জানিয়ো। তুমি নিয়ো সহস্র চুমো—অ-নে-ক আদর।
তোমার নয়ন



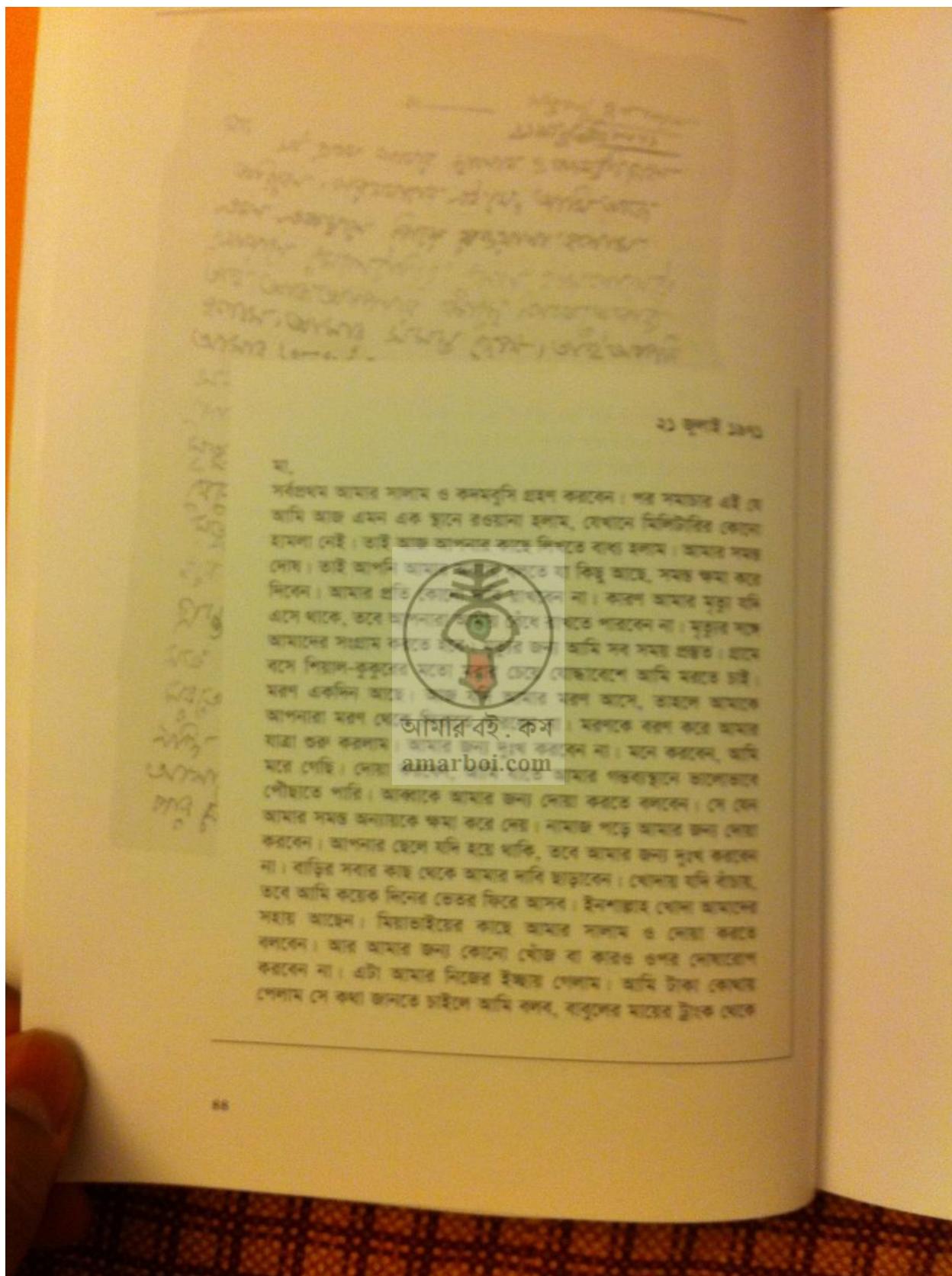
আমার বই . কম
amarboi.com

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা পাটোয়ারি নেসারউদ্দিন (নয়ন)।

চিঠি প্রাপক : শ্রী ফাতেমা বেগম (অনু), প্রাম : মৈশাদী, ইউনিয়ন : তরপুরচাঁপী, থানা :
জেলা : ঢাকাপুর। বর্তমান ঠিকানা : চ ২৭/৭ স্কুল রোড, চতুর্থ তলা, ওয়্যারলেস গেট,
মহাখালী, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ফাতেমা বেগম (অনু)।

৪৩



আমি ৬০ টাকা নিলাম এবং তার টাকা আমি বাঁচলে কয়েক দিনের ভেতর
দিয়ে দেব। বাবুলের মায়ের টাকার কথা কারও কাছে বলবেন না। আর
বাবুলের মাকে বলবেন, সে যেন কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে। জানি,
আমাকে দিয়ে আপনাদের সমস্ত আশা-ভরসা করছেন। কিন্তু আমার ছেটি
তাই দুইটাকে দিয়ে সে সমস্ত আশা সফল করতে চেষ্টা করবেন। দাদা ও
মুনিরকে মানুষ করে ওদের দ্বারা আপনারা সমস্ত আশা বাস্তবকর্পে ধারণ
করবেন। আমাদের এ যাত্রা মহান যাত্রা। আমরা ভালোর জন্য একুশ যাত্রা
করলাম। অতি দুঃখের পর এ দেশ থেকে চলে গেলাম। দোয়া করবেন।
খোদা হাফেজ।

ইতি

আপনার হতভাগা ছেলে

আমি

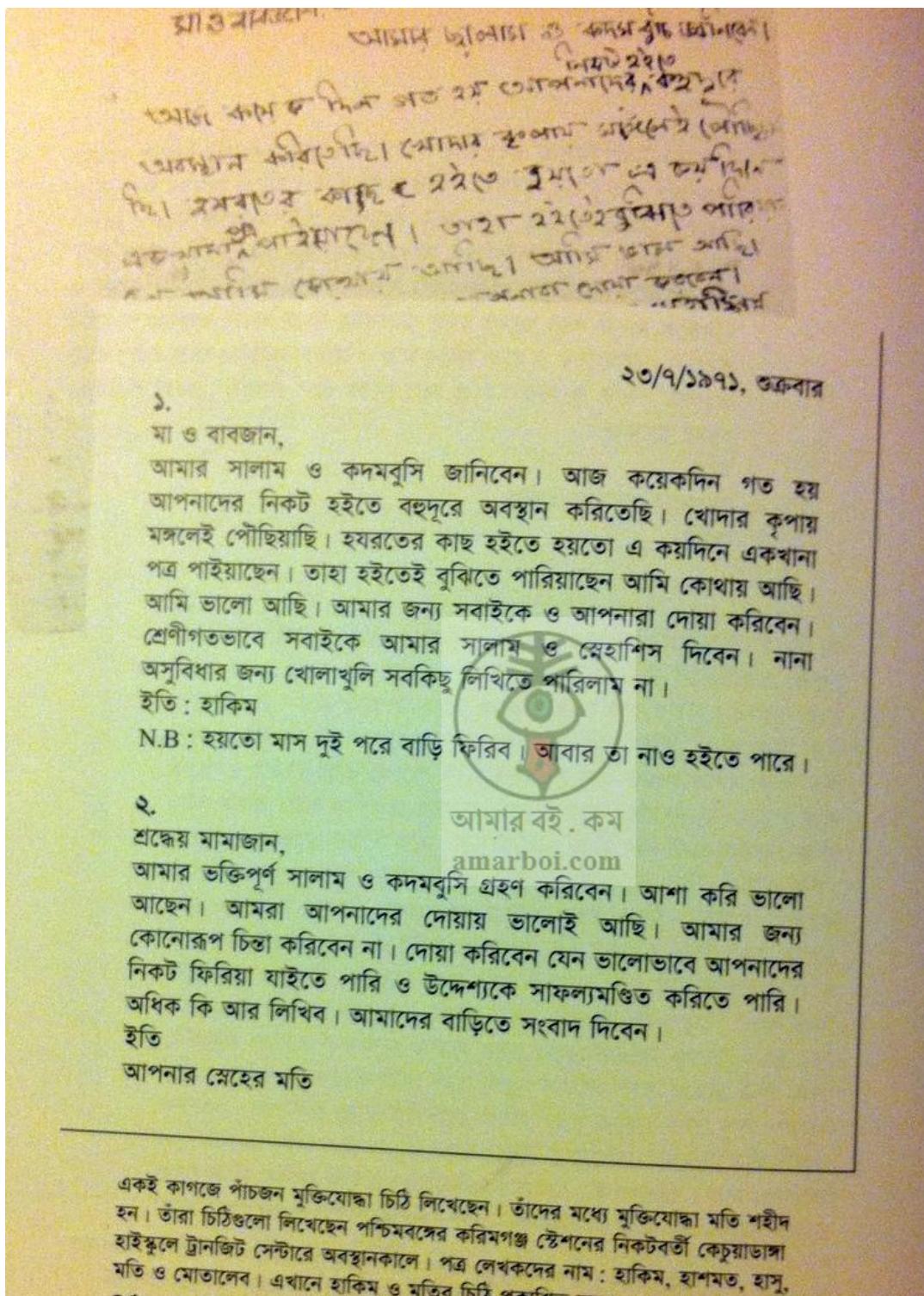


আমার বই . কম
amarboi.com

ঠিকি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা দুরু মিয়া। তার পুরো নাম আবু বকর সিদ্দিক, পিতা মৃত:
আবুল হোসেন তালুকদার। ঠিকানা : প্রাম : নরসিংহলপুরি, ডাকঘর : শাওড়া,
উপজেলা : গৌরনদী, জেলা : বরিশাল।

ঠিকি প্রাপক : মা আনোয়ারা বেগম।

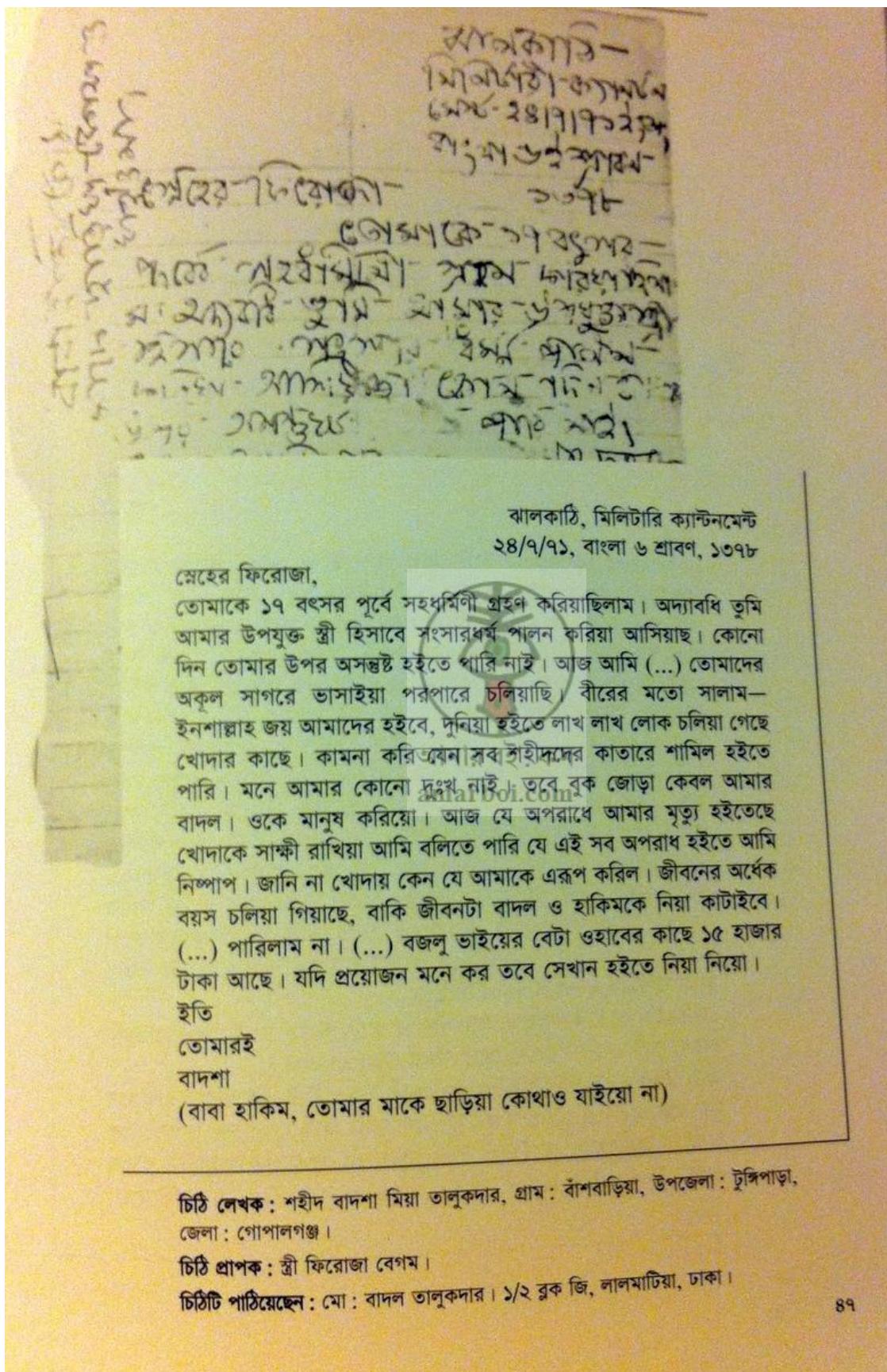
ঠিকিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

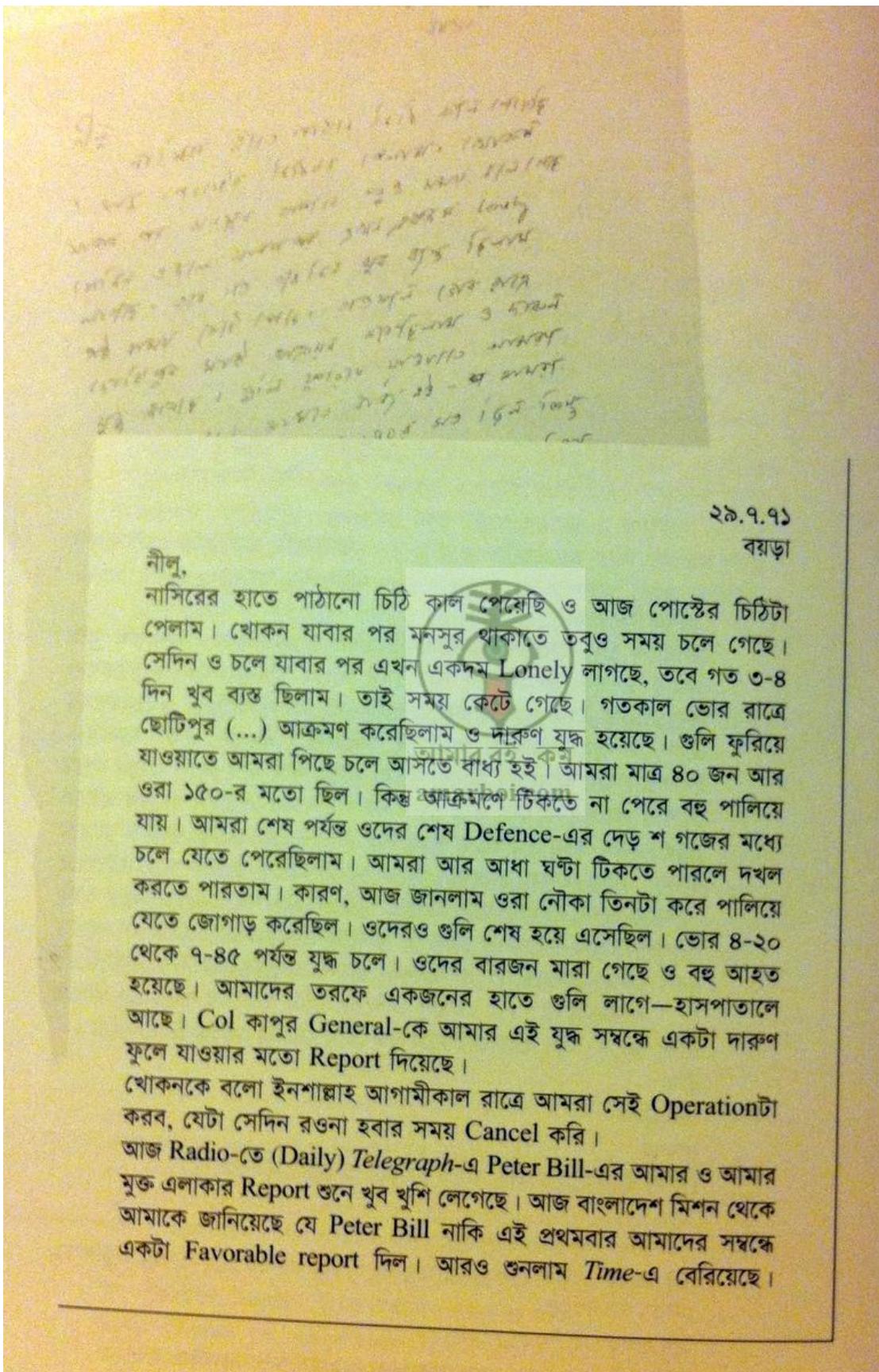


একই কাগজে পাঁচজন মুক্তিযোক্তা চিঠি লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে মুক্তিযোক্তা মতি শহীদ হন। তাঁরা চিঠিগুলো লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের করিমগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবর্তী কেচুয়াডাঙা হাইস্কুলে ট্রানজিট সেন্টারে অবস্থানকালে। পত্র লেখকদের নাম: হাকিম, হাশমত, হাসু, মতি ও মোতালেব। এখানে হাকিম ও মতির চিঠি প্রকাশিত হলো।

চিঠি প্রাপক: মো: শামসুল আলম, প্রয়োঃ: মৌলভী সেহাবউদ্দিন, প্রাম: নলসন্দা,
গো: ডিগ্রীর চর, উল্লাপাড়া, পাবনা (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা)।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: মো: শামসুল আলম। তিনি বর্তমানে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন
ব্যাংকের দিনাজপুর দক্ষিণের উপমহাব্যবস্থাপক।





২৯.৭.৭১

বয়ড়া

নীল,

নাসিরের হাতে পাঠানো চিঠি কাল পেমেছি ও আজ পোস্টের চিঠিটা পেলাম। খোকন যাবার পর মনসুর থাকাতে তবুও সময় চলে গেছে। সেদিন ও চলে যাবার পর এখন একদম Lonely লাগছে, তবে গত ৩-৪ দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই সময় কেটে গেছে। গতকাল ভোর রাত্রে ছোটপুর (...) আক্রমণ করেছিলাম ও দারঙ্গ যুদ্ধ হয়েছে। গুলি ফুরিয়ে যাওয়াতে আমরা পিছে চলে আসতে বাধ্য হই। আমরা মাত্র ৪০ জন আর ওরা ১৫০-র মতো ছিল। কিন্তু আক্রমণে টিকতে না পেরে বহু পালিয়ে যায়। আমরা শেষ পর্যন্ত ওদের শেষ Defence-এর দেড় শ গজের মধ্যে চলে যেতে পেরেছিলাম। আমরা আর আধা ঘন্টা টিকতে পারলে দখল করতে পারতাম। কারণ, আজ জানলাম ওরা নৌকা তিনটা করে পালিয়ে যেতে জোগাড় করেছিল। ওদেরও গুলি শেষ হয়ে এসেছিল। ভোর ৪-২০ থেকে ৭-৮৫ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ওদের বারজন মারা গেছে ও বহু আহত হয়েছে। আমাদের তরফে একজনের হাতে গুলি লাগে—হাসপাতালে আছে। Col কাপুর General-কে আমার এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা দারঙ্গ ফুলে যাওয়ার মতো Report দিয়েছে।

খোকনকে বলো ইনশাল্লাহ আগামীকাল রাত্রে আমরা সেই Operationটা করব, যেটা সেদিন রওনা হবার সময় Cancel করি।

আজ Radio-তে (Daily) Telegraph-এ Peter Bill-এর আমার ও আমার মুক্ত এলাকার Report শুনে খুব খুশি লেগেছে। আজ বাংলাদেশ মিশন থেকে আমাকে জানিয়েছে যে Peter Bill নাকি এই প্রথমবার আমাদের সম্বন্ধে একটা Favorable report দিল। আরও শুনলাম Time-এ বেরিয়েছে।

এসবের Copy-গুলো জোগাড় করো। খুশনুদকে বলো, Daily Mirror-এ
কিছুদিন আগে আমার এলাকা সম্বন্ধে যে Report বেরিয়েছিল, সেটা মেন
অবশ্যই দেয় ও অন্য যাদের নিয়েছিল সেগুলোও দেয়।

তুমি তুনে খুশি হবে যে সেদিন জিওসির Conference-এ জানলাম যে আমার
Coy (Company) শক্ত ধৰ্মস করার Record-এ সমস্ত পশ্চিম রণাঙ্গনে
প্রথম হানে ও আমার Coy-কে Best বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল
Indian film division আমার এলাকার Movie তুলতে আসবে।

এত সব হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ একা লাগছে এবং কেমন যেন অসহ্য
লাগছে। Physically ও Mentally completely tired সব সময়।
সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তখনই বিবেকের কাছে ভীষণ
অপরাধী মনে হয়। আজ তো প্রায় French leave-এ চলে আসছিলাম।
সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসা, কিন্তু পরে আবার বিবেকের তাড়নায়
ইচ্ছা ছাড়লাম।

....
ইত্তে ও নাহীন মনিরা কেমন আছে? ওদের আমার অনেক আদর দিয়ো।
বরিশালের আর নতুন কোনো খবর পেলে কি না জানাবে। লোক পেলে
আমি লিখব।

আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। আবু-আম্মা ও আপাকে আমার
সালাম দিয়ো। খোকন ও খুশনুদকে ভালোবাসা দিয়ো।

জলদি উত্তর দিয়ো।

ইতি

গুড়ু

আমার বই, কম
amarboi.com

চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা। সাব সেন্টার কমান্ডার।
লিখেছেন বয়ঢ়া থেকে। তিনি ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নিহত হন।

চিঠি প্রাপক: স্বৰ্গ নীলুফার দিল আফরোজ বানু। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায়
ছিলেন। তার বর্তমান ঠিকানা: ১৫৯ ইষ্টার্ন রোড, লেন ৩, নতুন ডিওইচএস,
মহাখালী, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: নীলুফার দিল আফরোজ বানু।

৪৯

টেকেরহাট থেকে, ৩০.৭.৭১ ইং

প্রিয় আবাজান,

আমার সালাম নিবেন। আশা করি খোদার কৃপায় ভালোই আছেন। বাড়ির সকলের কাছে আমার শ্রেণীমতো সালাম ও মেহ রইল। বর্তমানে যুক্তে আছি আলী রাজা, রওশন, সাত্তার, রেনু, ইব্রাহিম, ফুল মিয়া। সকলেই একত্রে আছি। দেশের জন্য আমরা সকলেই জান কোরবান করেছি। আমাদের জন্য ও দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। আমি জীবনকে তুচ্ছ মনে করি। কারণ দেশ স্বাধীন না হলে জীবনের কোনো মূল্য থাকবে না। তাই যুদ্ধকেই জীবনের পাথেয় হিসেবে নিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে মাকে কষ্ট দিলে আমি আপনাদেরকে ক্ষমা করব না। পাগলের সব জ্বলা সহ্য করতে হবে। চাচা-মামাদের ও বড় ভাইদের নিকট আমার সালাম। বড় ভাইকে চাকুরীতে যোগ দিতে নিষেধ করবেন। জীবনের চেয়ে চাকুরি বড় নয়। দাদুকে দোয়া করতে বলবেন। মৃত্যুর মুখে আছি। যেকোনো সময় মৃত্যু হতে পারে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দোয়া করবেন মৃত্যু হলেও যেন দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেখবেন লাখ লাখ ছেলে বাংলার বুকে পুত্রহারাকে বাবা বলে ডাকবে। এই ডাকের অপেক্ষায় থাকুন।

আর আমার জন্য চিন্তার কোনো কারণ নাই। আপনার দুই মেয়েকে পুরুষের মতো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। তবেই আপনার সকল সাধ মিটে যাবে। দেশবাসী, স্বাধীন বাংলা কায়েমের জন্য দোয়া করো, মীরজাফরী করো না। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষমা করবে না এবং বাংলায় তোমাদের জায়গা দেবে না।

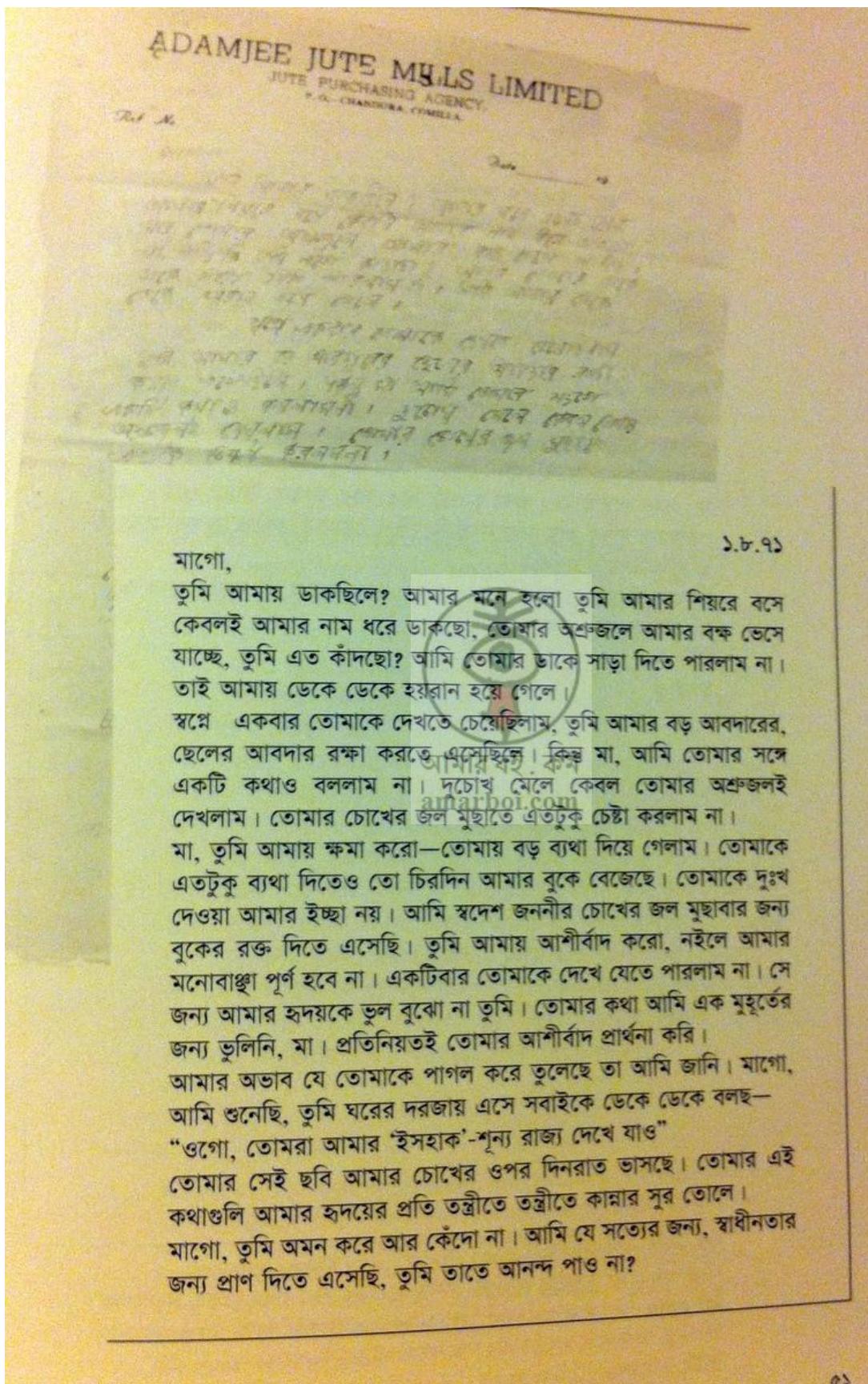
সালাম, দেশবাসী সালাম।

ইতি

মো. সিরাজুল ইসলাম

১৯৭১ সালের ৮ আগস্ট ৫ নম্বর সেক্টরের বড়ছড়া সাবসেক্টরের সাচনা জামালগঞ্জে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। বীর যোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম একটিমাত্র প্লাটুন নিয়ে পাকবাহিনীর সুরক্ষিত দাঁটি সাচনা আক্রমণ করেন। সুসংগঠিত পাকবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের টিকে থাকাই ছিল অসম্ভব। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল সীমিত অস্ত্র। এমন পরিস্থিতিতে সাহসী কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম সহযোদ্ধাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে গ্রেনেড নিয়ে ক্রলিং করে শক্ত বাংকারের দিকে এগিয়ে যান। শক্তির দুটি বাংকারে গ্রেনেড চার্জ করে তছনছ করে দেন। এক পর্যায়ে শক্তিপ্রেক্ষ এলএমজির বুলেট বিদীর্ণ করে দেয় তাঁর দেহ। তিনি শহীদ হওয়ার কিছুদিন আগে ৩০ জুলাই টেকেরহাট থেকে বাবার কাছে এই পত্রটি লিখেছিলেন।

সংগ্রহ: মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভুইয়া ও ড. সুকুমার বিশ্বাসের কাছ থেকে।



১.৮.৭১

মাগো,

তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হলো তুমি আমার শিয়ারে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাকছো, তোমার অশ্রজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছ, তুমি এত কাঁদছো? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। তাই আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম, তুমি আমার বড় আবদারের, ছেলের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে। কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দচ্চের মেলে কেবল তোমার অশ্রজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মুছাতে এতুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো—তোমায় বড় ব্যাথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতুকু ব্যাথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ জননীর চোখের জল মুছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না। সে জন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝো না তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহর্তের জন্য ভুলিনি, মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় এসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছ—

“ওগো, তোমরা আমার ‘ইসহাক’-শূন্য রাজ্য দেখে যাও”

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই

কথাগুলি আমার হৃদয়ের প্রতি তত্ত্বাতে তত্ত্বাতে কানার সুর তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার

জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি তাতে আনন্দ পাও না?

কী করব মা? দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশির অত্যাচারে
জর্জরিত। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলাভাবে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা?
তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির
জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?

আর কেঁদো না মা। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় দয়ে দেখা
দিয়ো। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব। আমি যে তোমার
মনে বড় ব্যথা দিয়ে এসেছি মা। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা
চেয়ে আসি। তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছ, আমি
তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত
সাধাসাধিই না করেছ, আমি পেছন ফিরে চলে এসেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি
তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে
এতটুকু টলাতে পারেনি।

কী আশ্চর্য মা, তোমার ইসহাক নিষ্ঠুর হতে পারল কী করে! ক্ষমা করো
মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো।

ইতি

ইসহাক



আমার বই . কম
amarboi.com

চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান। ঠিকানা: ৪৭৬ উইলসন রোড, বদর,
নারায়ণগঞ্জ। তিনি বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডৈরেক্টর খাদ্য গুদাম, ডৈরেক্টর, কিশোরগঞ্জ।
চিঠি প্রাপক: মা, ফয়জনের নেসা। থাম ও পো: আটোমোর কচুয়া, চান্দপুর (ইসহাক
খান এক সহযোদ্ধার মাধ্যমে তার মার কাছে এই চিঠিটি পাঠান)।
চিঠিটি পাঠিয়েছেন: লেখক নিজেই।

וְאֵת שָׁמֶן וְאֵת כִּסְרַיִן וְאֵת כִּסְרַיִן
וְאֵת שָׁמֶן וְאֵת כִּסְרַיִן וְאֵת כִּסְרַיִן

三

ପ୍ରକାଶକ
ବିଷୟ

যে কথা লিখার জন্য কলম ধরেছি তা থেকে হয়তো এ সেবাটির একটু
আলাদা ধরণের হলো সে জন্য সত্ত্বাদারেই মর্মান্ত
কত দিন বেঁচে থাকি জানি না, তবে আজ পর্বত রে বেঁচে আছি সেটাই
ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে। আজ নতুন প্রভাব করছেন বড় বাবুদের
কথা। তারা হলো অবৃদ্ধ, উর্ধব, ব্যাক ভাই, এন্ডারেট ভাই, আকরাম
ভাই, শাইফুল, বকবুল, অনহুর, তরিক, ফুলহ, ইভর, বাবী, বড়
মোসারেক ভাই, মহান ভাই, আকুলজাহিদ ভাই, বালেক (শানের
দোকানদার), খোল্দকর ভাই (পারেয়ান), বালেক (পারেয়ান), আজিজ,
লতিফ, কারক, মালেক, তামার বড় কনু, ওয়েল ভাই (প্রেস্টেজ্যাল),
মামু, লালু, শিলু, নাসরীন, নাসরীনের মাঝেবাবা, রানু, এর মা বাবা, মিতা,
হাই, হাই, ইলিল, মোসারেক ভাই, কাউ জনিবি কথা আব সেবা যাব? এবা
ছিলাম এক সূত্র গীথা। কে কে বেঁচে আছেন, আব কর কর সকে সেবা
হবে। মামুন, আজিজ, বকবুল, জ্বাও সৃতির পট থেকে কান যাবানি। তৈরী
নানা নানু, রুবী খাল, প্রাণ কেষার আছে তাও জানা নেই। কোনোদিন
দেখা করতে পারি কি না সন্দেহ। কালের ভাল যাসে কে কেষার আছে
খোদাতারালাই জানেন। অনেক বড় নিষ্ঠত হওয়ার কথাও শুনেছি,
কজনাবটু বা হিসাব দেব, শ্রীগুপ্তে সবই জেনে গত।

二四

চিঠি লেখক : শহীদ আব্দুল কালাম (বাবুল)। তার পিতার নাম : শহীদ আব্দুল করম খান।
গ্রাম : পিঙ্গলগুড়া। ডাকবিহু-জীবননন্দকারী। উপজেলা-বারুপুর। ডিভেল-কালকারী।
 অস্ট্রোবর রাজাশুর থানার অঙ্গরায়া নামক ছানে পাক সেনা ও রাজাকারণে দক্ষ
 সম্মুখ্যাকে তিনি অক্ষয় ধোরা পাঢ়েন। অবশ্যই নির্মাণের পর ১১ অস্ট্রোবর বাটে
 রাজাশুর থানার ঠাকে ইত্তা করা হয়। কাত্তুর দিন পর ১২ অস্ট্রোবর পাক সেনা ও
 রাজাকার বাহিনী ঘূর্ণ করে ইত্তা করে।

চিট্ঠি প্রাপ্তব - জনন সহিত কর্মসূল

ଚିର୍ଯ୍ୟାକୁଳ : ଅବଶ କାନ୍ଦୁମ ହରିତ, କଲାନ ମନ୍ଦିଳ, ନାଥୀପ ପ୍ରାଚୀ,

বহরমপুর
নদীয়া, ভারত
০২/০৮/১৯৭১

মা,

তোমার শরীর ও মন ভালো আছে তো? আমি কোনোমতে বেঁচে আছি।
তোমার দোয়া ও আল্লাহর রহমত ছাড়া কৃষ্ণার দৌলতপুরের গোয়ালগাঁ
যুক্ত থেকে কোনোভাবেই বাঁচতে পারতাম না। তোমার চোখের জল আর
বুকের যন্ত্রণা অবশ্যই থাকবে না। গত দুশটি দিন আমি হেনেডের আটটি
স্প্লিন্টার-এর যন্ত্রণা নিয়ে বহরমপুর হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডের ১৬ নং
বেডে খুব কঢ়ে আছি মা। আমি তোমার একমাত্র দুরস্ত সন্তান। মাঝারদার
সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমি প্রথম হয়ে পাস করেছি।
কাজেম, হ্যারত, সামাদ, রজব স্যারের মেহ ও আদর আমি কখনো ভুলতে
পারি না। সিঙ্গ ও সেভেনেও আমি প্রথম হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার
পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে
দেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুক্তে যোগ দিয়েছি। মা,
গোয়ালগাঁ-এর তোফায়েলউদ্দিনের বাড়িতে গত ২২/০৭/১৯৭১ তারিখের
রাত্রিতে ২৫ সদস্যের উচ্চ প্রশিক্ষিত একটি প্লাটুন নিয়ে অবস্থান নিলাম দুই
কিলো দূরে মঠমড়িয়া গ্রামে এক পাকসেনা ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবার জন্য।
৪০/৫০ জন পাকসেনা ও রাজাকার মিলে ১০০ জনের দলটিকে নিশ্চিহ্ন
করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাড়িওয়ালা চিনশেডের পাকা দুই রংমে
আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। জানো মা, গোয়ালগাঁও-এর
পাশ দিয়ে প্রবাহিত হাইলি নদীতে এখন প্রচণ্ড স্রোত আর পানিতে
ভরপুর। এখন বর্ষাকাল, চারিদিকে পানি আর পানি! বাড়িওয়ালা পুঁটি
ভাজি, শোল মাছের বোল আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে আমাদের

খাইফেলেন। একটু বিশ্বাস নিয়ে রাত তিনটায় ওই পাকসেনা ক্যাম্প
অত্ৰিমণ কৰল। কিন্তু বাড়িওয়ালার এক চাকর শুই পাকসেনা ক্যাম্পে রাত
অপারেটাৰ দিকে আমাদেৱ অবস্থানেৱ কথা জানিয়ে আসে। আমি, লতিফ
ভাই, আব্দুল্লাহ, শুয়াজেদ, মুহিন ও কাশেমসহ আৱণ অনেকেই
এলএমজি, স্থি-নট-স্থি রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রপাতি দেয়ালেৱ সঙ্গে খাড়া
কৰেৱ রেখে ঘুমিয়ে গেছি। একজন পাহারায় আছে। রাত একটাৰ দিকে
একদল পাকসেনা অতৰ্কিতে ওই বাড়িতে প্ৰবেশ কৰতেই আমাদেৱ
বলেই তাকে গুলি কৰে। এৱপৰ আমাদেৱ দুটো রুমকে লক্ষ্য কৰে বৃষ্টিৰ
মতো গুলিবৰ্ষণ শুৱ হলো। আমাদেৱ রুমেৱ দৱজাটো ব্ৰাশফায়াৱে ঝৌঝৱা
কৰে দিল। এক পৰ্যায়ে একটি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰল, বিষ্ফোরিত হয়ে
আমিসহ কয়েকজন রক্তাভূত জখম হলাম। আমাৰ তলপেটে, দুই উৱা ও
পাৱে মোট আটটি স্পিন্ডল বিক্ষ হয়ে যখন মৃত্যুৰ কাছাকাছি, তখন
পেছনেৱ জানালার কথা মনে পড়ল। রাইফেলেৱ বাঁট দিয়ে জানালার
চাৰটি শিক ভেঙ্গে ঘৱেৱ পেছনেৱ গোবৱেৱ পাংগোছেৱ মাইটিলে রক্তাভূত
শৰীৰ নিয়ে ধপাস কৰে পড়ে মনে হলো, আমি যেন গোবৱেৱ মধ্যে
আটকে যাচ্ছি। প্ৰচণ্ড শীত, অবিৱাম রক্তক্ষৰণ, বৃষ্টিৰ ন্যায় গোলাবৰ্ষণ
আৱ অন্ধকাৰ ভৃতুড়ে পৱিবেশে আমি কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে একটি
পুকুৱেৱ ঢালুতে ঢোলকলমি আৱ দাঁতছোলা গাছেৱ ঘন ঝোপেৱ মধ্যে
আশ্রয় নিলাম। এৱপৰ আমি জ্বান হাৰিয়ে ফেলি। সকাল দশটাৰ দিকে
কয়েকজন লোক আমাকে খুজে পায়। এৱপৰি কলাৰ ভেলাতে কৰে হাইলি
নদী ও তাৱপৰ নৌকায় শিকারপুৱা সেখাম থেকে বহুমপুৱ হাসপাতালে
আসাৱ এক দিন পৱ আমাৰ জ্বান ফেৱে। মা, আমাৰ প্ৰাক্তন সৈনিক বন্ধু
১৯৬৫ সালে পাক-ভাৱত যুদ্ধে শিয়ালকোট সেক্টৱেৱ বীৱি সেনানী সুবেদাৰ
মেজৱ আব্দুল লতিফ আমাৰ অজ্ঞান রক্তাভূত দেহকে কাঁধে কৰে কাদা ও
পানিৰ মধ্যে কয়েক মাইল হেঁটে নিয়ে এসেছিল। বন্ধুৰ লতিফেৱ ঝণ
আমি কোনোদিন কিছু দিয়েও পৱিশোধ কৰতে পাৱব না। জানো মা,
আমাৰ তলপেট ও দুই উৱা হতে মোট পাঁচটি স্পিন্ডল ডাঙাৰগণ
অপাৱেশন কৰে বেৱ কৱেছেন। বাকি তিনটি এখনো আমাৰ শৰীৱে বিক্ষ
আছে। ডাঙাৰ বলেছেন, এই তিনটি মাংসেৱ সঙ্গে হজম হয়ে যাবে। মা!
তুমি তো চাতক পাখিৰ মতো চেয়ে থাকো আমাৰ একটি চিঠি বা সংবাদেৱ
জন্য। কিন্তু এত মৰ্মান্তিক ও লোমহৰ্ষক কথা কীভাৱে প্ৰকাশ কৰে
তোমাকে জানাৰ তা ভেবে পাচ্ছি না। জানো মা, আমাদেৱ আশ্রয়দাতা
তোফায়েলউদ্দিন ভাই-এৱ পুৱা পৱিবাৰ সেদিন কীভাৱে চোখেৱ পলকে
মিশ্বেষ হয়ে গেল!

শাকসেনাদের অত্যাধুনিক চারানিজ এলএমজির প্রাশফায়ার-এর মধ্যেই
আমরা আল্লাহর গুপ্ত বিশ্বাস ও অবিচল সাহস নিয়ে রাশিয়ান প্রি-নট-
প্রি টাইফেল, এলএমজি, এসএমজি আর কিছু ঘোনেত ও গোলা বাকল
নিয়ে বীরত্বের সাথে ঘোকাবিলা করে যাচ্ছি। আমরা ছিলাম আধা ঘূর্ণন,
যারের মধ্যে অবস্থান ও অপসৃত। এই অবস্থায় যে যার অবস্থান থেকে অতি
সহজে ও সৈর্যের সাথে অত্যাধুনিক নানা অস্ত্রে সজ্জিত ও উচ্চ প্রশিক্ষিত
শাকসেনাদের ঘোকাবিলা করেছি। কিন্তু জানো মা, আমাদের উভয় পক্ষের
বৃষ্টির মতো গোলাগুলির মাঝে দৌড়াদৌড়ির কারণে বাড়িওয়ালা
তোফায়েলউদ্দিন, তার শাশুড়ি, তার স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে আমাদের
এক বীর সহযোগী ওয়াজেদ আলী ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন এবং আরেক
সহযোগী মুমিন চৰম আহত ও মুর্মুরি ও অজ্ঞান অবস্থায় বহরমপুরের এই
হাসপাতালে আমার চোখের সামনেই মৃত্যুর কোমল স্পর্শে মিশে গেল
চিরদিনের মতো। মা, মুমিন আমাকে বড় কষ্ট দিয়ে চিরদিনের মতো চলে
গেল। আমার সঙ্গে যুক্তের ময়দানে সামান্য কিছু কথা হয়েছিল। কিন্তু
এখানে সে একটি কথাও বলল না। ওয়াজেদ ও মুমিনকে হারিয়ে আমি
বড়ই কষ্ট পেয়েছি মা। সবচেয়ে মর্মান্তিক এই যে, ওয়াজেদ, ছিল বাবা-
মার একমাত্র সন্তান। দেশ স্বাধীন হবে ঠিকই কিন্তু ওয়াজেদ মুমিনদের
সেই স্বাধীন দেশে কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জানো মা, আল্লাহর
কী লীলা খেলা! তোফায়েলউদ্দিন ভাই-এর চার মাসের একটি ছেলে কি
অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল সেদিনের যুক্তে। উভয় পক্ষের
প্রাশফায়ারের মধ্যে পড়ে তার পরিবারের স্বাই মুরা গেল ঠিকই কিন্তু চার
মাসের নিষ্পাপ অবুৰু শিশুটি আমার বই কুঠি লেপ-কঘলের নিচে থাকায় কোনো
এলএমজির গুলি তাকে স্পর্শ করেনি। মা, তুমি আমার জন্য দোয়া করো।
আমি যেন সুস্থ হয়ে আবার স্বাধীনতাযুক্তে ঝাপিয়ে পড়তে ও দেশকে
শক্রামুক্ত করতে পারি। মা, তোফায়েলউদ্দিনের চার মাসের শিশু মুক্তিকে
কে লালন-পালন করবে? কে বুকের দুধ খাওয়াবে? তার বাড়ির চাকরের
বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজের মতো অবস্থা হলো তোফায়েলউদ্দিন
ভাই-এর, শহীদ হলো ওয়াজেদ, মুমিন আর আহত হলাম আমরা কজন।
মা, আর লিখতে পারছি না। চিঠিটা সাবধানে পড়বে। আমি যদি বেঁচে
থাকি, দেখা হবে ইনশাল্লাহ।

ইতি

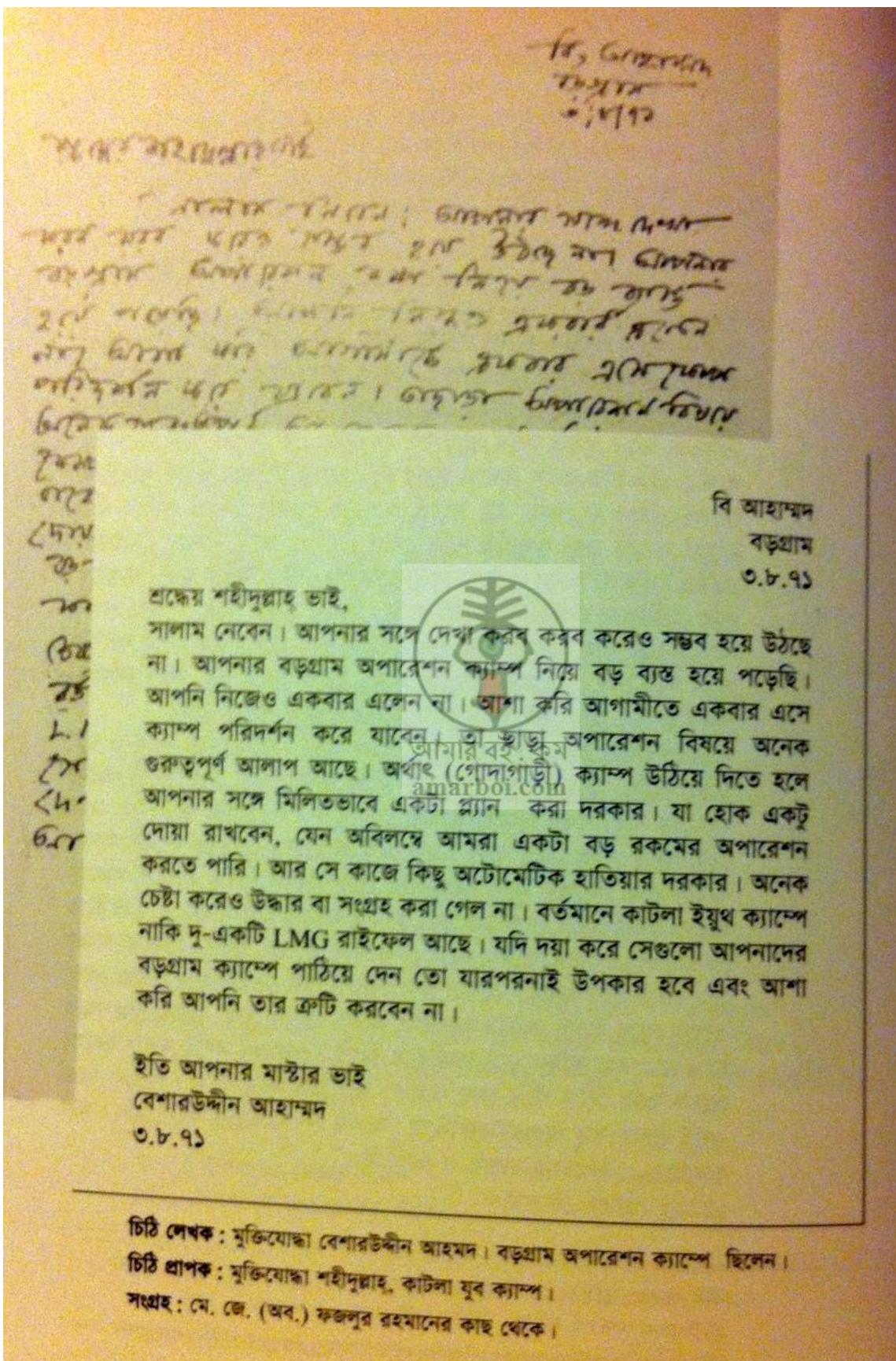
তোমার রণাঙ্গনের যোন্ধা সন্তান
রহিম/ বহরমপুর হাসপাতাল, ভারত।

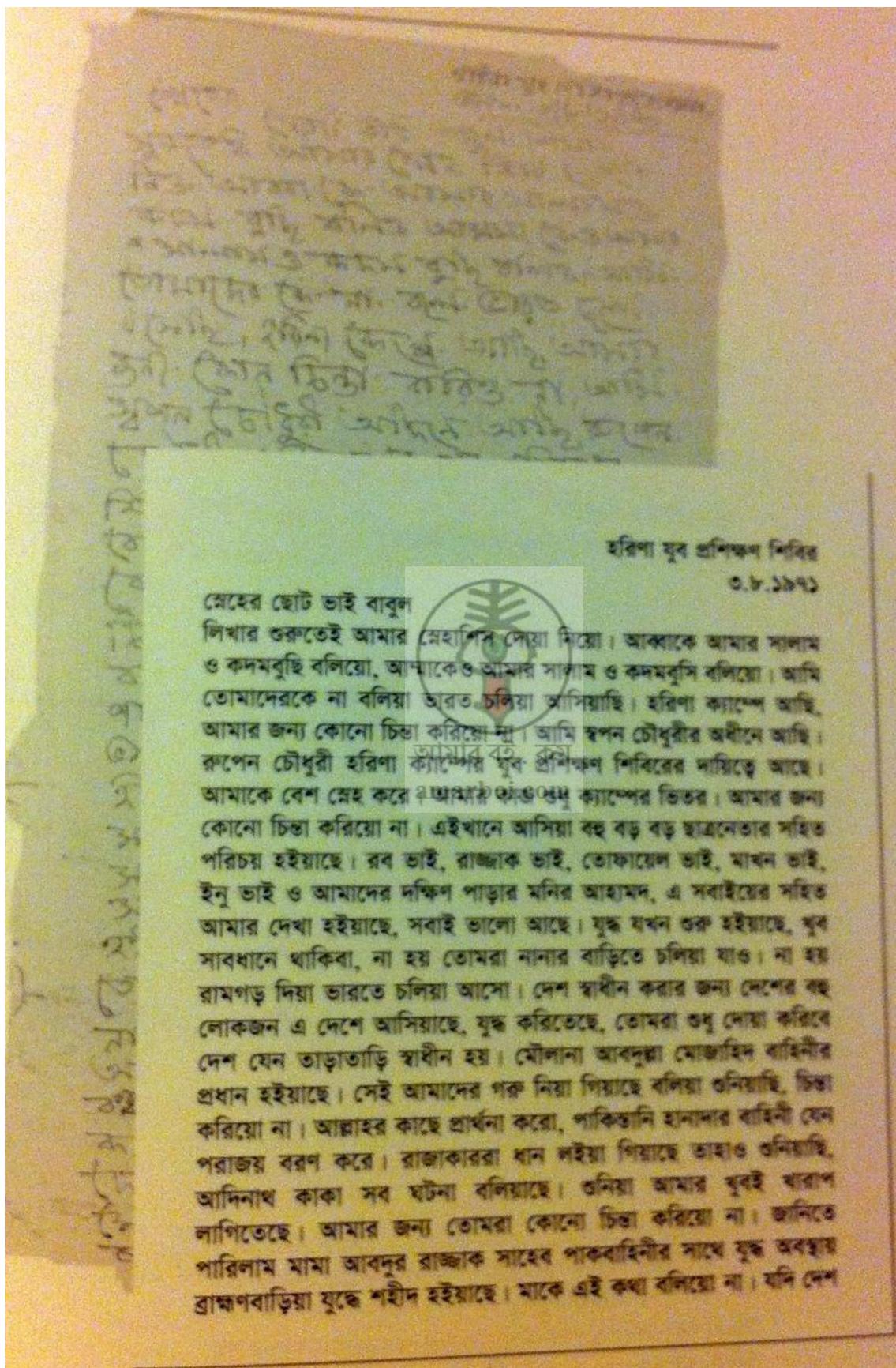
চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুর রহিম। তাঁর বর্তমান ঠিকানা: ৪২ টাইগার
রোড, ওয়ার্ড-৩, নওদাপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

চিঠি প্রাপক: মা মেহেরগঞ্জে। মুক্তিযোদ্ধার পিতার নাম হারান মওল।
চিঠিটি পাঠিয়েছেন: লেখক নিজেই।

Tuesday 3rd AUGUST 1971
 আমার সালাম নিয়ো। অনেক পাহাড় পর্বত, নদী প্রভৃতির পেরিয়ে, সমস্ত বাস্তু
 অতিক্রম করে তোমার ছেলে তার অনেক আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা আজ
 খুঁজে পেয়েছে। ইয়া মা, আমি পৌছে গেছি আমার ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে।
 নিজেকে এবার প্রস্তুত করব প্রতিশোধ নেওয়ার এক বিশাল শক্তি হিসেবে।
 আমার প্রতিশ্রূতি আমি কখনো ভুলব না। ওদের উপর্যুক্ত জবাব আমাদের
 দিতেই হবে। মা, তুমি এই মৃহূর্তে আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না।
 বিশাল বাবড়ি চুল, মৃত্যুর্ভূতি দাঢ়ি গোফ। যদিও আমি নিজের চেহারাটা
 বহুদিন দেখি না কারণ এখানে কোনো আয়না নেই। মিহির বলে, আমাকে
 নাকি অক্ষিকার জগলদের মতো লাগে। মিহির ঠিকই বলে, কারণ, এখন
 আমি নিজেই বুঝি আমার মাথা একটি জগল ভাব এসে গেছে। সেই আগের
 আমি আর নেই। তোমার মনে আছে মা, শুরুগ জবাই করা আমি দেখতে
 পারতাম না। আর সেই আমি আজ রক্তের নদীতে সৌতার কাটি।
 খাওয়ানাওয়ার কথা বলে লাভ নেই, সুঁথ পাবে। তবে বেঁচে আছি ও খুব
 ভালো আছি। আমার কেল দেখা মন্দদুর্দুষজনক আর সেই দিনটি থেকে
 খুব দূরে নাই, যখন আমরা আবার যাখায়ি হব। দোয়া করো মা, যেন
 সেই দিনটি পর্যন্ত বেঁচে থাকি। যদি ভাই আমাদের officer করেনি কারণ
 ওনার অন্য কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে। এখানে আমার
 অনেক পুরান বন্ধুর দেখা পেলাম। আমার আগের চিঠিটা হয়তো এত দিনে
 পেয়ে গেছে। সেলিম তোমার সাথে দেখা করে এসেছে, বলল। তোমরা ভালো
 আছ জেনে খুশি হলাম। আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না। যায়ের দেয়া
 আমার সাথে আছে, আমার ভয় কী? অনেক দেখার ইচ্ছা করছে কিন্তু সত্ত্ব
 হচ্ছে না। কত ঘটনা মনে জমা হয়ে আছে তোমাদের বলার জন্য। হয়তো
 অনেক বছর লেগে যাবে শেষ করতে। মন্ত চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। পারলে ওকে
 একটু ভালো কিছু খাবারদাবার দিয়ো। অনেক দিন ও ভালো কিছু খাইনি। অত
 তাহলে-৮০, সবাইকে সালাম ও দোয়া দিও।
 তোমার স্বেচ্ছের ফেরদৌস

চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস কামাল উর্ফীন মাহমুদ। তার বর্তমান ঠিকানা:
 ফ্লাট-৫০০, কলকাতা কট্টেজ, প্লট ৮ আই, রোড-৮১, উলশন-২, ঢাকা।
 চিঠি প্রাপক: মা, হাসিমা মাহমুদ। তার বর্তমান ঠিকানা: ৮৩ সেক সর্কারি, কলকাতা, ঢাকা।
 চিঠিটি পাঠিয়েছেন: লেখক নিজেই।





স্বাধীন হয় তাহা হলে তোমাদের সাথে দেখা হইবে । যুক্তে যদি আমি
মারাও যাই, কোনো চিন্তা করিয়ো না । যদি আমার রক্তের বিনিময়ে দেশ
স্বাধীন হয়, দেশের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পায়, তাহা হইলে আমার
আজ্ঞা শান্তি পাইবে । আমার জন্য সবাই দোয়া করিবা ।

খোদা হাফেজ

তোমার বড় ভাই
মোহা, আইযুব খান

মুক্তিবাহিনীর সদস্য
হরিণা যুব প্রশিক্ষণ শিবির, হরিণা, ভারত ।

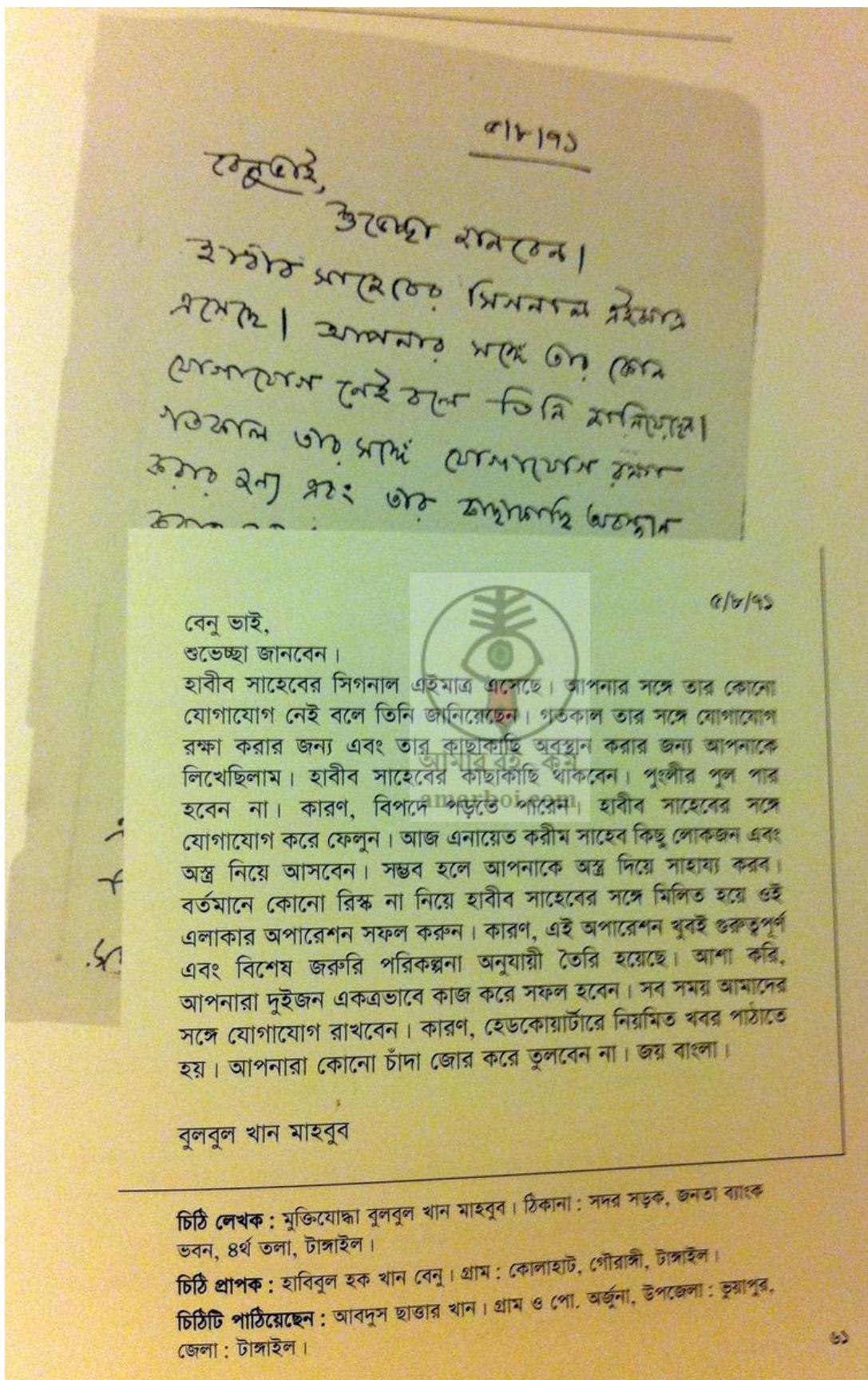


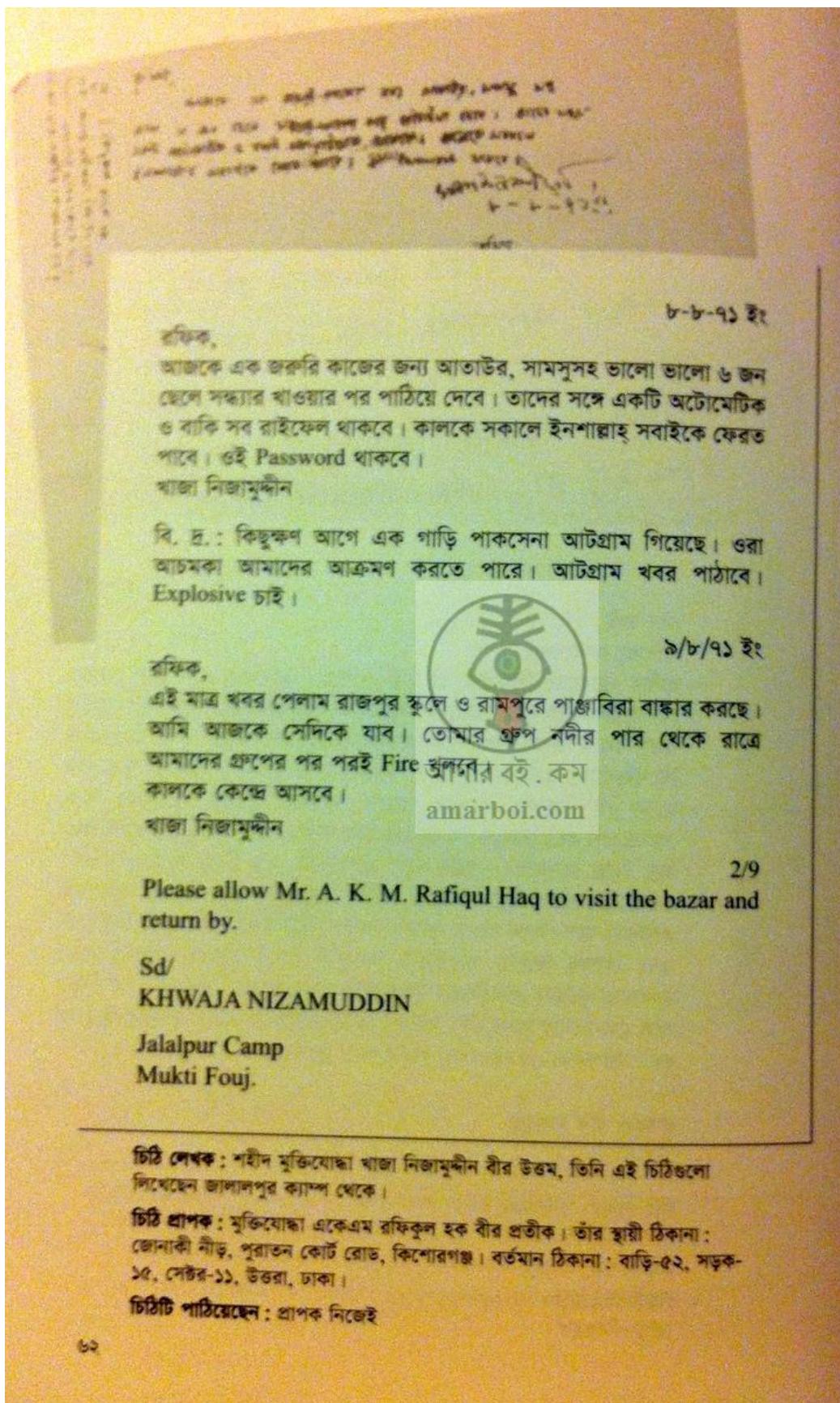
আমার বই . কম
amarboi.com

চিঠি লেখক : মো. আইযুব খান ।

চিঠি প্রাপক : বাবুল ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : জনাব বাবুল । পো : ডেমশা, থানা : সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ।





2

8

12

81

七

2

(

— 1 —



১৭

۱۲/۰۸/۹۳

এনায়েত ভাই/বলবল ভাই

সালাম নেবেন। পর, আপনার কথামতো পরদিন ও রাত্রিই ছিলাম। যাক, আপনাদের কৃতকার্য্যতার কথা শুনিয়া খুবই খশি হইয়াছি। গত দুই দিনই দেখা করার জন্য ছিলাম। আজ এখনই চলিয়াও আসিলাম। ভারতী, লুৎফুর ভাই ও তার দল—ওখানে যাইতে আচায়, আমাকে বলিয়াছে খাবার ম্যানেজ করিতে। আমি কী করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনার কী মত তাহাও তো জানি না। আপনার মত ছাড়া আমি ঠিক মনে করি না। উহাদের কথা না শুনিয়াও কী করা যায়।
ইহারা হেমনগর উঠিতে চায়। আপনি আপনার বুকি দিয়া আমাকে সাহায্য করুন। এদিকে ভূয়াপুরের Protection দেওয়া নেহাত উচিত। ভূয়াপুর থেকে না করুক, কিছু হইলে আমাদের আর উপায় নাই।

୨୭

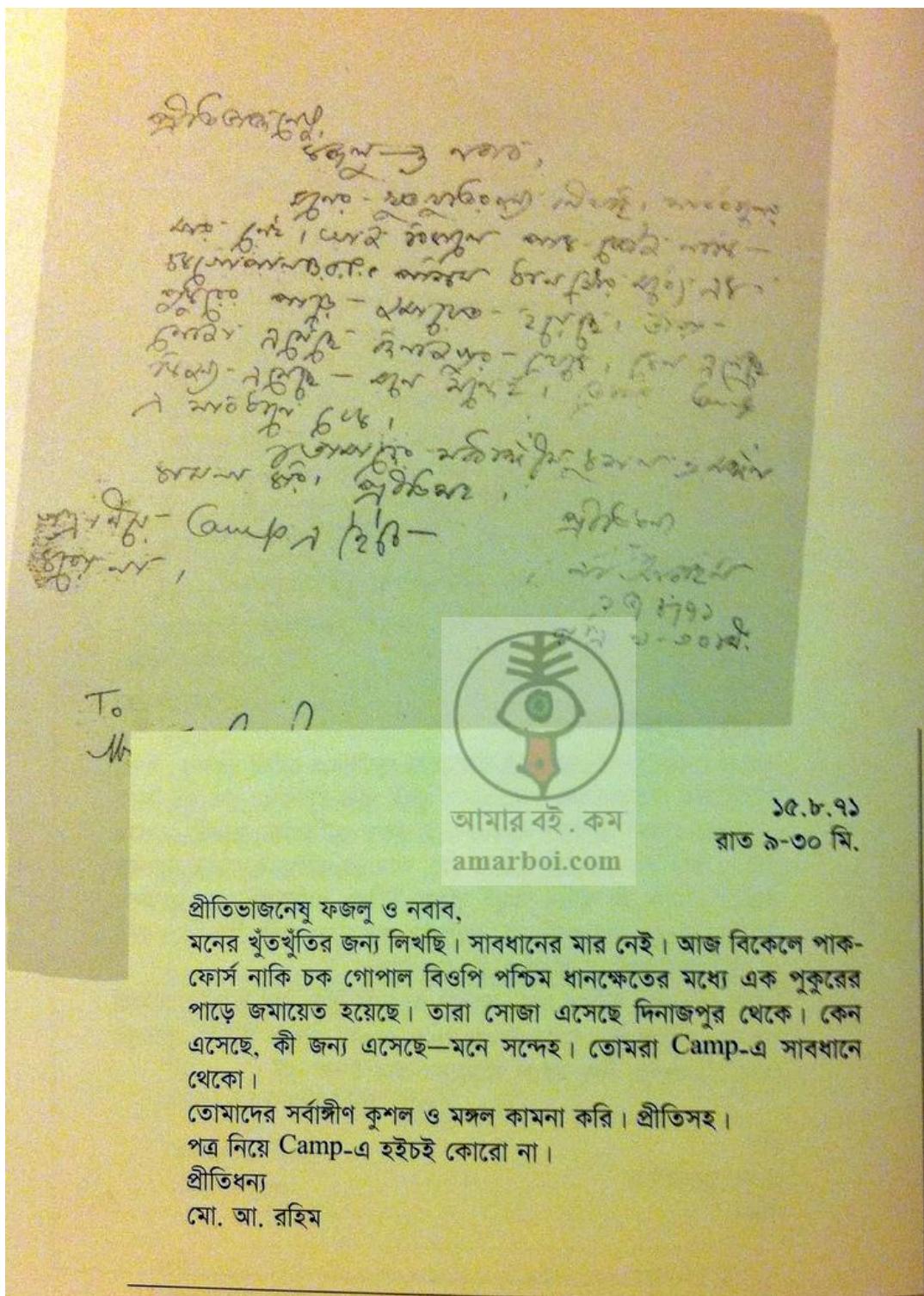
ଆମ୍ବର ତାଳକଦାର

ନଗିନ

চিঠি লিখেছেন : মুক্তিযোদ্ধা আঙ্গুর তালুকদার (পুরো নাম মো. নূর হোসেন আঙ্গুর তালুকদার)। কাদেরিয়া বাহিনীর একটি ইউনিটের কমাত্তার ছিলেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : নলিন, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

চিকিৎসা : মানন, দোহা, পুরণ, এনাস্তেত করিম ও বুলবুল খন মাহবুব। টাঙ্গাইল

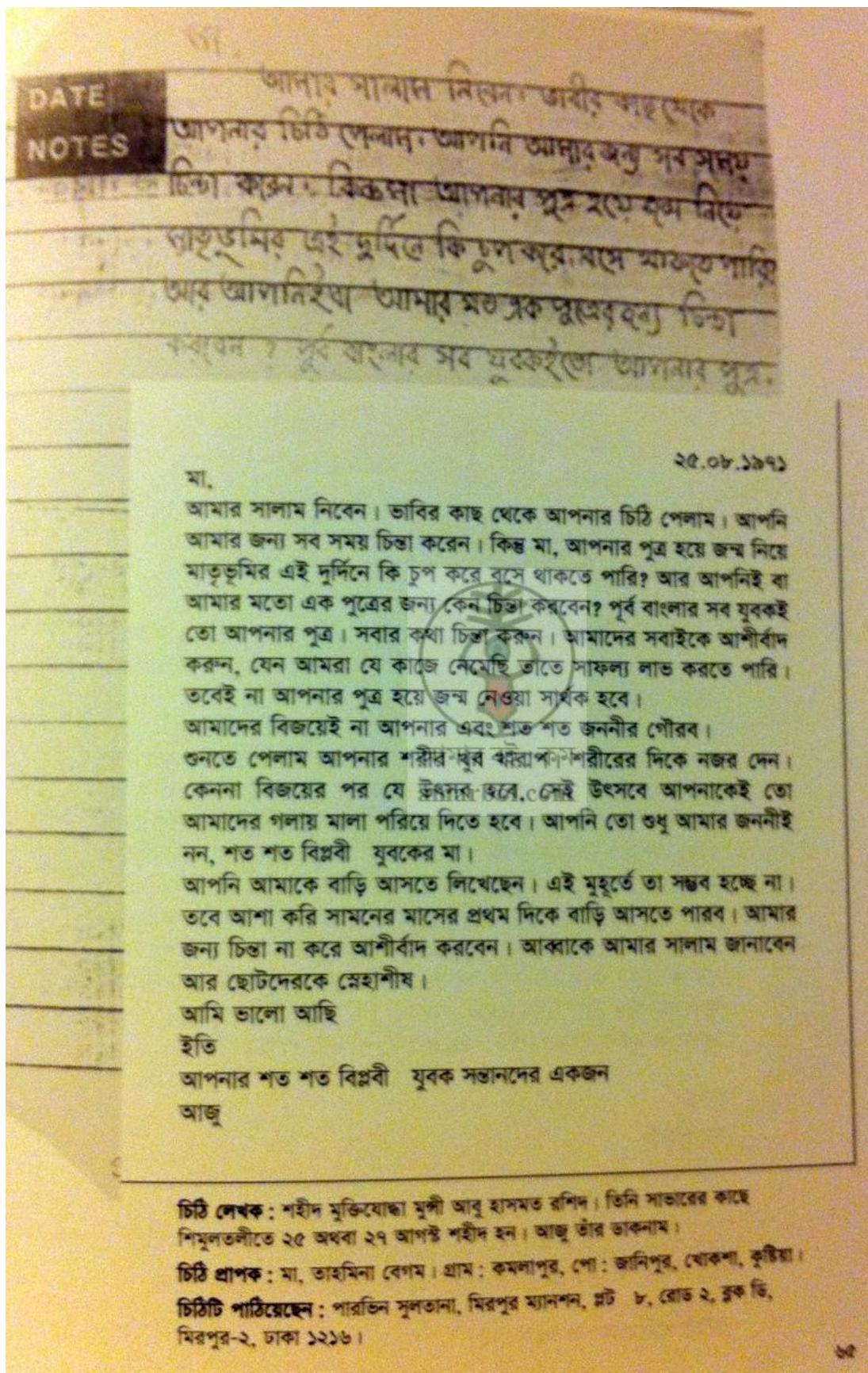
চাঠ প্রাপক : আবু মেহেদী মন এবং
চেষ্টা প্রতিষ্ঠান : কালোকল ছাত্রাব খণ্ড।



চিঠি লেখক: মত্তিয়োদ্ধা মো আব্দিস

চিঠি প্রাপক: ফুজলির বৃহস্মান ও জনার কম্পানি, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান

১০৮ প্রাপ্তি : কলকাতা ইহমান ও জনাব নওয়াব, ওস, কা
সংগ্রহ : মে. জি. (অর.)



বরিশাল,
২২/৬/১৯

মুক্তিপত্র।

মুক্তিপত্র, মুক্তিপত্র, মুক্তি
হচ্ছে স্বাধীনের মুক্তিপত্র অঙ্গভূমিপত্র;
মুক্তিপত্র হচ্ছে আন্দোলনের মুক্তিপত্র;
মুক্তিপত্র হচ্ছে আন্দোলনের মুক্তিপত্র;

বরিশাল
২৫/০৮/৭১

রাষ্ট্রিক ভাই,
সংজেষ্য মিল।

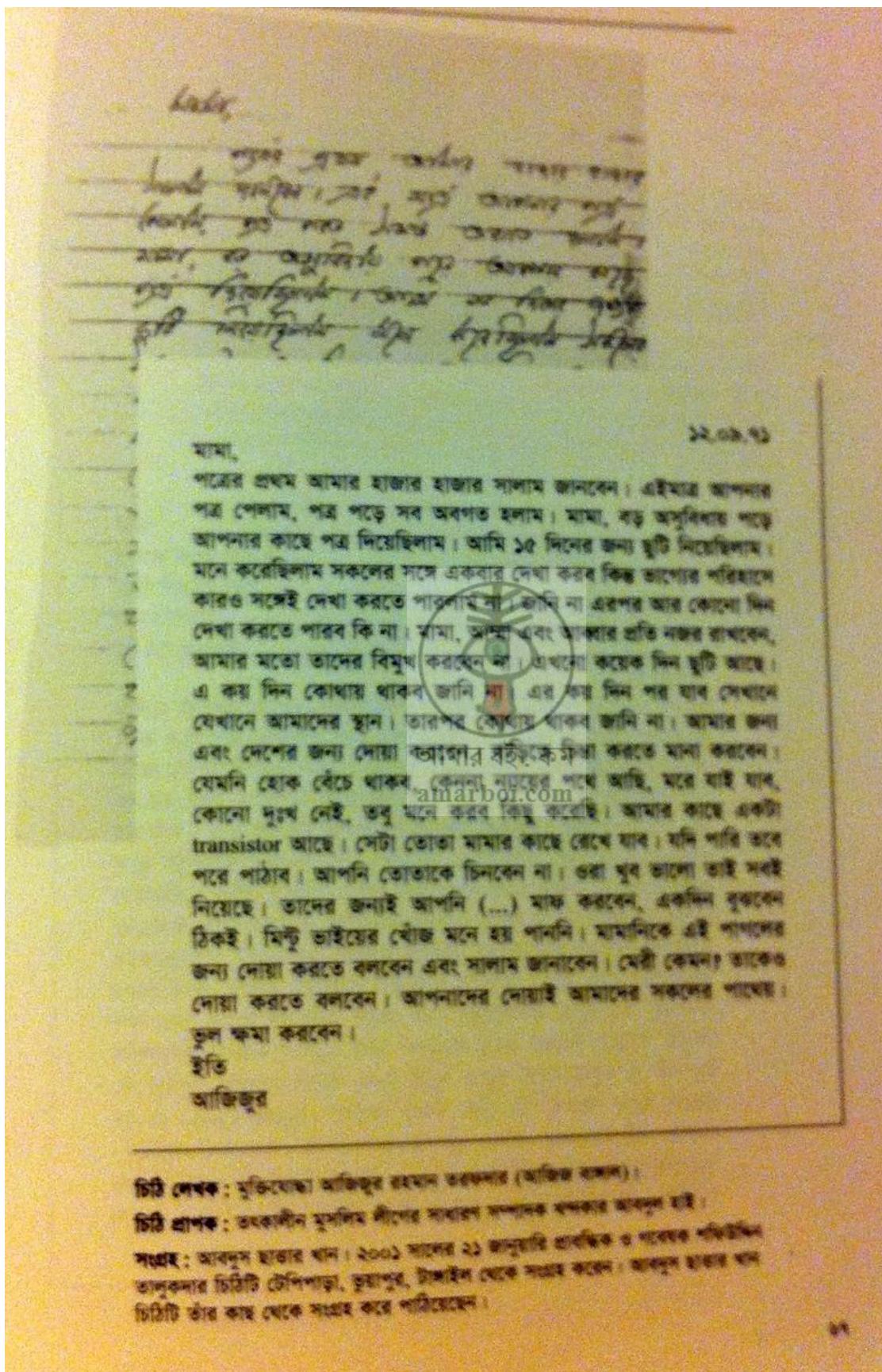
কেমন আছেন, সাবধান ভাই, আমি ধরা পড়েছিলাম মিলিটারি
ক্লাস্টারমেটে। বাংলার স্বাধীন তাৎ স্বাদ আবারে জীবন থেকে হয়তো বক্ষিত
হবে না সেই কারণেই জাদুরেল পাক বাহিনী আমাকে দীর্ঘদিন আটক রেখে
ছেড়ে দিয়েছে। স্তুন করে শপথ নিয়েছি ওদের আমরা শেষ চিহ্নটুকুও
বাংলার মাটি থেকে নিষিক্ষণ করব।

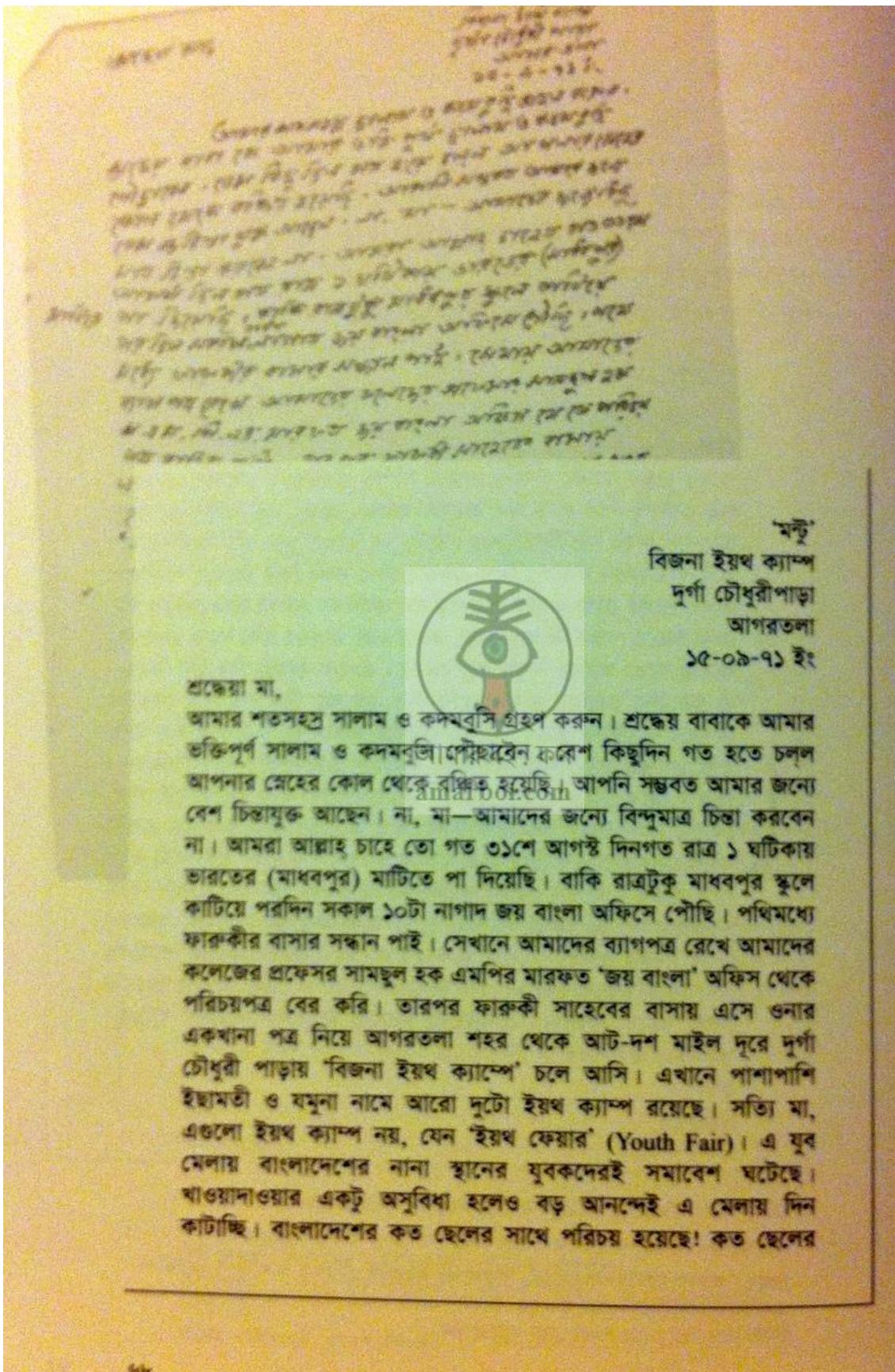
আপনারা চাখারের বানাড়িপাড়ায় কী ধরনের অপারেশন করছেন।
সাবধান, শপথ নিয়ে নেমেছেন ও নেমেছি, পিছপা হব না বা হবেন না।
রাষ্ট্রিক ভাই, জানি না কবে আমরা আবার পাশাপাশি মুক্ত দেশের মুক্ত
হাওয়ায় প্রাণ খুলে কথা বলতে পারব।

আপনার মঙ্গল কামনা করি। জয় বাংলা, বাংলাদেশ অমর হউক।

ইতি
আপনারই
মনু

নিচী সেবক : মুক্তিযোৱা রাষ্ট্রিক মনু : কাউন্সিল, বরিশাল।
নিচী প্রাপক : এটিএম একাডেমিল ইসলাম, বরিশাল টিকনা ৮ নং হাটিঙ্গ কলোনি,
গুৱাহাটী।
নিচীটি পাঠিয়েছেন : প্রাপক নিজেই।





শ্রদ্ধেয়া মা,

আমার শতসহস্র সালাম ও কদম্বনি গ্রহণ করুন। শ্রদ্ধেয় বাবাকে আমার
ভঙ্গিপূর্ণ সালাম ও কদম্বনি। প্রেইচারেন ফরেশ কিছুদিন গত হতে চল্ল
আপনার স্নেহের কোল থেকে বর্ণিত হয়েছি। আপনি সম্ভবত আমার জন্যে
বেশ চিন্তাযুক্ত আছেন। না, মা—আমাদের জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন
না। আমরা আজ্ঞাহ চাহে তো গত ৩১শে আগস্ট দিনগত রাত্রি ১ ঘটিকায়
ভারতের (মাধবপুর) মাটিতে পা দিয়েছি। বাকি রাত্রিকু মাধবপুর স্কুলে
কাটিয়ে পরদিন সকাল ১০টা নাগাদ জয় বাংলা অফিসে পৌছি। পথিমধ্যে
ফার্মকীর বাসার সন্ধান পাই। সেখানে আমাদের ব্যাগপত্র রেখে আমাদের
কলেজের প্রফেসর সামঞ্জস্য হক এমপির মারফত 'জয় বাংলা' অফিস থেকে
পরিচয়পত্র বের করি। তারপর ফার্মকী সাহেবের বাসায় এসে ওনার
একখানা পত্র নিয়ে আগরতলা শহর থেকে আট-দশ মাইল দূরে দুর্গা
ঠোঁৰী পাড়ায় 'বিজনা ইয়েখ ক্যাম্প' চলে আসি। এখানে পাশাপাশি
ইয়ামতী ও যমুনা নামে আরো দুটো ইয়েখ ক্যাম্প রয়েছে। সত্য মা,
এওলো ইয়েখ ক্যাম্প নয়, যেন 'ইয়েখ ফেয়ার' (Youth Fair)। এ যুব
মেলায় বাংলাদেশের নানা স্থানের যুবকদেরই সমাবেশ ঘটেছে।
যাওয়ানাওয়ার একটু অসুবিধা হলেও বড় আনন্দেই এ মেলায় দিন
কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের কত ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছে! কত ছেলের

পরিচয় নিয়েছি। কত হেলেকে পরিচয় নিয়েছি। অবশ্য আমর খিলাফ আঘাতকে নিয়ে একটু প্রথের সম্বৰ্ধীন হতে রয়েছিল। বর্তমানে আমর ঢাকার হিসাবে বেশ সহজের ও সহজ পর্যাপ্ত। সুবেহ শামেরের সহজ আজানের ক্ষেত্রে তানে মানে হয় বালানেশেরই (বালাকখিত পূর্ব পাক) কোনো জ্ঞানে তায়ে আছি। আজান শেষ ইত্যার পর চিত্তকাল ইনস্ট্রাকচরের বিশ্বর ক্ষেত্রে ও মধুর ভাক 'উন্ন' 'উন্ন' বড়ই জালো লাগে। তারপর হাত মুখ ধূয়ে যাব যাব প্রার্থনা সেবে তাত হয় পিটির পাল। চিত্তিক্ষয়ল ইনস্ট্রাকচর (আসামুর ভঞ্চা) সরাইকে নিয়ে ছুনীয় ক্ষেত্রে আঠে প্রায় দেড় ঘণ্টা নানা ধরনের পিটি করিয়ে যাব যাব ঝাঁটুন নিয়ে আসেন। সকলের চোখেয়ুক্তে এক অফিস্কুলিজ। সাধিকার আশায়ের দৃশ্য শপথে আজ সরাই উজ্জীবিত। আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা গত ১০ই সেপ্টেম্বর রিকুত হয়েছি। সভ্ববত আজ না হয় কালই ট্রেনিং সেন্টারে চলে যাব। আনন্দ এই জন্য যে, আমাদের দুই মাস পূর্বের বছ হেলেও এখানে জমা হয়ে আছে। যাহোক, দোয়া করবেন যেন সুন্দর সুস্থিতাবে আমরা ট্রেনিং নিয়ে মাত্তুমিকে হানাদার শত্রুদের হাত হতে রক্ষা করতে পারি। বিশেষ আব কী লিখব। দেশের ব্যবরাদির জন্যও খুব উৎসাহ। বড়দের সালাম ও ছোটদের প্রেহাশিস দিয়ে পত্রের একান্তে-শেষ করছি।

ইতি
আপনার স্নেহের
মন্ত্ৰ

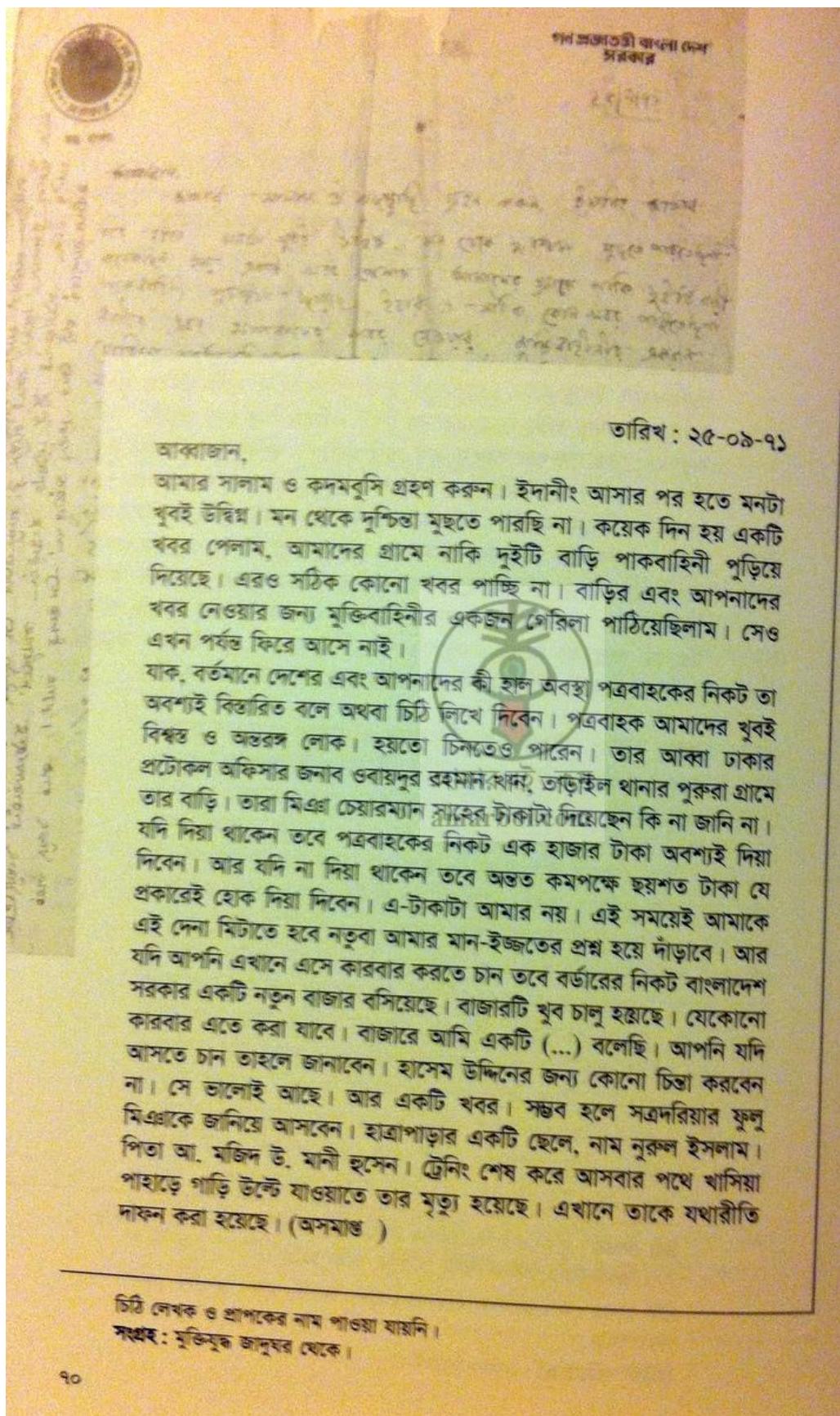


আমার বই, কম
amarboi.com

চিঠি লেখক : মুক্তিযোৢ্ডা ইকত্তেবার উল্লিন আহমেদ মন্তু। বর্তমান ঠিকনা বাড়ি
এ/৭, ফ্লাট-সি-১, বৰ্ধিত পৱনী, মিরপুর, ঢাকা ১২১৫।

চিঠি প্রাপক : মা। আফিফা আখতার। প্রাম : কল্পনা, ধনা : কল্পনা, জেলা :
নারায়ণগঞ্জ।

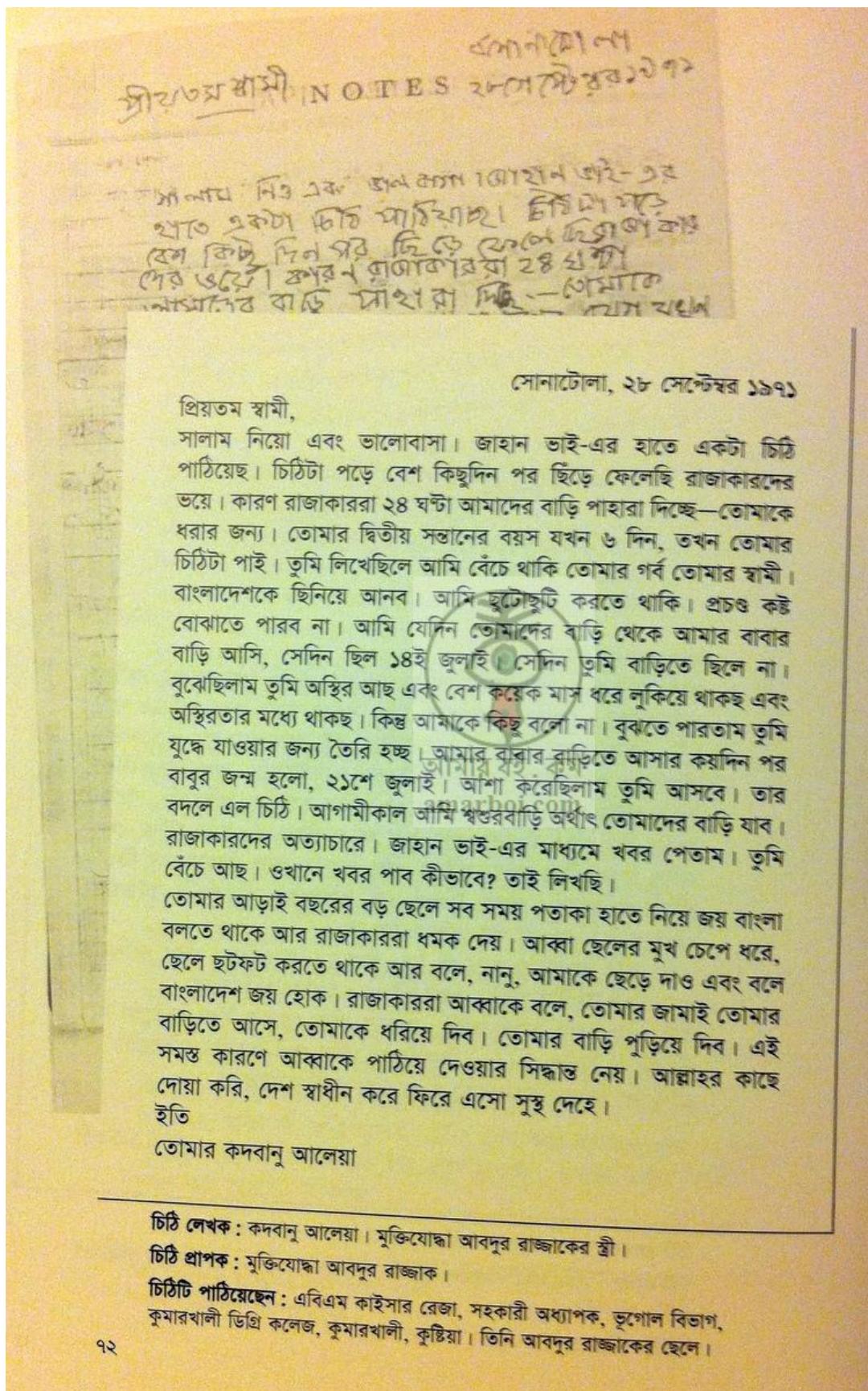
চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই।

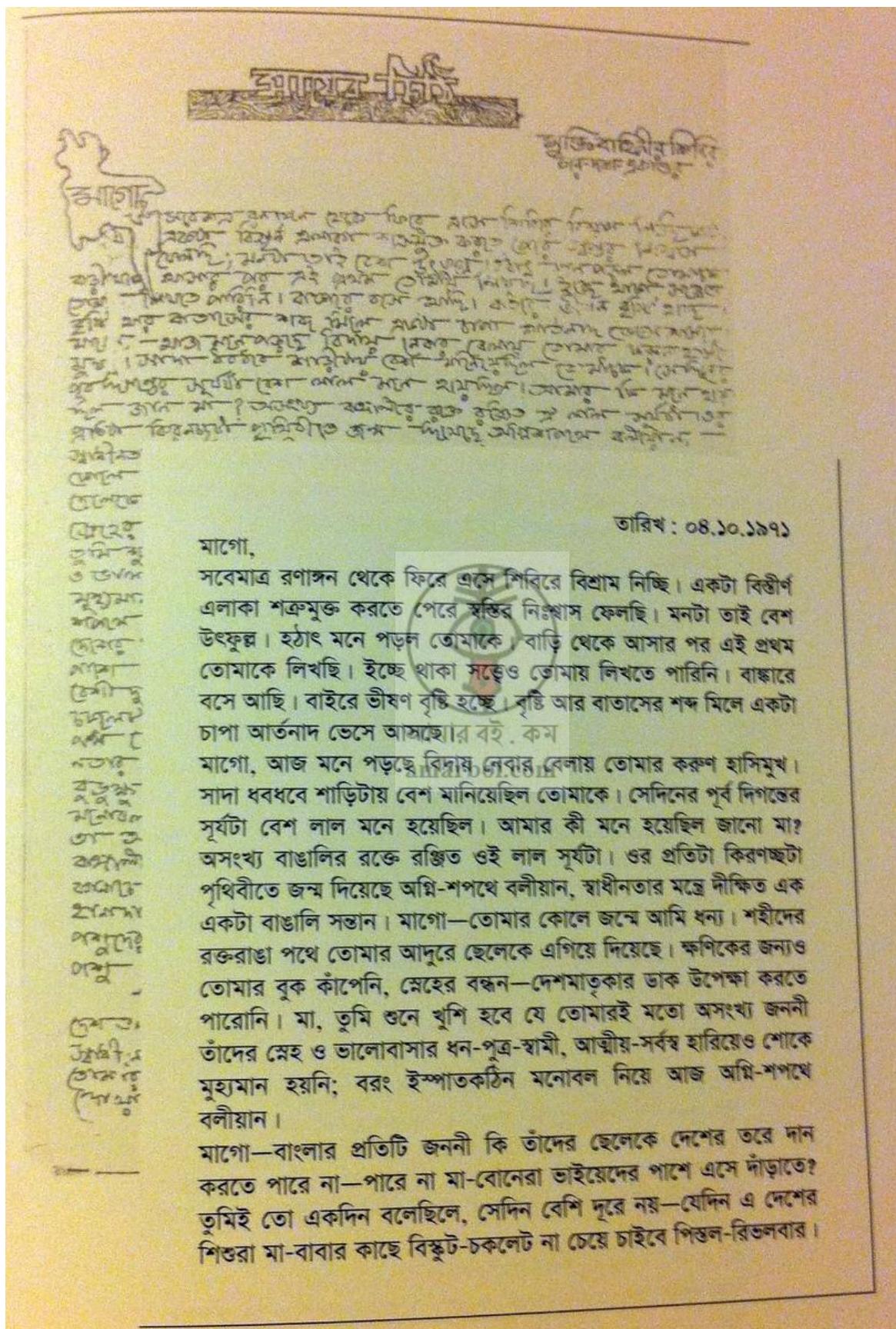


The image shows a handwritten letter in Bengali on yellowed paper. At the top right is a circular logo for Horlicks, featuring a stylized tree or plant inside a circle. The letter is addressed to a friend and discusses the benefits of Horlicks, particularly for children. It mentions the product's ability to increase height and weight. The handwriting is cursive and fluid.

চিঠি লেখক : জ্ঞান চক্রবর্তী, বাংলাদেশের কমিউনিটি পার্টির কেজীয়া সেক্রেটা
চিঠি প্রাপক : মুক্তিহোকা মনজুরুল আহসান খান। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিটি
পার্টির সভাপতি।

চিঠিটি পাখিলাল: মনজুরুল আহমদ খন





সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে বাংলার প্রতিটি সন্তান, যেদিন বাংলার
স্বাধীনতার সূর্য প্রতিফলিত হবে, অধিকারবঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত,
বুভুক্ষ, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা। যে মনোবল নিয়ে
প্রথম তোমা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, তা আজ শত গুণ বেড়ে গেছে। শুধু
আমার নয়, প্রতিটি বাঙালি খুনের হানছে মাতোয়ারা। তাই তো বাংলার
আনাচকানাচে এক মহাশক্তিতে বলীয়ান তোমার অবুব শিশুগুলোই আজ
হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত হেনেছে—পান করছে হানাদার পশ্চদের
তাজা রক্ত। ওরা মানুষ হত্যা করছে—আর আমরা পশু হত্যা করছি।
মা, মাগো। দুটি পায়ে পড়ি মা। তোমার ছেলে ও মেয়েকে দেশ ও জাতির
ক্রস্তিলঘে ঘরে আটকে রেখো না। ছেড়ে দাও স্বাধীনতার উত্পন্ন রক্তপথে।
শহীদ হয়ে অমর হব; গাজী হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসব মা।
মাগো—জয়ী আমরা হবই। দোয়া রেখো। জয় বাংলা।

তোমারই

দুলাল

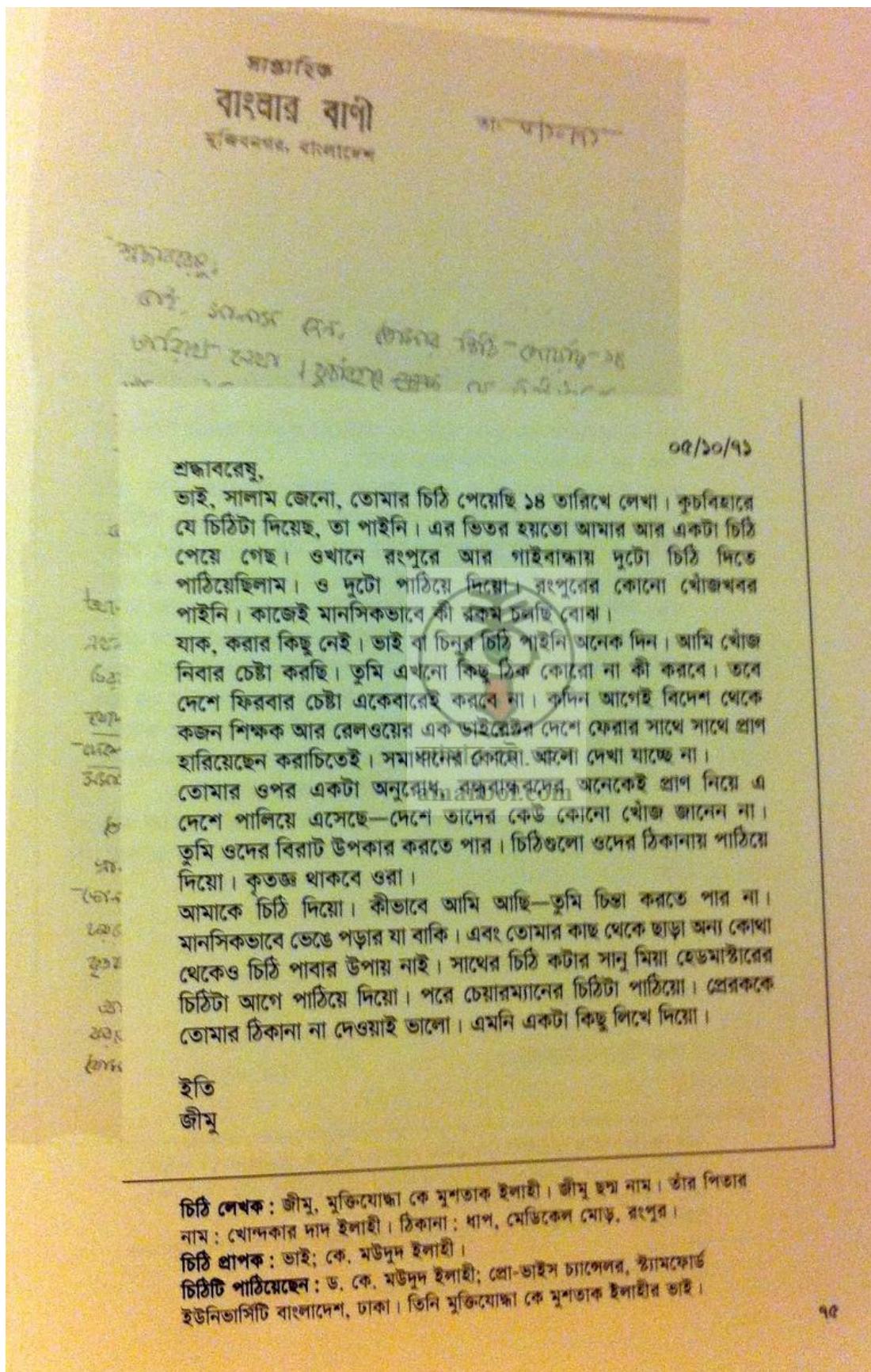


আমার বই . কম
amarboi.com

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা দুলাল। তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
ফুলবাড়িয়ার সন্মুখসমরে তিনি আহত হন এবং পরে মারা যান। আহত হওয়ার
সময় চিঠিটি তাঁর পকেটে ছিল। এটি পরে, মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকাশিত জাহাত বাংলা
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে পত্রিকাটি ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে
প্রকাশিত হতো।

চিঠি প্রাপক : মা। তাঁর পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : এস এ কালাম, সম্পাদক, সাংগীতিক চরকা ও '৭১ মুক্তিযুদ্ধে
জাহাত বাংলা। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : ৫/৮৬ আউটার স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ।



১১/১০/৭১

শেহের শামীম,

কারও কোনো বিপদে এখন আর এক পয়সার সাহায্যও আমার পক্ষে করা
সম্ভব নয়। এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য।

সারা জীবন পরিশ্রম করে আজ বলতে গেলে একেবারে নতুন করে
সংসারযাত্রা শুরু করতে হচ্ছে। কোনো অপঘাতে যদি মৃত্যু হয়, জানি না
কোনো অকুল পাথারে সকলকে তাসিয়ে রেখে যাব। কোনো দিন ফসল
ভারিনি যে, সংসারজীবনে এমনি করে পেছনে ফিরে যেতে হবে। এ ব্যাসে
নতুন করে দুঃখ কঠের মধ্যে যাওয়ার মতো মনের বল আর অবশেষ নেই।
যা হোক, তোমাকে আশীর্বাদ করি, জীবনে সত্তা ও ন্যায়ের পথে যেকে
সামনে এগিয়ে যাও। আমার বন্ধুবাঙ্গালের সম্পর্কে বে কথা লিখেছ, ওতে
আমি বিস্মিত হইনি, কারণ আমি অনেকের বন্ধু হলেও কেউ আমার বন্ধু ছিল
না। কারণ, এ সংসারে সকলেই স্বাধীন দাস, জীবনের মহস্তের গুণবলি
কজনের আছে? আমার জীবনে অপরিচিত জৈ ছিল যারা, বিপদে-আপদে
তারাই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পরিচিত কোনো বন্ধুজন নয়।

শুনে খুশি হলাম, তুমি *মানিকের মেহাম্পর্শে আছ। ওদের ক'জনকে আমি
বরাবর মেহের নয়, শুন্দার চোখেই দেখেছি। ওকে আমার ওভেজ্বা জানাবে।

ইতি

আকবা

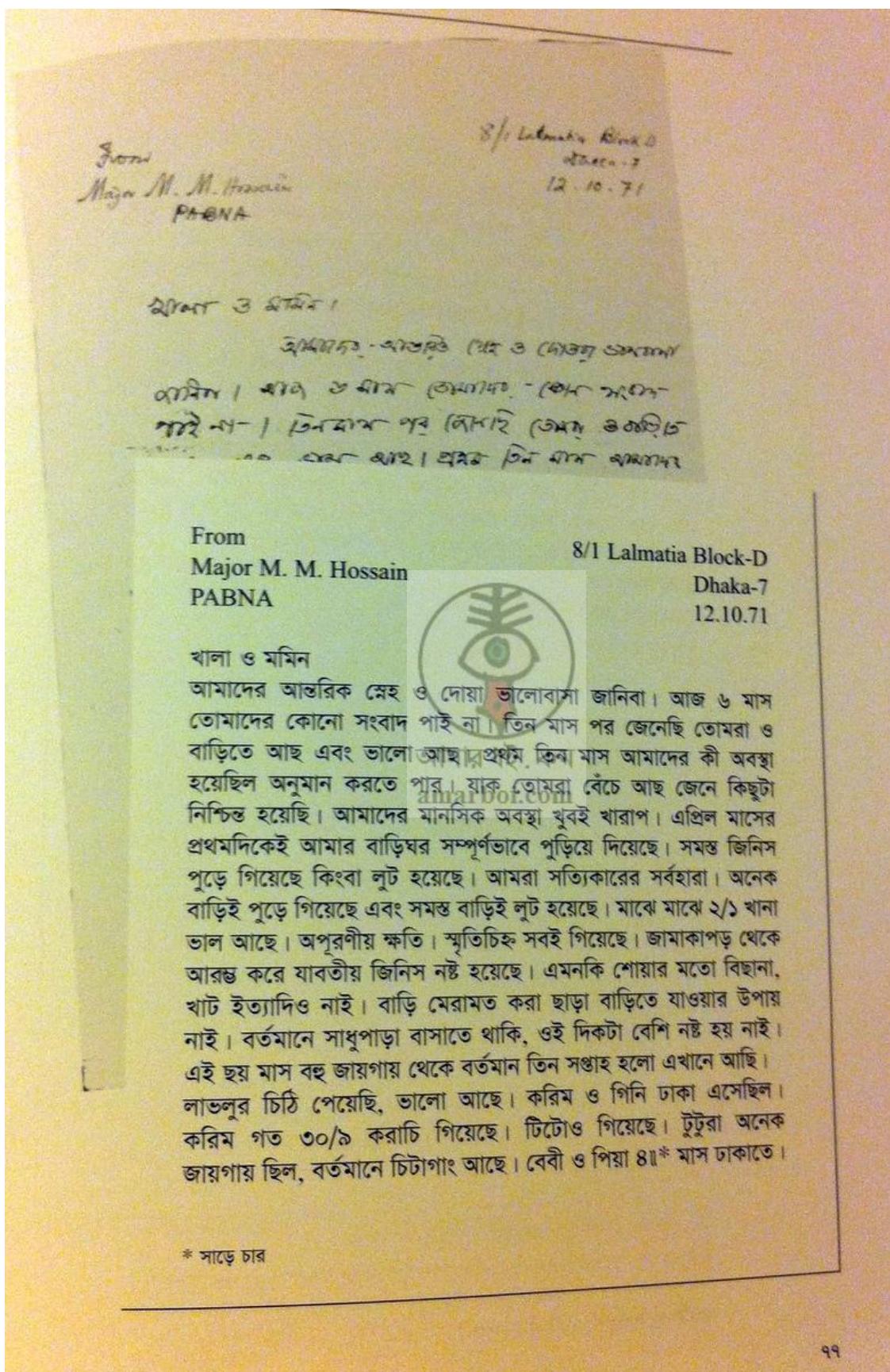
এগারোই অঞ্চোবর
উনিশ 'শ' একান্তর

* সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক

চিঠি লেখক : শহীদ বুকিজীবী সিরাজুল্লাহ হোসেন। দৈনিক ইতেক্ষণ-এর প্রবীণ
সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী তাঁকে বাঢ়ি থেকে নিয়ে
যায়, তারপর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

চিঠি প্রাপক : মুকিযোদ্ধা শামীম, পুরো নাম শামীম রেজা নূর। শহীদ সিরাজুল্লাহনের
বড় ছেলে।

সংগ্রহ : স্মৃতিপটে সিরাজুল্লাহ হোসেন প্রস্তু থেকে।



গত মাসে ঢাকায় তুহিনের বিবাহ হয়েছে। ছেলে এমবিবিএস-ময়মনসিংহ
জেলায় বাড়ি। হিরার শঙ্গর ও শালা আয়নাল গুলিতে মারা গিয়েছে।
বাড়িঘর সব লুট হয়েছে। আমিনউদ্দীন অ্যাডভোকেট গুলিতে মারা
গিয়েছে। ঘুটুর শঙ্গর, আনিসের শঙ্গর, তুহিনের বড় মামা ইত্যাদি ইত্যাদি
মারা গিয়েছে। পল্টু মামাও মেহমানদের নিকট। আমরা প্রথমেই বাড়ি
ছেড়ে দিয়ে জীবনে বেঁচে আছি। এই শুধু সান্ত্বনা। খোদা তোমাদের
সবাইকে বাঁচিয়ে রাখুন, এই দোয়াই করি। ইমনের জন্য সব সময়ই মনে
হয়, ও-ই সব সময় খেতে চাইত—এখন কত কষ্টই পাচ্ছে। মেরে হওয়ার
সংবাদ যদিও পেয়েছি প্রথমে ঘুটু D.A.D. Rangpur Mr Momtaz
শাহানা ও অন্যান্য ২/১ জনের নিকট কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছিলাম। পরে
হেলেনের চিঠিতে সব জানি। মাবো মাবো, এমনকি সপ্তাহে সপ্তাহে
রফিকের নিকট লিখে আমাদের জানাবে। শুভেচ্ছা রইল। ইমনকে
আমাদের প্রীতি ভালোবাসা জানাবে। খোদা হাফেজ।

আশীর্বাদক

তোমাদের আবরণ

১২.১০.১৯৭১

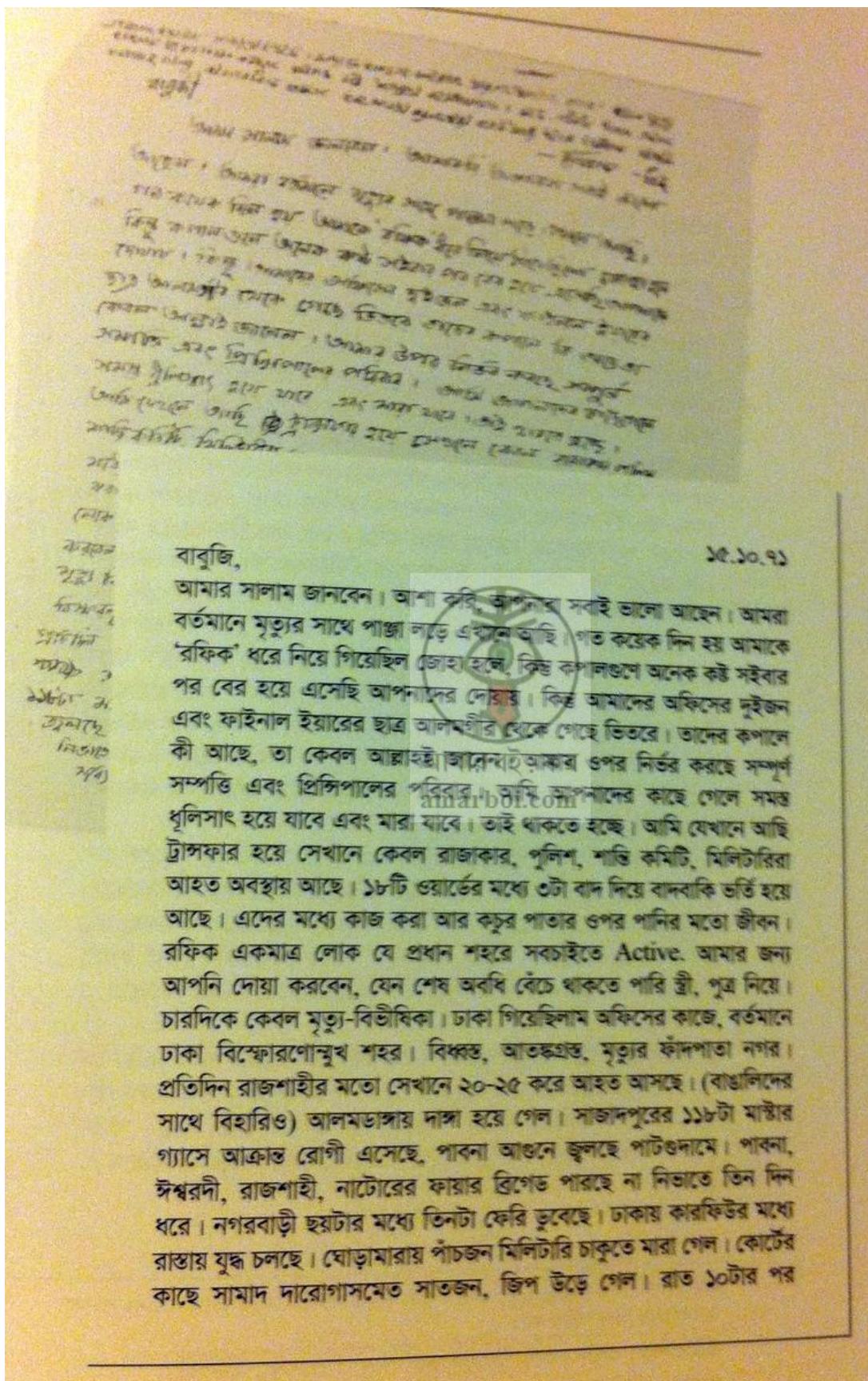


আমার বই . কম
amarboi.com

চিঠি লেখক : মেজর ডা. মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন।

চিঠি প্রাপক : মেরিনা ইসলাম ও মুক্তিযোদ্ধা মুজহারুল ইসলাম। মেরিনা ইসলাম ডা.
হোসেনের কন্যা। ডা. হোসেন তাঁর কন্যা মেরিনাকে 'খালা' বলে সমৌন্দর করতেন।

চিঠি পাঠিয়েছেন : মেরিনা ইসলাম।



অংশোধিত কারফিউ। হাড়পুর খোলাবনা অর্ধাং কোর্ট হতে প্রেমতলী পর্যন্ত আগনে পুড়ল। হাসপাতালে ১৪১ জন আহত, ২০০ জন মৃত। গওহাটা নদীর গুপার হতে ১৫ জন আহত এসেছে, হাসপাতালে স্থান নাই, মেডিসিন নাই। কেরোসিন, লবণ আকাশছোয়া দাম। গজরার কাছে বাবলাবনে, ফায়ার সার্ভিসের ছাদে, জোহা হলে, বড়কুঠিতে বিমানবন্ধনী কামান, প্রতিদিন মেয়েদের আর্টনাদ জেলখানার ভিতর। ৩০০ মেয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কুলের আছে সেখানে। বর্তমানে মেয়েরা ধারালো ত্রেত রাখছে কাছে এবং চরম সময় ব্যবহার করছে পত্র ওপর। শহরের বিভিন্ন হানে ২৫ জন শেষ হবার পর পত্রো এখন বন্ধ করেছে। শয়তানগুলো কেবল রাতে চার-পাঁচ জিপ ট্রাকে ৪০-৫০ মাইল বেগে পেট্রোল দিচ্ছে। ধরপাকড়, জোহা হলের বন্দীদের জবাই চলছে প্রতিদিন। হেনার বাড়ির পুরুষমানুষদের নিয়ে গেছে। আফ্রোজ এখন নরোজের পরিবারসমেত মারবার তালে আছে। এক এক দিন বহুদূরে মর্টার মেশিনগানের শব্দ শোনা যায়। বীভৎস মৃত্যু-বিভীষিকার শহর। রাজাকারনের মধ্যে আল-বদর বর্তমানে Active খুব। তারাবির নামাজের ওপর গুলি ২৫ শে রমজান আট রাকাতের সেজদায় মানিকচক ও নবীনগর, ১২ রাকাতের সময় জামালকলি, পারলিয়া মসজিদে। রহনপুরে ইফতার করার জন্য বসে থাকা মুসলিমদের ওপর গুলি চলেছে। মোমতাজ আসী বাদে ১৮ জন শহীদ হয়েছেন। ঈদের দিন পাড়ার মসজিদে নামাজ হয়েছে। ঈদগাহের নামাজিরা পালিয়ে এসেছে মিলিটারি যেৱাও হবার আগে। নওগাঁয় নামাজ হয়নি। ঢাকা-রাজশাহী বিছিন্ন। শরদহ হতে ২২ জন (তার মধ্যে মারা গেল নয়জন) মিলিটারি এসেছে।

আমার বই কম
amarpahar.com

আমরা বর্তমানে মৃত্যুর খুব কাছাকাছ। এত কাছে যে আমরা মৃত্যুকে যেন দেখতে পাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। শীতে কষ্ট পাচ্ছি, একটা সোয়েটার যেকোনো দামেরই হোক (একটু ভালো) নীল অথবা সবুজ রঙের পাঠিয়ে দিবেন, আর মোজা জোড়া পাঠাবেন। বাবুজি, এই চিঠি ডাঙকে দেখাবেন। দোয়া করতে বলবেন। মনে করেন আমি জগলুর মতো হয়েছি অথবা রমজানের মতো।

রাজ ইলু-আকবাসী, তোরা আল্লার কাছে কাঁদ। যেন বেঁচে থাকি দোয়া কর সজল ও লুৎফাকে নিয়ে ইজতের সাথে সমস্ত জুলুম হতে। খালাম্বাকে দেখিস, তিনি হয়তো সইতে পারবেন না আমার চিঠি পড়ে। বাবন, ফয়েজ, ফরিদ থাকল বংশের প্রদীপ। ওদের দেখিস। বড়দের সালাম। বাবলু

চিঠি লেখক : শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বাবলু। পুরো নাম ফেরদৌস দৌলা বাবলু। ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি শহীদ হন।

চিঠি প্রাপক : বাবুজি (বাবা), ফিরোজ দৌলা খান। মালোপাড়া, রাজশাহী।
সঞ্চালক : আমিনুল আকরাম

আৰা ও চাচা খাসি-চাল-টাকা দিয়ে সেদিনের মতো বিদায় দিলেন। তাৰ
পৰ থেকেই দুই-চার দিন অস্তৱ টাকা-পয়সা, চাল-ডাল নিয়ে যায়। তখন
মেজো ভাই দাকতে না পেৱে, আমাকে বলল, ফজলুর রহমান, তুই
রাজাকাৰে যোগদান কৰ, না হলে আৱ জান বাঁচবে না। তখন আমি
বললাম এখন রাজাকাৰে যোগদান কৰলে তাৰা আমাদেৱকে আৱও সন্দেহ
কৰবে। আমাদেৱ ওপৰ আৱও জুলুম শুৱ হবে। ভাগ্য যা আছে তা-ই
হবে, আমি যোগদান কৰলাম না। আল্লাহৰ ওপৰ ভৱসা কৰে দিন কাটাতে
লাগলাম। তাৰপৰ বড় বাগানেৱ সমস্ত বাবলার গাছ কেটে তাৰা মুরিচা
বানাতে শুৱ কৰল। আপনি তো জানেন প্ৰায় ১০০ গাছ ছিল। কিছুই
বলতে পাৰিনি। এবং সে বাগানেই আমাদেৱ ইটেৱ ভাটা ছিল, সে ভাটাৰ
ইটে মুরিচা কৰেছে। বাদৰাকি ইট লুটপাট কৰে বিক্ৰি কৰে দিয়েছে, এখন
পৰ্যন্ত কিছুই বলার সাহস পাইনি। এইভাৱে তাদেৱ মন জোগাই আৱ দিন
যায়। তাৰপৰ অস্তোৱৰ মাস হতে তাৰা গ্ৰামেৱ প্ৰায় ১০ জন নিৰীহ
লোককে ধৰে নিয়ে গিয়ে রহনপুৰে পাঞ্জাবিদেৱ ক্যাষে বন্দী কৰে রাখে।
তিন দিন পৰ পাঞ্জাবিদাৱ রাত্ৰিবেলায় চোখ বেঁধে শুলি কৰে নদীতে ভাসিয়ে
দেয়। তাৰ দু-তিন দিন পৰ পাঞ্জাবিদাৱ গোমত্তাপুৰে সমস্ত হিন্দুদেৱ ধৰে
নিয়ে নদীৰ ধাৰে প্ৰকাশ্যে শুলি কৰে হত্যা কৰে। তাৰপৰ রাজাকাৰ
পাঞ্জাবিদাৱ যৌথ বাহিনী বড় জামবাড়িয়া ছেট জামবাড়িয়ায় হাজাৰ হাজাৰ
বাড়িঘৰ লুটপাট কৰে। এবং নিৰীহ মানুষ হত্যা কৰে। তাৰ কিছুদিন পৰ
পাঞ্জাবিদাৱ কাসিয়াবাড়ী বোয়ালিয়া অপাৰেশন কৰে। সেখানে তাৰা এমন
গণহত্যা চালায় যে নদী দিয়ে শত শত লাশ আমৰা ভেসে যেতে দেখেছি।
আৱ কী লিখৰ, এই কৱল কাহিনী কিম্বা শ্ৰেণী কৰা যাবে না। আপনি
আমাদেৱ জন্য দোয়া কৰেন, যেন আমৰা আল্লাহৰ রহমতে কোনোৱকমে
জানে বাঁচতে পাৰি। আমাদেৱ মনে প্ৰবল আশা যে শীঘ্ৰই (...) হবে।
আপনাকে আল্লাহৰ হাতে সঁপে দিয়েছি। মৰলে শহীদ, বাঁচলে গাজি হয়ে
ফিরে আসবেন। এই দোয়া রাখি। ত্ৰিতি মার্জনীয়।

ইতি

আপনাৰ ছোট ভাই

ফজলুর রহমান

চিঠি লেখক : ফজলুর রহমান, গ্রাম : হাউসনগৰ, পো : চৌড়ালা, জেলা :
রাজশাহী। মুক্তিযোদ্ধা আবদুৱ রাজাকাৰে ছোট ভাই।

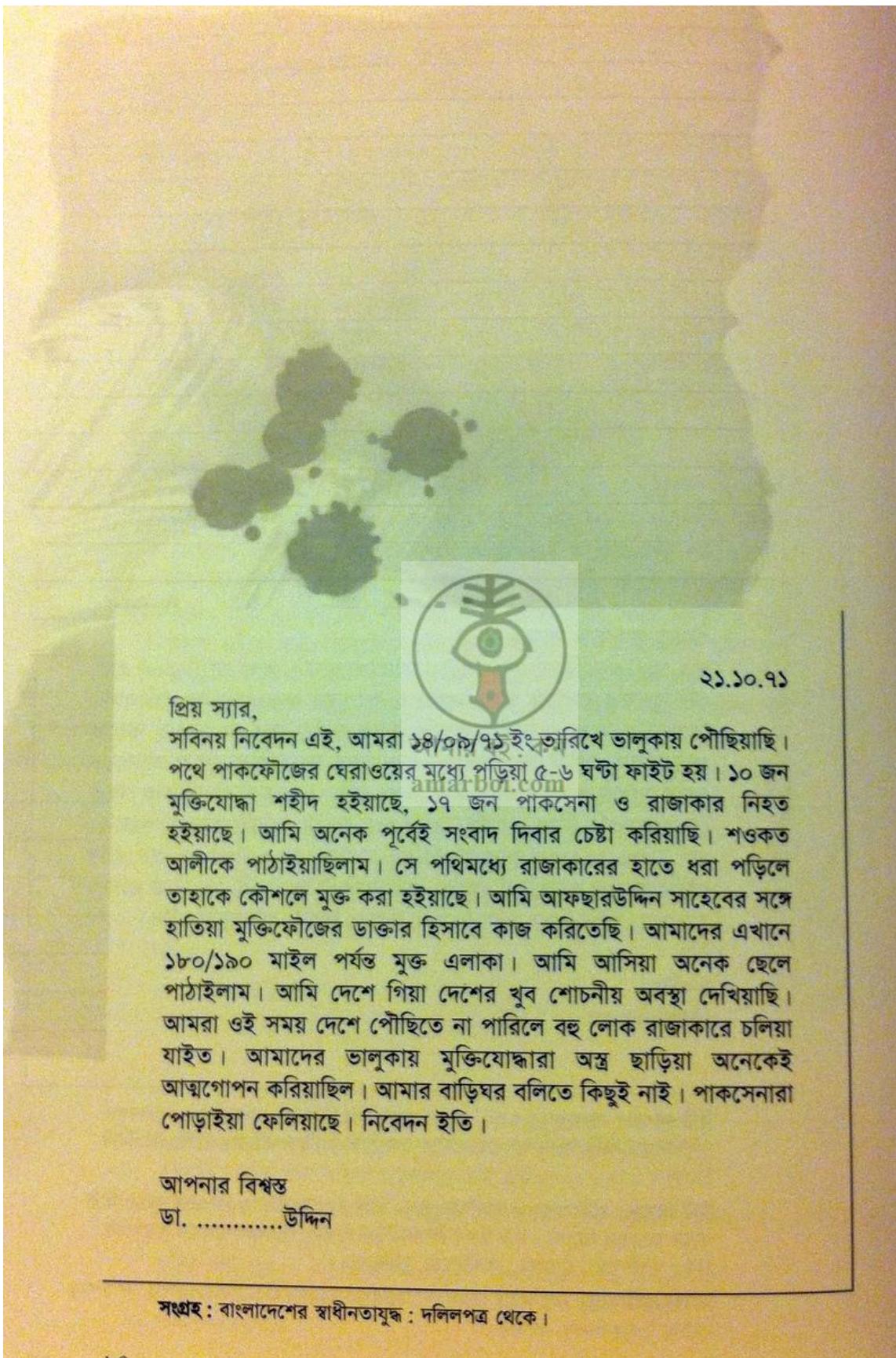
চিঠি প্ৰাপক : মুক্তিযোদ্ধা আবদুৱ রাজাক। তিনি তখন ৭ নম্বৰ সেন্ট্ৰেৱ অধীন
ভেলাহাট এলাকায় যুদ্ধৱত ছিলেন।

চিঠি পাঠিয়েছেন : এবিএম কাইসাৱ রেজা, সহকাৰী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ,
কুমাৰখালী ডিপ্রিকলেজ, কুমাৰখালী, কুষ্টিয়া। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আবদুৱ
ৱাজাকাৰে ছিলে।

চিঠি লেখক : প্রফুল্লকুমার গুপ্ত। ১৯৭১ সালে তাঁর ঠিকানা : গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। তিনি তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত যুগ্মতর পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন।

চিঠি প্রাপক : মুভিয়োদ্ধা এ গাফফার খান। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ লেকার মুক্তিবাহিনী
দলের কমান্ডার ছিলেন। তাঁর তখন ঠিকানা ছিল প্রয়ত্নে: শ্রী আনন্দমোহিন মজুমদার,
গাম : কাজীপাড়া ডাকঘর: কাজীপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

চিঠি পাঠিয়েছেন: প্রাপকের ছেলে মো. রাকিবুর রহমান খান, উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
নাটোর সুগার মিলস, নাটোর।



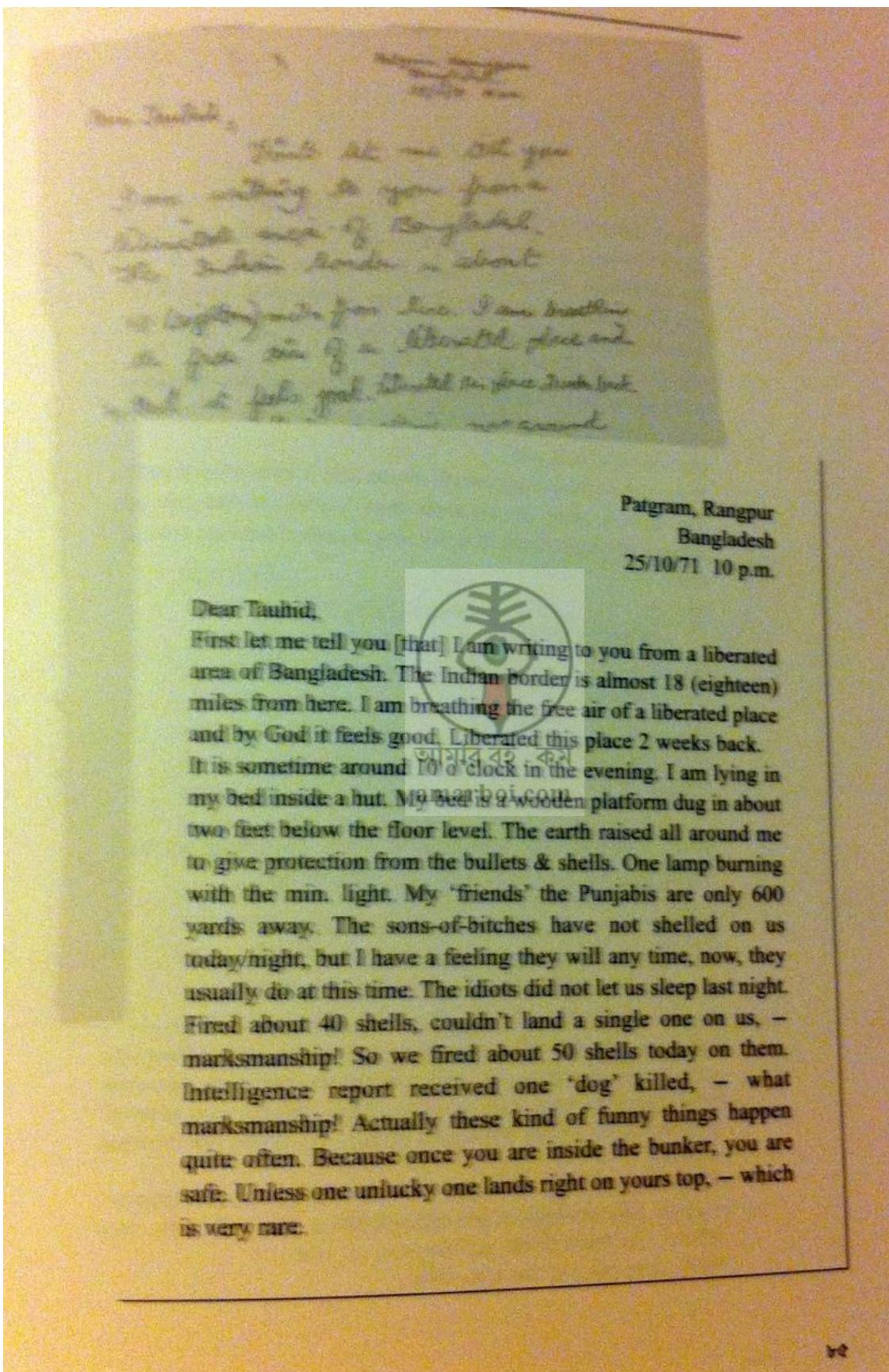
প্রিয় স্যার,

সবিনয় নিবেদন এই, আমরা ১৪/০৯/৭১ ইংত্রিরিখে ভালুকায় পৌছিয়াছি।
পথে পাকফৌজের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়িয়া ৫-৬ ঘটা ফাইট হয়। ১০ জন
মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হইয়াছে, ১৭ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত
হইয়াছে। আমি অনেক পূর্বেই সংবাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। শওকত
আলীকে পাঠাইয়াছিলাম। সে পথিমধ্যে রাজাকারের হাতে ধরা পড়লে
তাহাকে কৌশলে মৃত্যু করা হইয়াছে। আমি আফছারউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে
হাতিয়া মুক্তিফৌজের ডাঙ্গার হিসাবে কাজ করিতেছি। আমাদের এখানে
১৮০/১৯০ মাইল পর্যন্ত মুক্ত এলাকা। আমি আসিয়া অনেক ছেলে
পাঠাইলাম। আমি দেশে গিয়া দেশের খুব শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছি।
আমরা ওই সময় দেশে পৌছিতে না পারিলে বহু লোক রাজাকারে চলিয়া
যাইত। আমাদের ভালুকায় মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র ছাড়িয়া অনেকেই
আত্মগোপন করিয়াছিল। আমার বাড়িঘর বলিতে কিছুই নাই। পাকসেনারা
পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। নিবেদন ইতি।

আপনার বিশ্বস্ত

ডা. উদ্দিন

সংগ্রহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র থেকে।



I am writing to you because after a long time I remembered the good old days. I remembered my friends, my family and above all my Dacca. You know Tauhid, these days I don't even get much time to think about the old times. I really don't know when I shall get my next chance to write to you. The place I wrote to you last is about 150 miles from here.

How's London? Must be very big and glamorous. If I can dodge their bullets and stay alive I'll see you there. Fix a nice little place for me, will you?

Have you written to my home? Please take a little more trouble. Ask them to write to you about there welfare so that you can write to me about them. It is six long months I have no news of them.

My ad--

LT. Ashfaqus SAMAD
Hq. Sector-6
C/o Postmaster
PO. CHANGRABANDHA
D.T. COOCHBIHAR
INDIA



আমার বই, কম

How's Rukhsana and everybody at home. Give them my best.
Please give my best to Najmul also. Answer fast.

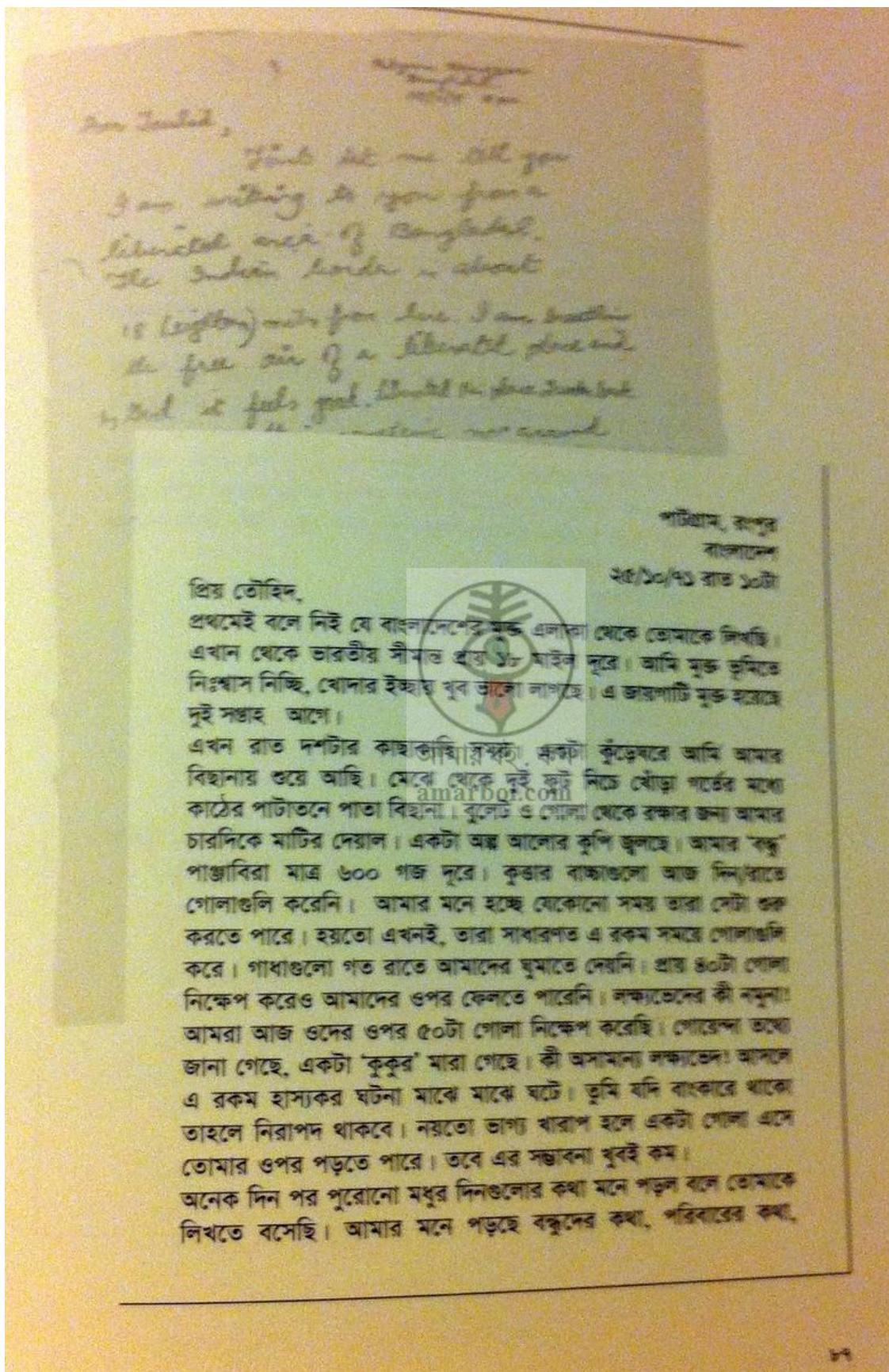
Love

Ashfi

চিঠি লেখক : মুজিয়োজ্জা শহীদ আশফাকুস সামাদ বীর উত্তম; পুরো নাম আবু ইসলাম আশফাকুস সামাদ; তার বাবার নাম আজিজুস সামাদ; মার নাম সাদেকা সামাদ। আশফাকুস সামাদ ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বর কৃতিযাম জেলার তুরঙ্গামীরী উপজেলার রায়গঞ্জ এলাকার জয়মনিরহাটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ ঘূঁজে শহীদ হন।

চিঠি প্রাপক : তৌহিদ; পুরো নাম তৌহিদ সামাদ; তিনি বর্তমানে বাবসাহী। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জেনারেল ইস্যুরেল কোম্পানি লিমিটেড ও সাভার টেকনোইল মিলস লিমিটেড। তার বর্তমান ঠিকানা : ৪২ মিলকুশা বা. এ., ঢাকা।

সংবেদ : মেজর (অব.) কামরুল হাসান ঝূঁইয়া।



সর্বোপরি আমার ঢাকা শহরের কথা ।

তুমি জানো তৌহিদ এই দিনগুলোতে পুরোনো দিনের কথা ভাবার মতো
সময় পাইনি । সত্য সত্য জানি না, আবার কখন তোমাকে সেখার সুযোগ
পাব । শেষ যেখান থেকে তোমাকে লিখেছি সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব
১৫০ মাইল ।

লভন কেমন? খুব বড় আর জমকালো নিশ্চয়ই । ওদের বুলেট এড়িয়ে যদি
বাঁচতে পারি তাহলে তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা করব । আমার জন্য একটা
সুন্দর ছোট জায়গা ঠিক কোরো । করবে?

তুমি কি আমার বাড়িতে চিঠি লিখেছিলে? আরেকটু কষ্ট করো । তাদের
বলো, তারা যেন তোমাকে চিঠি লিখে তাদের কুশল জানায় যাতে তুমি
আবার সেটা আমাকে জানাতে পার । ছয় মাস চলে গেল, আমি তাদের
কোনো খবর পাই না ।

আমার ঠিকানা

লেফট্যান্ট আশফাক সামাদ
হেডকোয়ার্টার সেক্টর ৬

প্রয়ঞ্চে: পোস্টমাস্টার

চ্যাংড়াবান্ধা

জেলা: কুচবিহার

ভারত



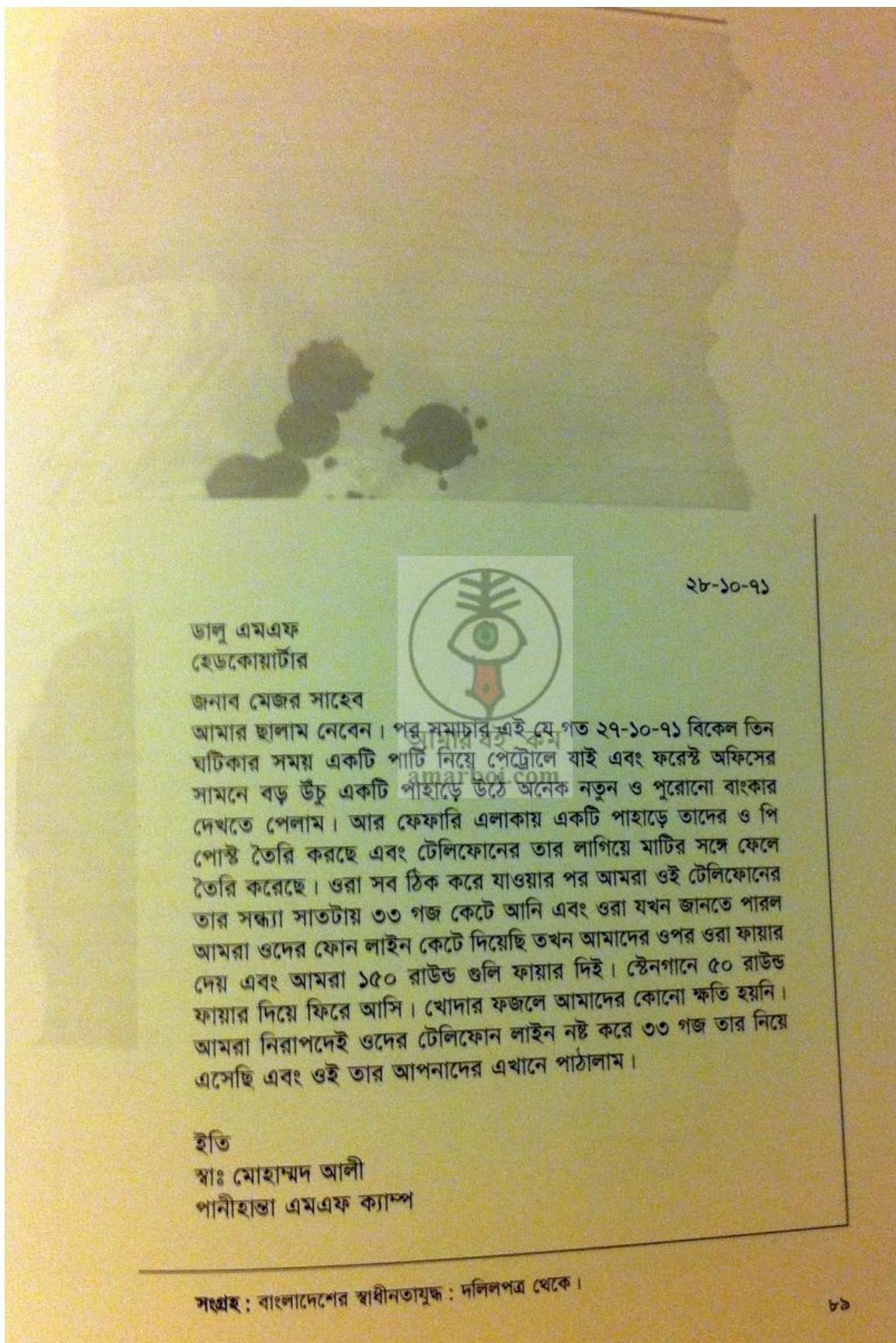
আমার বই . কম
amarboi.com

বাসায় রঞ্চসানা ও আর সবাই কেমন আছে? তাদের আমার শুভেচ্ছা
জানিয়ো । নাজমুলকেও আমার শুভেচ্ছা দিয়ো । দ্রুত উত্তর দিয়ো ।

ভালোবাসা

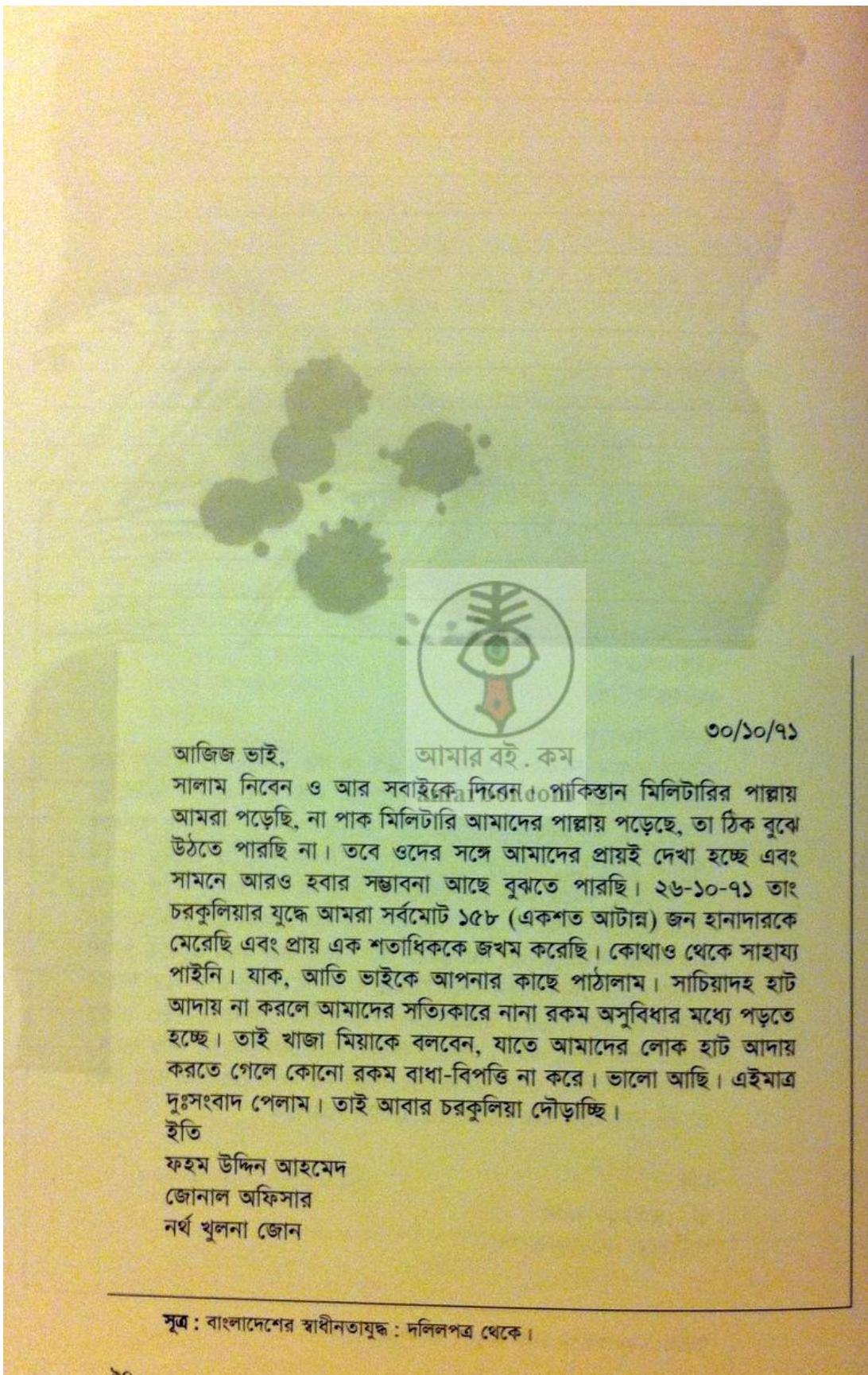
আসফি

*পূর্ববর্তী ইংরেজি চিঠির অনুবাদ



ইতি
মোহাম্মদ আলী
পানীহান্তা এমএফ ক্যাম্প

সংগ্রহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুক্ত : দলিলপত্র থেকে।





০১.১১.১৯৭১

প্রিয় ছোট ভাই,

আমার স্নেহ নিয়ো। তোমার চিঠি পেয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হলাম। তোমার যে তিনি বোনের কথা লিখেছে, ওদের নাম পাঠাও। বিশ্বসংযোগকরণের একমাত্র শান্তি মৃত্যু। ডাঙ্কার এবং সিরাজ সম্পর্কে আমাদের এই অভিমত। তবে যদি সভ্য হয় ওদের যেভাবে পার আমাদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো। না পারলে সিদ্ধান্ত তোমরাই নেবে।

আগে যে নির্দেশাদি দিয়েছি, তা ঠিকমতো পালন করছ না। সকল নির্দেশ ভালো রকম বুঝে পালন করতে চেষ্টা করবে।

তোমাদের জন্য ডিম এবং মুরগি সত্ত্বর পাঠাবার ব্যবস্থা করব। সময় কিছু লাগবে। যেসব ব্যাপার জানতে চেয়েছি, তা সত্ত্বর জানাবে। তোমার সাংসারিক খরচের জন্য ১০০ (একশত) টাকা পাঠালাম। আহারের সংস্থান অবশ্যই স্থানীয়ভাবে করতে হবে। নখলার বড় বোন দুজনকে যোগাযোগ করতে বোলো। ওরা নীরব কেন?

আমরা ভালো আছি। তোমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি

বড় ভাই

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুক্ত : দলিলপত্র।

১১

২০-১১-৭১

সেন্যা, সালাম নিবেন। আমরা জেলে আছি, জানি না
কোথা ছুটব। ওখ কানে না। একজন প্রেরণ আবা-
হাত প্রেরণ করেছে। দোয়া করবেন। এমনকৈ আ-
বাহাত প্রেরণ করেছে। দোয়া করবেন। এমনকৈ
প্রেরণ আবাহাত করেছে। দোয়া করবেন।
কামাল-



০১-১১-৭১

আম্বা,
সালাম নিবেন। আমরা জেলে আছি। জানি না কবে ছুটব। ভয় করবেন
না। আমাদের ওপর তারা অকথ্য অত্যাচার করেছে। দোয়া করবেন।
আমাদের জেলে অনেক দিন থাকতে হবে। সুদ মোবারক।
কামাল

চিঠি লেখক: কামাল। পুরো নাম মোস্তফা আনোয়ার কামাল।

চিঠি প্রাপক: মা আনোয়ারা বেগম। স্বামী: মো. শির মিয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলে
কামাল এবং তাঁর পিতা ২১.১১.১৯৭১ তারিখে শহীদ হন।

চিঠি পাঠিয়েছেন: ডা. মুনিয়া ইসলাম চৌধুরী, ৩৬ চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা।

৯২

ত্রিপুরা, ভারত
০২/১১/৭১ ইং

শ্রদ্ধেয় আকবা,

আস্মালামু আলাইকুম। আশা করি আগ্রহ তায়ালার অসীম রহমতে
ভালো আছেন। আপনাদের দোষার আমিও ভালো আছি। পর সমাচার এই
যে, গত ৫ই জুন মুক্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য বাঢ়ি হতে ভারতের
উদ্দেশে রওয়ানা হলে আলগী বাজারে এসে বড় ভাইয়ের কানাকাটির ফলে
বাঢ়ি চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু দেশ ও বাঙালির এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তে
ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের জয়ন্তম অত্যাচার আমরা চোখ মেলে
সহ্য করতে পারি না। আপনি তো জানেন শেখ মুজিবুর রহমান একজন
মহান নেতা। সারা বাংলার জনগণ তাকে ভোট দিয়েছে, আপনিও তাকে
বাংলার যোগ্য ও সাহসী নেতা হিসেবে ভোট দিয়েছেন। দেশের স্বার্থে তিনি
যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তার ভাকে আমরা যদি পিছপা হয়ে
যাই, তবে কোনো দিনই দেশের মুক্তি আসবে না। তাই দেশের স্বার্থে
প্রতিটি যুবক-কিশোরকে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানিদের
মোকাবেলা করা দরকার মনে করে বাঢ়ি থেকে চলে এসেছি—। আকবা,
আপনাকে না জানিয়ে বাঢ়ি থেকে চলে এসেছি, সেই জন্য আমাকে মাফ
করে দিবেন। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, আপনি একসাথে মা ও বাবার
দায়িত্ব পালন করেছেন। নানা ধরনের আবদার ও অনেক দুষ্টমিতে আপনি
রাগান্বিত হয়েছেন, আবার মেহভরে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়েছেন।
যদি দেশ স্বাধীন হয় তবে বীরদর্পে আপনার নিকট আবার ফিরে আসব।
আর যদি কোনো যুদ্ধে শহীদ হই তবে আমাকে মাফ করে দিবেন। বড়
ভাইকে বোঝাবেন, যাতে আমার জন্য কোনো চিন্তা না করে। হয়তো বা
বোনেরাও ছোট ভাই হিসেবে অনেক কানাকাটি করে—তাদেরকেও সামনা

দিবেন। আসার সময় মুত্তি ভাইকে বলে এসেছি। আমার কাছে ১৬ টাকা ছিল, মুত্তি ভাই আসার সময় আমাকে ২০ টাকা দিয়ে বলেছে, তুই যা আমিও আসছি। জানি না মুত্তি ভাই কোথায় আছে, কী করছে। ইন্ডিয়া এসে দেশের অনেকের সাথে দেখা হয়েছে। আমার গ্রামের আঙ্গুর উদ্দিন ভুইয়া এমএলএ একটি ক্যাম্পের দায়িত্বে আছে। তার সাথে ১ সপ্তাহ ছিলাম। ২১ দিন অন্তর ট্রেনিং শেষ করার পর বর্তমানে তাড়াইল-এর এক ক্যাপ্টেন আ. মতিন সাহেবের ক্যাম্পে আছি। ক্যাম্পের নাম ই কোম্পানি, ৩ নং প্লাটুন, ৩ নং সেক্টর। ক্যাম্পটি আগরতলার কাছে মনতলায় অবস্থিত। বাড়ি থেকে আসার সময় ও ট্রেনিং সেন্টারে অনেক কষ্টই হয়েছে। বর্তমানে খাওয়াদাওয়া সবকিছুই ভালো। প্রতি মাসে কিছু বেতনও পাচ্ছি। প্রায়ই বর্ডারে ডিউটি করতে হয়। গত ২৮ তারিখে সিলেটের মনতলার কমলপুরে একটি অপারেশনে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের জয় হয়েছে। আমাদের এখানে রায়পুরার ১৪ জন আছি। আমাদের গ্রামের জহির, আ. হাই ও আবদুল্লা আমার সাথে আছে। এলাকার অনেকেই ট্রেনিং শেষে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদেরকে ছাড়ছেন না। তিনি বলেন, আমরা দেশ স্বাধীন করতে এসেছি। দেশ স্বাধীন করে আমরা একসাথে দেশে যাব। জানি না কবে দেশ স্বাধীন হবে, কবে দেশে আসতে পারব। সময় কম। ব্যারাক ডিউটির সময় হয়েছে। ডিউটিতে চলে যাব। পরে সুযোগ পেলে সব কিছু জানাব।

আমার জন্য সবাইকে দোয়া করতে বলবেন। আমাই আপনাদের সকলের মঙ্গল করুক।

ইতি—

আপনার মেহের পুত্র—

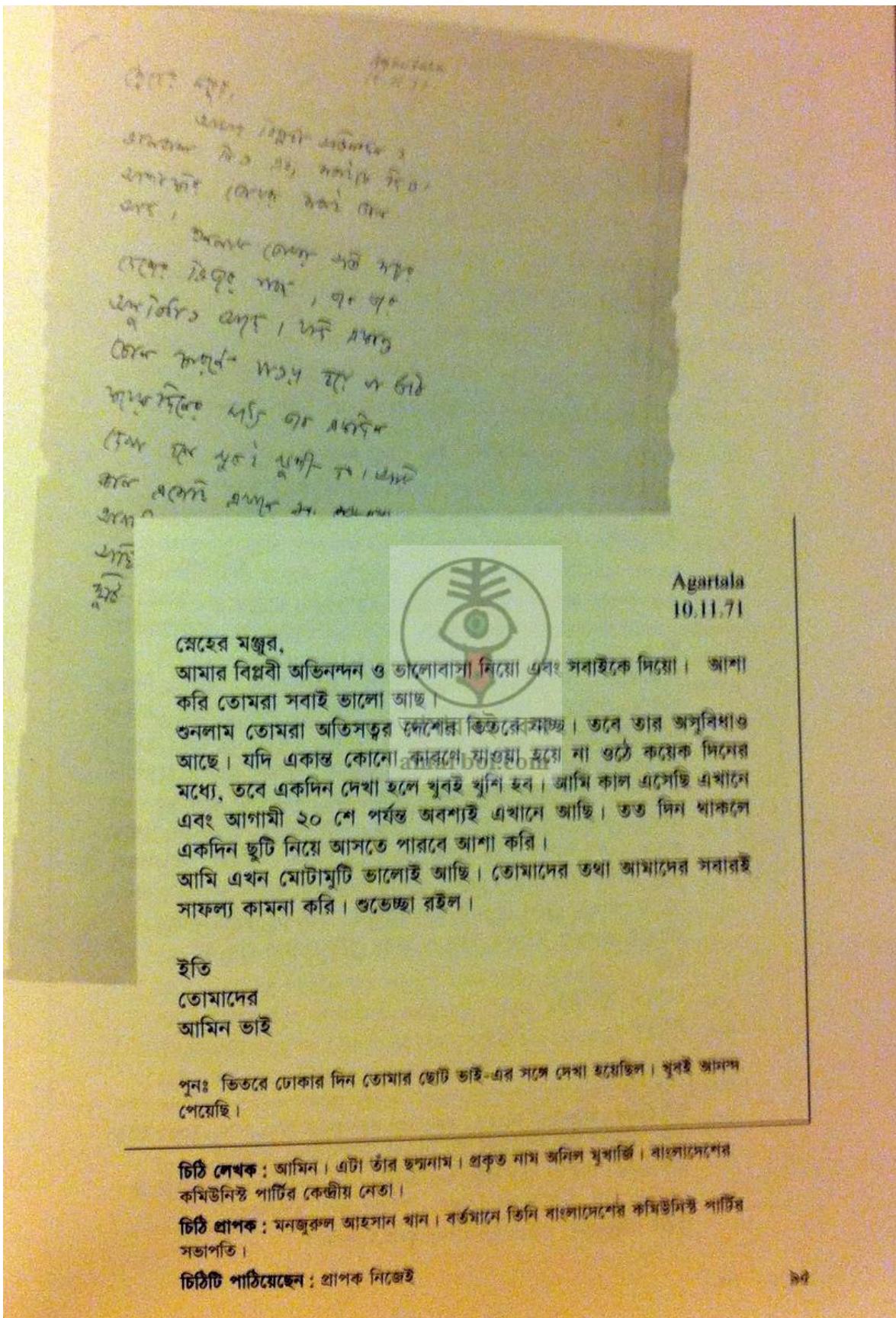
নজরুল ইসলাম (নয়াব মিয়া)

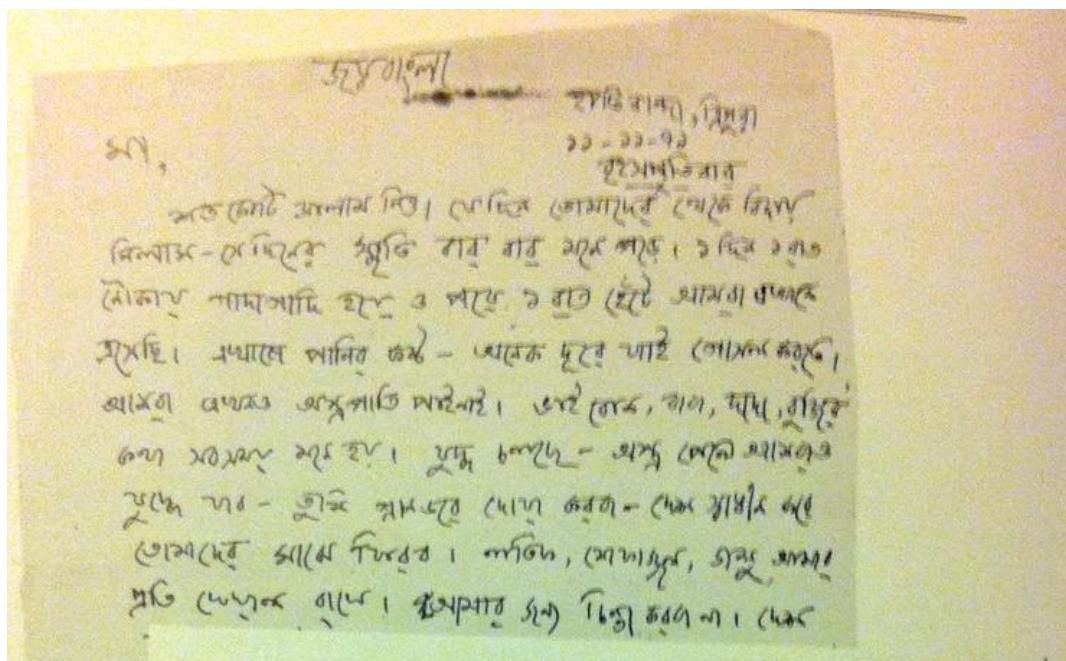
amarboi.com

চিঠি লিখেছেন : মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম (নয়াব মিয়া)।

চিঠি প্রাপক : বাবা আলাউদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া)।

চিঠি পাঠিয়েছেন : লেখক নিজেই। বর্তমান ঠিকানা : প্রাম ও ডাক : রামনগর (মতিনগর), উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংড়ী।





জয় বাংলা



হতি বাক্ষা, ত্রিপুরা

১১-১১-৭১

বৃহস্পতিবার

মা,

শতকোটি সালাম নিয়ো। ঘৰ্মেন তোমাদের থেকে বিদায়
নিলাম—সেদিনের শুভি বারবার। আরে কৈড়েক ন দিন ১ রাত মৌকায়
গাদাগাদি হয়ে ও পরে ১ রাত হেঁটে আমৰা এখানে এসেছি। এখানে
পানির কষ্ট—অনেক দূরে যাই গোসল করতে। আমরা এখনও অঙ্গুপাতি
পাই নাই। ভাইবোন, বাবা, দাদা, বুজির কথা সব সময় মনে হয়। যুক্ত
চলছে—অস্ত পেলে আমরাও যুক্ত যাব—তুমি প্রাণভরে দোয়া
করবে—দেশ স্বাধীন করে তোমাদের মাবো ফিরব। লতিফ, মোফাজ্জল,
ডালু আমার প্রতি খেয়াল রাখে। আমার জন্য চিন্তা করবে না। দেশ স্বাধীন
করেই তোমার হেলে তোমার বুকে ফিরবে। তুমি শুধু দোয়া করবে।
কাশেম, জায়েদা, হাশেম, মাসু ও আবুর প্রতি খেয়াল রাখবে।

ইতি

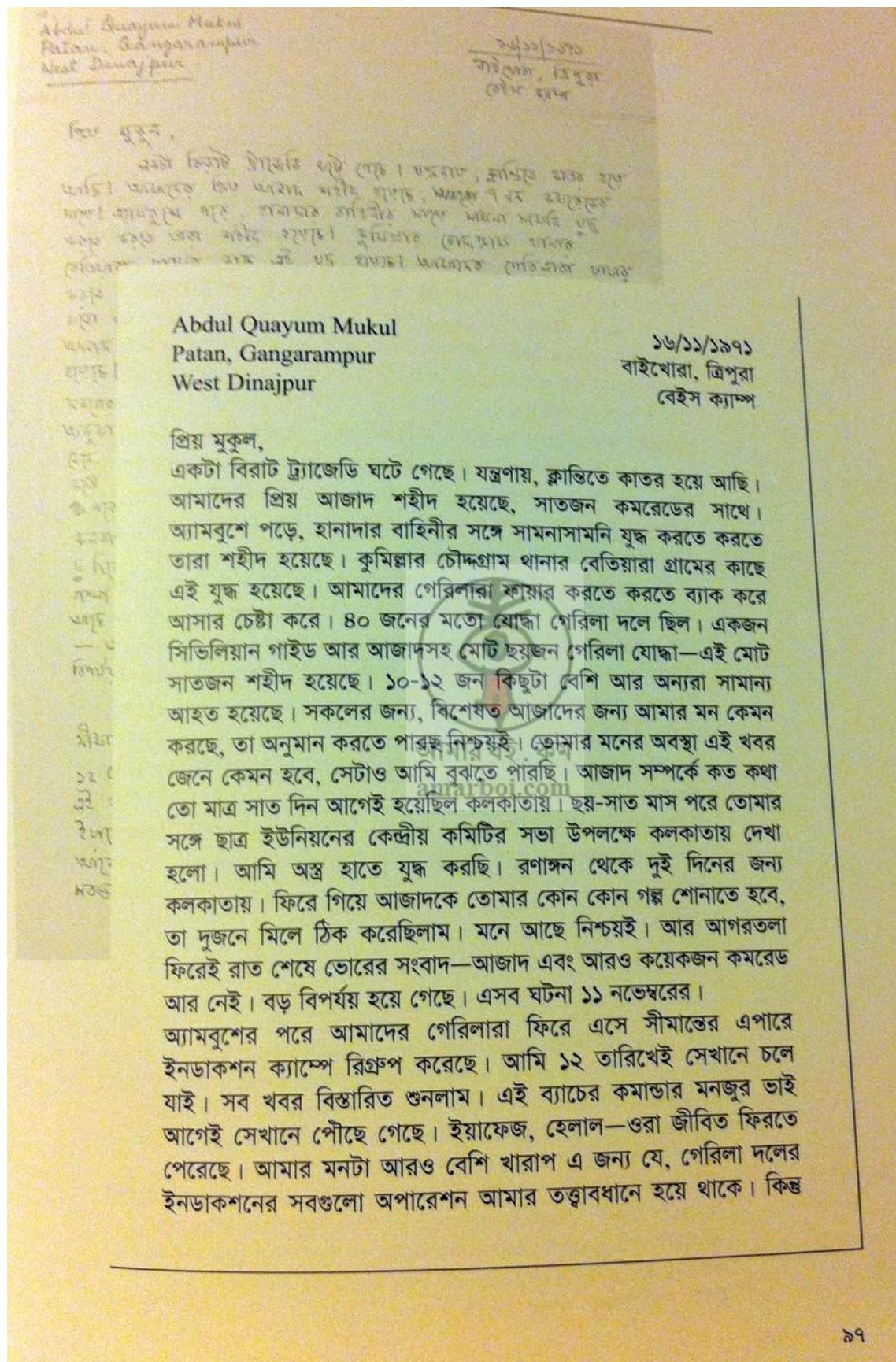
তোমার আদরের

জয়নাল

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল। প্রকৃত নাম জয়নাল আবেদীন। পিতা : মরহুম ইউনুস
মিয়া। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক।

চিঠি প্রাপক : তাঁর মা; পুরো নাম : সবর বানু। প্রয়োজন : বিন্দু ফকির, ফকিরবাড়ী, গ্রাম :
বেজগাঁও, ডাক : শ্রীনগর, জেলা : ঢাকা। বর্তমান জেলা : মুসিগঞ্জ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : পত্র লেখকের কন্যা বুশরা আবেদীন।



এবার মাত্র দুই দিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছি, যাতায়াত মিলে মাত্র চার দিনের জন্য বেইস ক্যাম্পের বাইরে আছি। আমাকে বাদ দিয়েই ইন্ডাকশনের ব্যবস্থা করে ফেলল! সামনের কয়েকজনের হাতে loaded arms ছিল। অথচ পেছনে বেশির ভাগের arms-amunition-ই প্যাক করা। আধা গেরিলা কায়দা আধা ফন্টাল combat-এর কায়দা। সমস্যা হয়েছে তাতেই। তার পরেও যুদ্ধ করে, fire back করতে করতে প্রায় গোটা দলই সফলভাবে retreat করতে সক্ষম হয়েছে। পাক আর্মি সিআইডি রোডে ভারী সমরায়ান নিয়ে এসে আয়মুশ করেছিল। হেভি মেশিনগান দিয়ে ফায়ার করে নির্বিচারে। এর মধ্যেও বেশির ভাগ জীবিত ফিরে আসতে পেরেছে।

গেরিলা কমরেডরা এক-দুই দিন বিমর্শ ছিল। ত্তীয় দিনে খুবই high moral ফিরে এসেছে। মনজুর ভাই বড়তা করেছে। খুব সাহায্য হয়েছে তাতে। আমি কথা বলছি। পাশে কমান্ডারদের পেয়ে ওদের মনোবল চাঙ্গ হয়েছে। নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ড্রিল করা শুরু হয়েছে। এবার যেন বিপর্যয় না হয়।

একটা enquiry committee করা হয়েছে। আমি তার সদস্য। পরশু আবার যাব এলাকায়। তৈরব টিলা নামের পোষ্ট থেকে এলাকাটা দেখা যায়। দুজনকে ছদ্মবেশে দেশের ভেতরে, বেতিয়ারা ও আশপাশের গ্রামে সরেজমিনে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছে। আগামী পরশু তারা ফিরবে। ওরা খবরে জেনেছে যে, বেতিয়ারার পথের পাশে পাঁচ-ছয়জনকে কবর দেওয়া হয়েছে।

অনেক খবর লিখলাম। লিখে শান্তিপেলাম কিছুটা। চিঠিটা গোপন রাখবে।

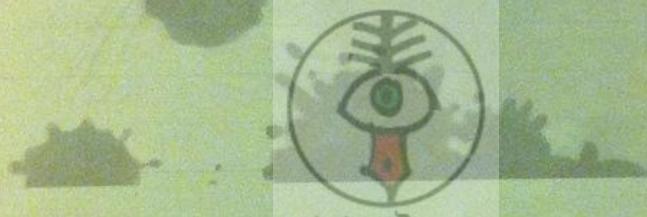
আমি শিগগিরই ভেতরে যাব হয়তো। দেশ স্বাধীন হবেই। আমাদের সাধনা, জনতার জীবনপণ প্রচেষ্টা সফল হবেই। লাল সালাম।
ইতি

সেলিম

amarboi.com

চিঠি প্রেরক : মুক্তিযোদ্ধা সেলিম, পুরো নাম মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। ১৯৭১ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে গঠিত বিশেষ গেরিলা বাহিনীর একজন কমান্ডার এবং অপারেশন প্লানিং কমিটির (OPC) সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

চিঠি প্রাপক : মুকুল, তাঁর পুরো নাম আব্দুল কাইয়ুম মুকুল। ১৯৭১ সালে ছাত্র ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের পাটনে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের জন্য যে ইয়ুথ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়, সেই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে তিনি প্রথম আলেক্স যুথ সম্পাদক।
চিঠিটি পাঠিয়েছেন : আব্দুল কাইয়ুম।



আমাৰ বই . কম
amarboi.com

১৭-১১-৭১

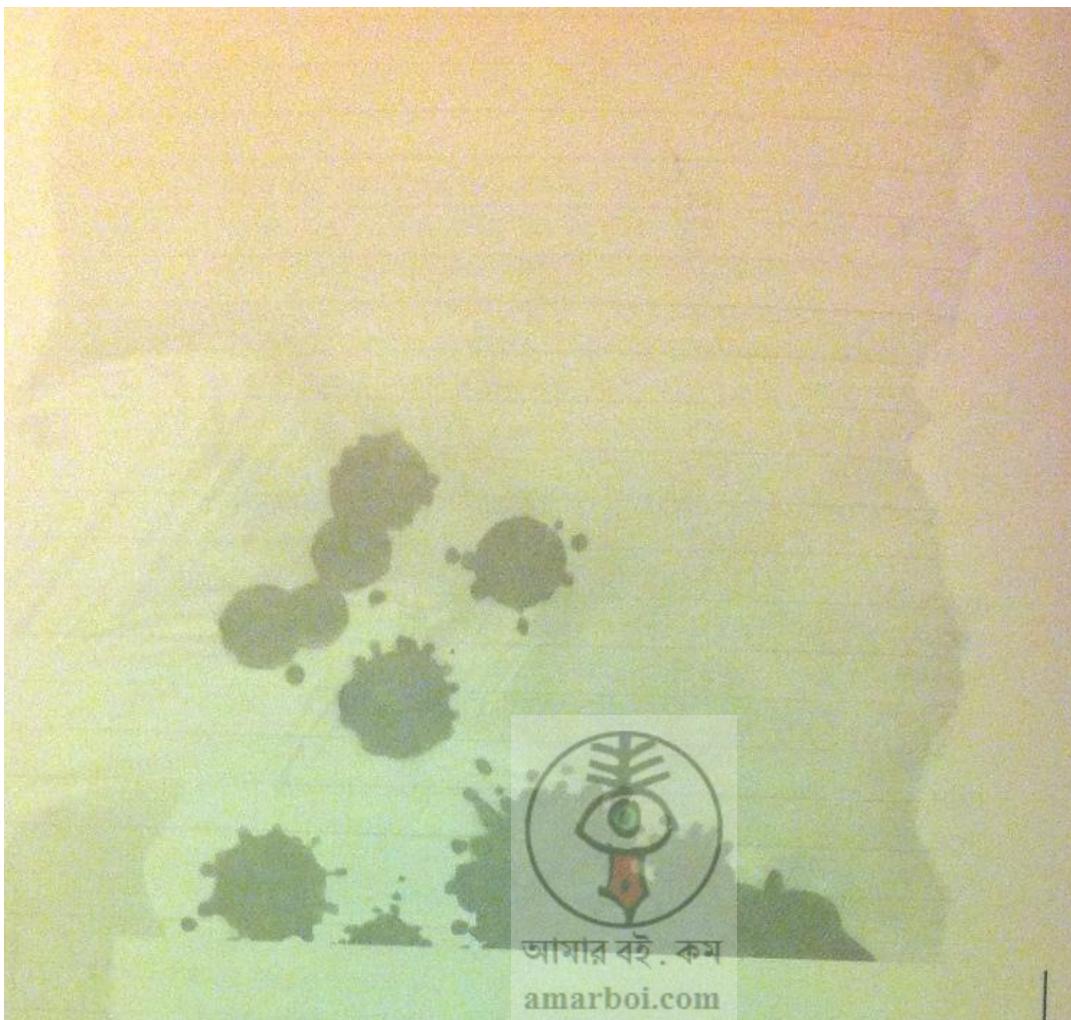
ছোট ভাই

মেহাশীষ নিয়ো। থানা সেল গঠন করে সত্ত্বর নাম পাঠাতে হবে। মামাদের নেওয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। জিনিসপত্র পাঠানো যাবে—কিন্তু সময় সাপেক্ষে। শীতের বস্ত্র কেনার জন্য জনপ্রতি ১০ টাকা করে পাঠালাম। জনসাধারণকে বুবিয়ে অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা তো তোমরা ভালো করেই বুবাতে পার। আপাতত ৫০ টাকা পাঠালাম। দলীয় বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে কি না জানিয়ো। হ্যারত আলী, রহিম আমাদের কাছে আছে। পরে যাবে। বাহককে ৫০ টাকা দিলাম। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার ২৪ দিনের পরবর্তী সাত দিনের কাজ আরভ করবে এবং খবর জানাবে। নতুন সংকেত দিলাম। এগুলো ব্যবহার করেই চিঠি দিয়ো।

ইতি
বড় ভাই

সংগ্রহ : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র থেকে

১৯



লেফটেন্যান্ট রফিক

১৭.১১.৭১

- (১) দুই-এক দিনের জন্য ভাঙ্গাবাড়ীর ৮৯ এমএম মর্টার দিয়ে কাজ চালাও; আর বাইরেটা সম্বর হলে ওয়েস্ট করে নাও, না হয় এখানে পাঠিয়ে দাও। ভাঙ্গাবাড়ীর দিকে একজন এমএফসি ও কাইসাবাড়ীতে একজন এফএফসি রাখতে পার। জিরোআরজে-২০ (জাপানি সেট) সেটটা পাঠিয়ে দিয়ো আজকেই।
- (২) এই দিনের প্লানিংটা এক দিনের (২৪ ঘণ্টা) জন্য পিছিয়ে গিয়েছে।

এম. জাহাঙ্গীর

৭ নং সেক্টরের ভোলাহাট সাবসেক্টরের কমান্ডার সেকেন্ড লে. (পরে মেজর) রফিকুল ইসলামকে যুক্তের নির্দেশ দিয়ে ১৭ নভেম্বর এই চিঠিটি লেখেন ক্যাট্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে নবাবগঞ্জ থানা মুক্ত করতে গিয়ে শহীদ হন তিনি। চিঠিটি ২৬ মার্চ ২০০৫ তারিখে প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছিল।
সংগ্রহ: মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পিএসসি-র কাছ থেকে।

卷之三

卷之三

ପାଇଁ କାହିଁ ନାହିଁ ଏହିରେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯାଇବ ଯାଇ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଯାଇବ ଯାଇ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

三

文庫

卷之三

316

卷之三

五

四

三

三

୧୯୬୫ ନାତେଷ୍ଵର ୧୯୭୧ ମାର୍ଚ୍ଚ

ଆମାର ଜୀ

আঁশা করি ভালোই আছ। কিন্তু আমি ভালো নাই। তোমায় ছাড়া কেমনে
ভালো থাকি। তোমার কথা শুধু মনে হয়। আমরা ১৭ জন। তার মধ্যে ৬
জন মারা গেছে, তবু যুদ্ধ চালাচ্ছি। শুধু তোমার কথা মনে হয়, তুমি
বলেছিলে 'খোকা মোরে দেশটা স্বাধীন আইনা দে'; তাই আমি পিছু পা হই
নাই, হবো না, দেশটাকে স্বাধীন করবৎ। 'রাত শেষে সকাল হইবো, নতুন
সূর্য উঠবো, নতুন একটা বাংলাদেশ হইবো, যে দেশে সোনা ফলায়'
রক্তপাত বন্ধ হবে, নতুন রাত আসবে, মোরা শান্তিতে ঘুমাবো। আর যদি
তার আগে আমি মরে যাই তবে তুমি দেখবে, গোটা দেশ দেখবে। একটু
আগে একটা যুদ্ধ শেষ করে এলাম। এখন আবার যাবো, বাবা ভালো
থেকো। নয়ন ভাই আমার বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে উড়াবে। বোন
ময়না, মা বাবারে ভাল করে দেখো। আর বেশি দেরি নাই আমাদের দেশ
আবার স্বাধীন হবে। আমি বাঢ়ি ফিরে যাব। যাওয়ার দিন বাবার পাঞ্জাবি,
মার শাড়ি, ময়নার চুড়ি, নয়নের পতাকা আনবো। শুধু আমার জন্য দোয়া
করো না, সবার জন্য দোয়া করো, যাতে দেশটা স্বাধীন হয়। আর বেশি
কিছু নয়। এখনি একটা যুদ্ধে যাবো। আমার লেখা ভাল নয়, তবু ময়নার
স্বারা শুনো। আঁশাহ হাফেজ।

五

যন্ত্রখানা হইতে তোমার পোলা (ছেলে)

ନାରୀଙ୍ଗ ଟକ

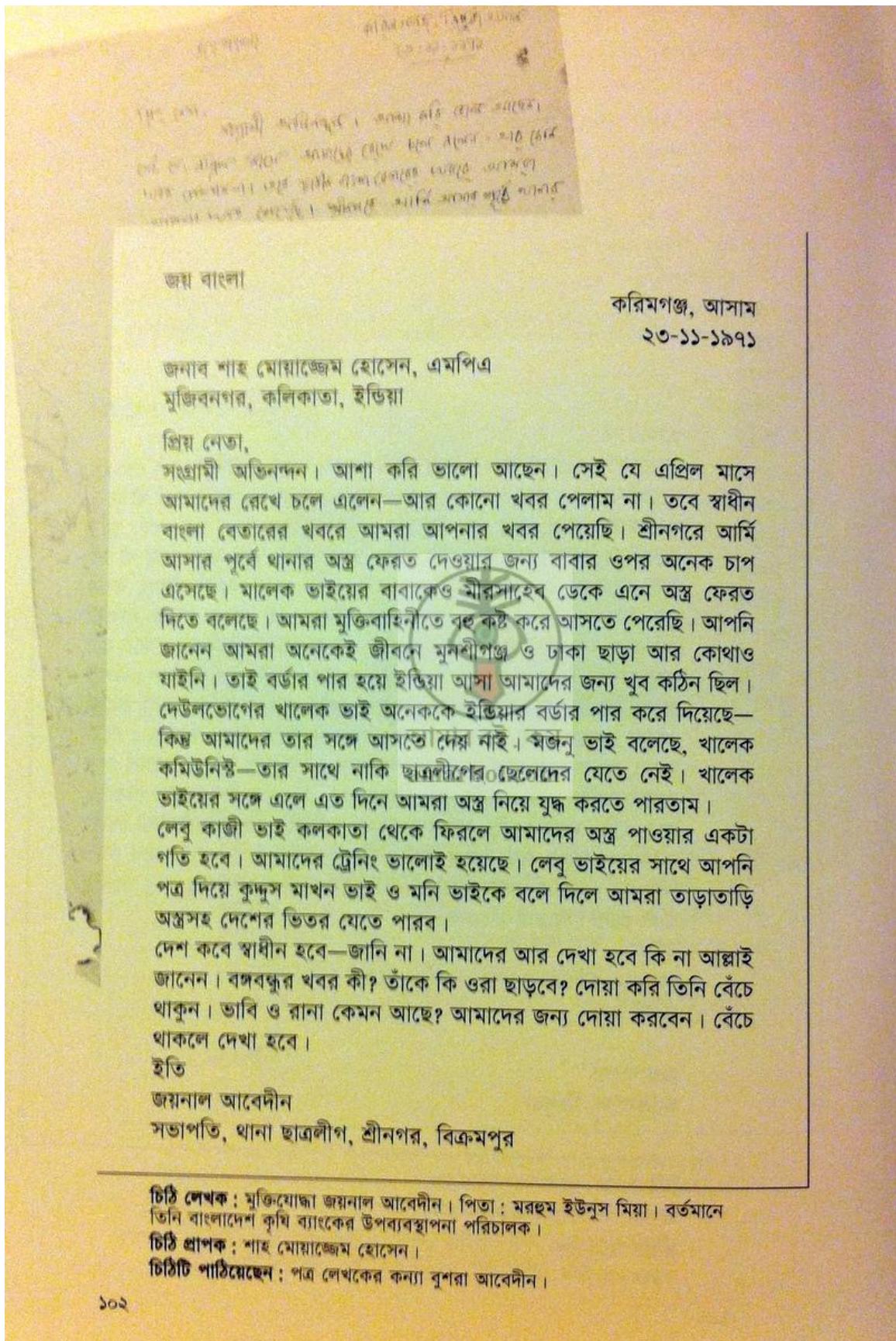
জয় বাঁলা

তাতিবান্দা, ত্রিপুরা

চিঠি লেখক : যুক্তিযোক্তা নৃতাম হক।

শ্রাপক : মা। মোহের আফজান নেসা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : মো : হানিফ তাহসীন প্রধান, গ্রাম : ছেট মর্জিপুর, মধ্যপাড়া,
বড়গাঁথগাঁথ, ডাক : গুড়িগাঁড়া, থানা ও উপজেলা : পীরগঞ্জ, জেলা : রংপুর।



২৮.১১.৭১

নবী,

১. আমি আহত, তাই আমাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ২. সৈন্যদের মনোবল বাড়াবে। তারা খুব ভালো করছে। আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমরা হামলা করতে জানি এবং লক্ষ্যবন্ধ দখল করে নিতে পারি। ৩. সৈন্যদের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করবে এবং ছোটখেলের চারদিকেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। ৪. প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হবে চারদিকে ঘিরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। ৫. প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে শক্র হামলা এবং নিশ্চিদ্বিভাবে। আজ দুপুরের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে শক্র হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। ৬. আলী আকবরের প্লাটুনের অবস্থান এবং তার চারটি সেকশনই ঢেলে সাজিয়ে নেবে। ওই অবস্থানটির পুনর্বিন্যাস করে নেবে। ৭. তুমি এখন থেকে ডাউকি সেক্টরে অবস্থানরত তৃতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সব ইউনিট এবং বাহিনীর কমাত্তার। ৮. আমার আহত হওয়ার সংবাদ সৈনিকদের দেবে না, তাদের সাহস দেবে এবং আমার ধন্যবাদ জানাবে।

মেজর শাফায়াত

২৮ নভেম্বর ছোটখেল অগারেশনে গুলিবিহু হয়ে জেড ফোর্সের তৃতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমাত্তিৎ অফিসার মেজর (পরে কর্নেল) শাফায়াত জামিল গুরুতর আহত হলে সহযোগীরা তাঁকে নুনি গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে ডা. ওয়াহেদের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে তিনি ডেল্টা কোম্পানির অধিনায়ক লে. (পরে লে. কর্নেল) নবীকে তাঁর অনুপস্থিতিতে তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণসহ জরুরি করণীয় কাজগুলোর নির্দেশ দিয়ে এ পত্রটি লেখেন। চিঠিটি লেখা ছিল ইংরেজিতে।
এই চিঠিটি ২৬ মার্চ ২০০৫ তারিখে প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সংগ্রহ: লে. কর্নেল (অব.) নুরম্মবী খান বীর বিজয়ের কাছ থেকে।

১০০

10. Tribhuwan Rakhman
Sambandhavalli
Himalaya, Kathmandu, Nepal
Suvana Puri, Kathmandu, Nepal
Kathmandu, Kathmandu, Nepal

୧୯/୧୧/୭୧

শাকাবরেষু,

ভাই, সালাম জেনো। কুচবিহার থেকে একটা চিঠি দিয়েছি গত সপ্তাহে বা তার কিছু আগে। পেলে কি না জানাবে। তোমার বা আমার চিঠি প্রায়শই হারাচ্ছে। কিছুদিন আগে কুচবিহার থেকে ফিরলাম। শত্রুদের কাছ থেকে সদ্য দখল করে নেওয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখে এলাম। দশটা থানা আমাদের দখলে। অসম ব সুন্দর ডিফেন্স। জীবনযাত্রা বেশ নরমাল। ভারতীয় সৈন্য দ্বিতীয় ডিফেন্সে আছে—চিন্তার বিশেষ কিছু নেই বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের সৈন্য বা মিলিটারি অফিসারারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রাখতে যথেষ্ট সমর্থ। ডিস্কারেজ হয়ো না। পাকিস্তানে ফিরবার সামান্যতম বাসনাও বাদ দাও। ঢাকার অবস্থা আবার দিন দিন খারাপ হতে চলেছে। খবরও বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। চিঠিপত্র নিখো মাঝে মাঝে।

কুচবিহারে বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কয়েক দিন গোছলাম ভাইয়ের
ক্যাম্পে। ওখানে সেক্টর অফিসে আছেন। কাজ করছেন—ফ্রন্টে যেতে হয়
না। কাজেই তাঁকেও কাজেই থাকতে আমি বলেছি। চিনু একেবারে ফ্রন্টে
আছে—শহর থেকে ৬/৭ মাইল দূরে তাদের বেস। ওর এক কমরেডের
সঙ্গে দেখা হয়েছে—ওরা ভালো আছে—গ্রামাঞ্চলে ওরা দেবতার মতো
পুজ্য বলে শুনছি।

আমি আগামীকাল আবার কুচবিহার যাচ্ছি—কলকাতায় থাকছি না, আর কাজ ওদিকেই হবে বোধ হয়। চিঠি কুচবিহারে দিও। ঠিকানা, প্রয়ত্নে : তাইবুর রহমান, ইনচার্জ, বাংলাদেশ যুব শিবির, সুভাষ পল্লী, কুচবিহার, উত্তরবঙ্গ, ভারত।

ମର୍ତ୍ତକ ହୁଲାବୀ

**চিঠি লেখক : মুভিয়োদ্ধা কে মুশতাক ইলাহী। তাঁর পিতার নাম : খোদকার দাদ
ইলাহী স্থান : ধাপ পেটিকেল পৌরসভা**

ପ୍ରାଚୀ, ପ୍ରକଳ୍ପନା. ସାମ, ମୋଡ଼ିକେଲ ମୋଡ଼,

ପ୍ରାଚୀକ : ଭାଇ, କେ. ମହନ୍ତୁଦ ଇଲାଇ
ଟିପ୍ପଣୀ

চট্টগ্রাম পাঠ্যক্ষেত্রে: ড. কে মউদুর ইলাহী, প্রো-ভাইস চ্যাম্পেল, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা। তিনি মুক্তিযোদ্ধা কে মুশতাক ইলাহীর ভাই।

11. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१२. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१३. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१४. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१५. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१६. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१७. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१८. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

१९. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

२०. अप्रैल १९४८ रात्रि २३०० बजे विद्युत की विस्तृत विवरणों का एक संग्रह है।

۹۰/۱۱/۹۵

मा.

ପହେଲା ନଭେମ୍ବର ନୋୟାଖାଲୀତେ ଯାଓଯାଇ ହୁକ୍ମ ହଲୋ । ଫେନୀର ବେଳୋନିଆ ଓ ପରଶୁରାମ ମୁକ୍ତ କରାର ଜନ୍ୟ । ୬ଇ ରାତେ ଚୁପ ଚୁପ କରେ ଶତ୍ରୁ ଏଲାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପୁରେ ତୁଳାମ । ପରଦିନ ସକାଳେ ଓରା ଦେଖିଲା ଓଦେର ଆମରା ଘରେ ଫେଲେଛି । ୮ଇ ରାତେ ଓଇ ଜାୟଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହଲୋ । ଶତ୍ରୁରା ଭଯେ ଆରା କିଛି ଘାଁଟି ଫେଲେ ପାଲିଯେ ଗେଲ ।

ପରଦିନ ଚିତୋଲିଆ ଆମରା ବିନାୟକେ ମୁକ୍ତ କରଲାମ । ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ଆରଙ୍ଗ ଏଗିଯେ ଗେଲାମ । ୨୭ ଶେ ନଭେମ୍ବରେ ସଥିନ ଆମରା ଓ ଇ ଏଲାକା ଥିକେ ଫିରେ ଏଲାମ, ତଥିନ ଆମରା ଫେନୀ ମହିକୁମା ଶହର ଥିକେ ଦେଡ଼ ମାଇଲ ଦୂରେ ଛିଲାମ । ପାଠାନଗର ଛିଲ ଆମାଦେର ଅଗ୍ରବତୀ ଘାଟି । ଶିଗଗିରଇ ମାଗୋ, ଆବାର ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ପାରି ଭେବେ ମନଟା ଆନନ୍ଦେ ଭରେ ଗେଲ ।

জানো মা, এই যুদ্ধে আমরা ৬০ জন শক্তি ধরেছি। আমাদের কোম্পানির তিনজন শহীদ ও একজনের পা মাইনে উড়ে গেছে।

দোষা করো মা।

২৩

চিঠি লেখক : শহীদ লে. সেলিম। তাঁর পুরো নাম সেলিম মোঃ কামরুল হাসান।
সাইনের প্রথম ছান্যাবি ১৯৭১ মিরপুর শক্তিমন্ত করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন।

ଦିନ୍ଦି ପ୍ରାପ୍ତକ : ମାଁ ମାଲମା ବିଗମ ।

চিঠি পাঠিয়েছেন : শহীদ সেলিমের ভাই ডা. এম এ হাসান, আল বিরুন্নী হাসপাতাল,
কলকাতা মালিয়া পুর্ণপুর ঢাকা।

বাংলাদেশ, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

মা,

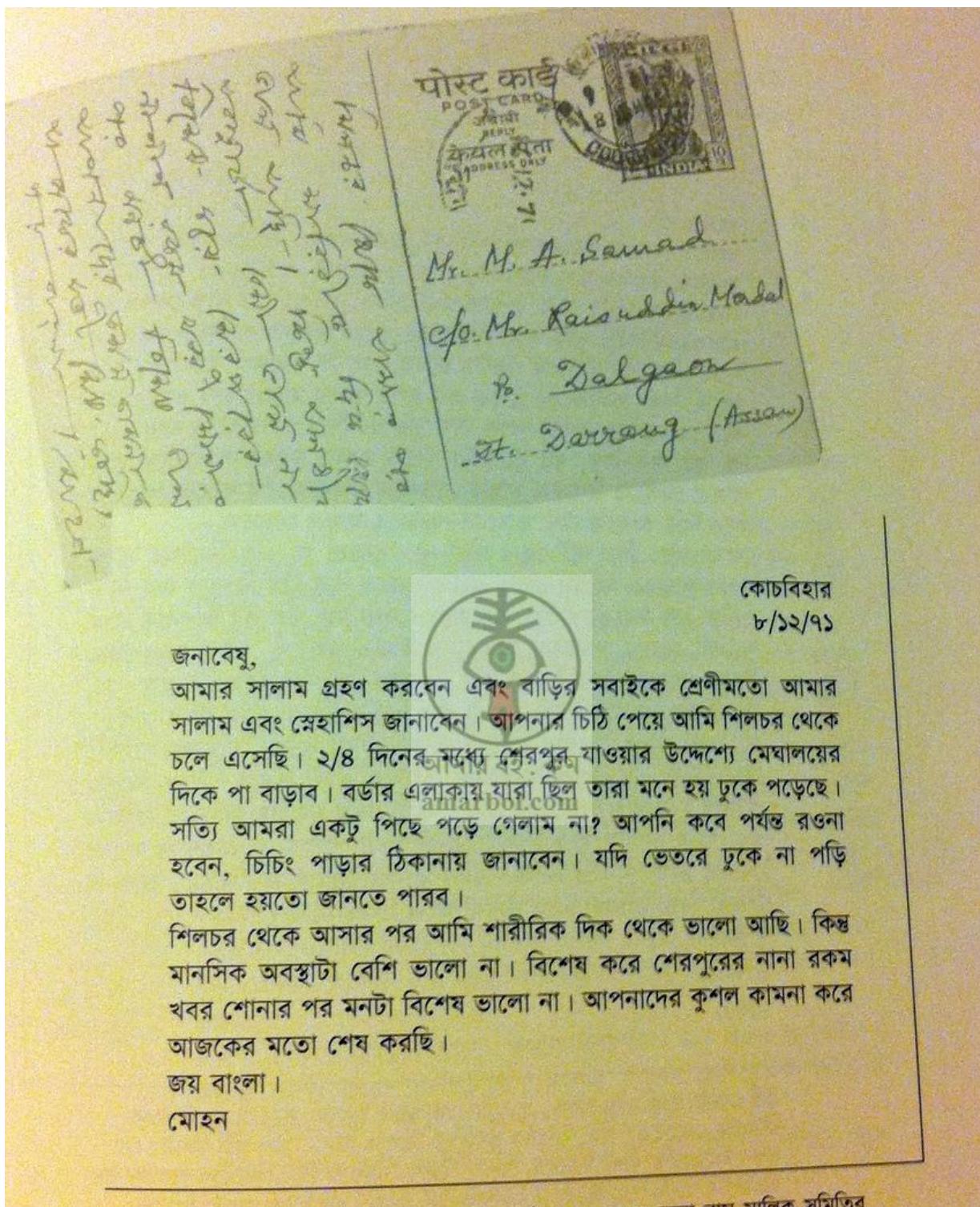
তুমি আজ কোথায় জানি না। তোমার মতো শত শত মায়ের চেখের জল
যুছে ফেলার জন্য বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। আমি
যদি মরে যাই তুমি দুঃখ করো না, মা। তোমার জন্য আমার
যোক্তাজীবনের ডায়েরি রেখে গেলাম আর রেখে গেলাম লক্ষ লক্ষ
মুক্তিযোদ্ধা। তারা সবাই তোমার ছেলে। আজ হাসপাতালে শয়ে তোমার
মেহয়াথা মুখখানি বারবার মনে পড়ছে। আমার ডায়েরিটা তোমার হাতে
গেলে তোমার সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেখবে, তোমার ছেলে শক্তকে
পেছনে রেখে কোনো দিন পালায়নি। যেদিন তুমি আমাকে বিদায়
দিয়েছিলে আর বলেছিলে, শক্ত দেখে কোনো দিন পেছনে আসিসনে,
বাবা। তুমি বিশ্বাস করো মা, শক্ত দেখে আমি কোনো দিন পালাইনি।
শক্তর বুলেট যেদিন আমার বুকের বাঁ দিকে বিধল সেদিনও তোমার কথা
শরণে রেখেছিলাম। মা, আমার সবচেয়ে আনন্দ কোথায় জানো? আজ
থেকে চার দিন পূর্বে একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বেদনাক্রিট
একটি নারীকষ্ট ভেসে এল। কালবিলম্ব না করে সেদিকে দৌড়ে গেলাম।
একটা গুলি আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল—আবার একটা। এবার
বুবালাম শক্তরা আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুড়ছে। তবুও আমি এগিয়ে
চলছি। বাড়িটার পেছনে একটা বাঁশবাঁড়ির আড়ালে পজিশন নিলাম।
দেখলাম বিবন্ধ একটি নারীর দেহ নিয়ে কয়েকজন পৈশাচিক খেলায় মেতে
উঠেছে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, মা। মনে পড়ে গেল বাংলার
লক্ষ লক্ষ মায়ের কথা। শক্তকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম। ওরাও অনবরত
গুলিবর্ষণ শুরু করল। জ্বান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। জানতে পারলাম
আমার গুলিতে পাঁচজন নরখাদক পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। দোয়া করো,
মা। ভালো হয়ে আবার যেন তোমার শত শত সন্তানের সাথে কাঁধে কাঁধ
মিলিয়ে শক্তর ওপর বাঁপিয়ে পড়ে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি।

ইতি

তোমার ছেলে

সংগ্রহ: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্র থেকে।

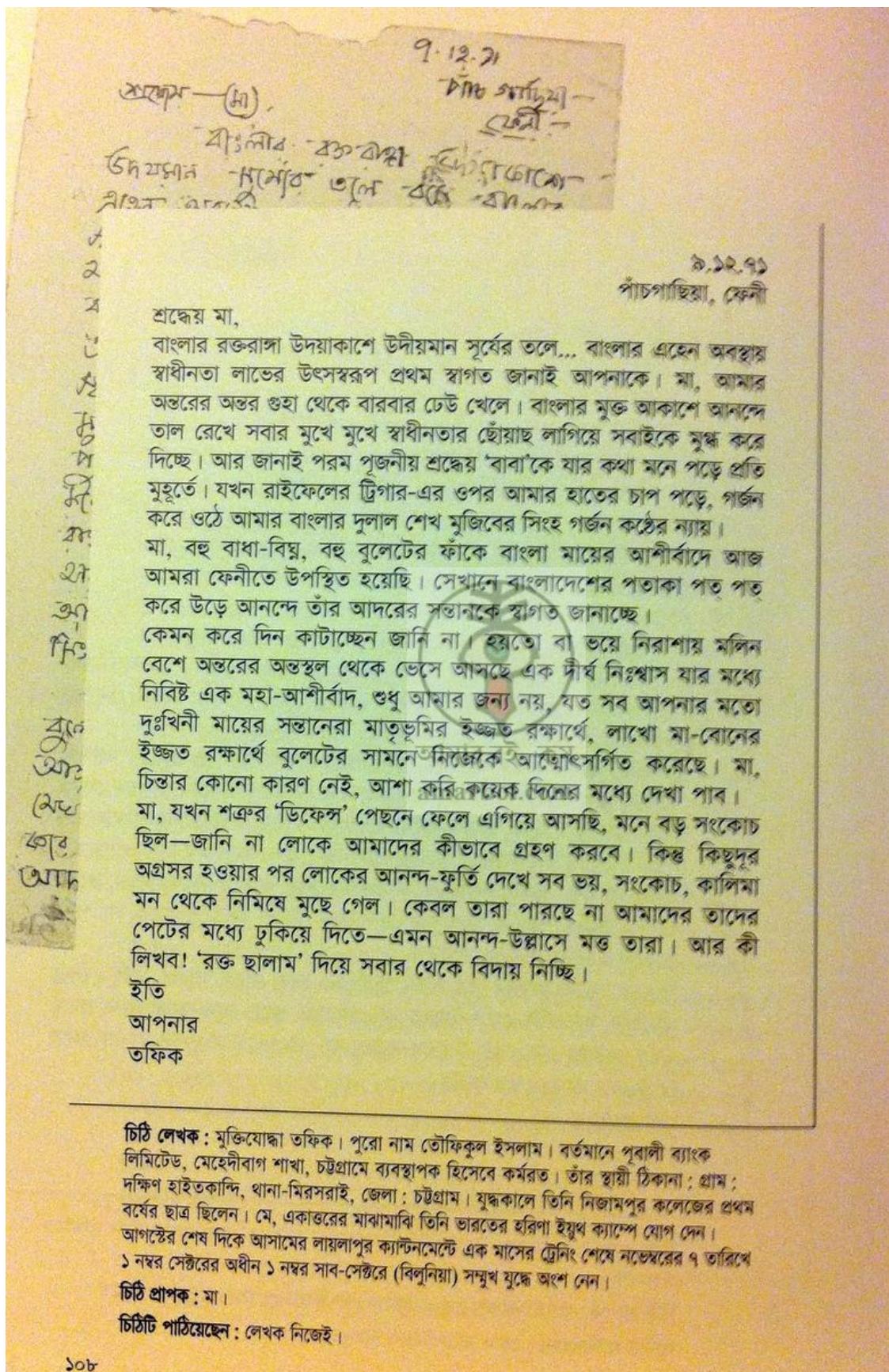
১৫৬



চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা মোহন। তিনি বর্তমানে শেরপুর জেলা বাস মালিক সর্বিতির সভাপতি।

চিঠি প্রাপক: অ্যাডভোকেট এম এ সামাদ। তিনি ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

চিঠি পাঠিয়েছেন: ছেলে জয়েন্টসিন মাহমুদ।



लक्ष्मी
१३.१२.७१ ईं

4748
5261
4430
(D)
22

ভাৰি।
আশা কৰি আপনারা নিৰাপদে তুৰা পৌছেছেন। আমৰা আজ সকালে
এখানে এসে পৌছি। রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয়নি। ভাইজান বেশ
ভালোই ছিলেন। গোহাটি থেকে শিলিঙ্গড়ি পর্যন্ত ভ্ৰমণটা ছিল বড়ই
মনোৱম। সারি সারি পাহাড় আৰ তাৰ পাদদেশে চায়েৰ বাগান। ভাইজান
শুধু আপনার কথাই বলছিলেন, বলছিলেন কেন আপনাকে নিয়ে এলাম
না। আপনি থাকলে ভ্ৰমণটা জ্ঞানপূর্ণ আবন্দনেৰ হতো। ত্ৰেনে আমৰা তিন
ৰাত কাটাই। ভাইজানেৰ বেশ ভালো ঘুম হয়। ব্যাথাটাও ছিল খুবই কম।
এই হস্পিটাল শহৰ থেকে মাইল তিনেক দূৰ। ভাইজানেৰ বেশ ভালো যত
নেওয়া হচ্ছে। আজ তাৰ ড্রেসিং হয়, কয়েক দিনেৰ মধ্যে Skin grafting
কৰা হবে। এৱেপৰ ঘা-টা শুকিয়ে যাবে বেশ তাড়াতাড়ি। অনুমান কৰছি
গোটা পনেৰ দিনেৰ মধ্যেই তাকে পুনা পাঠানো হবে। আপনি কোনো চিন্তা
কৰবেন না। তিনি এখন বেশ ভালো। পাশ ফিরেও শুভে পাৱেন।

ভালো ।
এখানে দুটো হসপিটাল আছে । কমান্ড হসপিটাল আর Base হসপিটাল ।
আমরা আছি Base হসপিটালে । কর্নেল খালেদ মোশাররফ রয়েছেন
কমান্ড হসপিটালে । তিনি ভালো হয়ে গেছেন ।
এইমাত্র সিস্টার এসে ভাইজানকে কয়েকটা পায়ের ব্যায়াম শিখিয়ে দিয়ে
গেল । এখন ভাইজান অনেক কিছুই নিজেই করতে পারেন ।

ক্রেতে বসে ভাইজান আপনার কাছে লিখেছেন। যে ঠিকানা দিয়েছেন
সেটাতে লিখবেন না। আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেচিভ অফিসার মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে ভাইজান চিঠি
লিখেছেন, যেন দেশে যাওয়ার জন্য তিনি আপনাদের টয়োটা জিপটা দেন।
আপনি এ ব্যাপারে তার সাথে যোগাযোগ করবেন। এর মধ্যেই হয়তো
মরমনসিংহ মুক্ত হয়েছে। কী আনন্দের মধ্যেই না আপনারা দেশে
কিন্তু কিন্তু আনন্দে থাকবেন। প্রত্যেক দিন ভাইজানের কাছে চিঠি লিখবেন, তাতে তিনি
আনন্দে থাকবেন।

ঢাকা কেরার আগে আমরা আপনাদের টেলিগ্রাম করব। আপনারা
সবলবলে ঢাকাতে ভাইজানকে অভ্যর্থনা জানাবেন। দাদাভাইকে বলবেন,
শ্যামগঞ্জ অথবা গৌরীপুর থেকে যেন বাড়িতে গাড়ি করে যেতে পারেন
তার বাবস্থা করে। তাকে আরও বলবেন যেন আমার বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ
করে। তারা যেন বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকে।

শিশু কেমন আছে। ভাইজান প্রায় সময়ই আপনাদের কথা বলেন। আশা
করি ভাবি আর জামি ভালো আছে।

আকো-আচ্ছা কেমন আছেন? তাঁদের সালাম বলবেন।

ডলি, জলি, ছবির কেমন আছে জানাবেন।

ভাবী, আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। কোনো চিপ্তা করবেন না। ঢাকায়
কিন্তু ভাইজান যেন আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পান।

হেবের

আনোয়ার

আমার বই . কম

amarboi.com

চিঠি লেখক: মুক্তিযোদ্ধা ড. আনোয়ার হোসেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন।

চিঠি প্রাপক: লুৎফুল তাহের। কর্নেল তাহেরের স্ত্রী।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: লুৎফুল তাহের।

এই চিঠিটি লেখা হয় মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে, যখন কর্নেল তাহের আহত হয়ে, গোহাটি
সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য লক্ষ্মী সামরিক
হাসপাতালে ছিলেন।

খন্দ ১৪
বড় শুভে আশুর দুলু
জ্বা কান্দে, নতুনের পুরু
জ্বা কান্দে খুব মূল নতুন
জ্বা কান্দে গুরুবৰ্ষ কুল
জ্বা কান্দে দুর্দে; যেমন
জ্বা পুরু দুর্দে উন্দৰ কো
জ্বা জনকু মের অনেকদু
জ্বা জনকু মের অনেকদু
জ্বা মুকু মুকু মুকু মুকু
জ্বা মুকু মুকু মুকু মুকু

এক
মি।

১৪.১২.৭১

শ্রদ্ধেয় মা

সর্বপ্রথম আমার সালাম গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে, আজ প্রায় ছয় মাস গত হইয়া যায়, আমি আপনাদের কাছ হইতে বহু দূরে। আমি যতই দূরে থাকি না কেন আমার ঘনটা আপনাদের কাছে সর্বদাই থাকে। India হইতে বাহির হইয়া আসিলাম প্রায় এক মাস। ইহার মধ্যে প্রথম আমরা সিংগারবিল ও আখাউড়া এই সব এলাকায় আক্রমণ চালানোর পর শত্রুদের সাথে প্রায় তিনি দিন যুদ্ধ হয়। এই তিনি দিনের মধ্যে আমাদের ওপর বেশ হামলা চলিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমার আর এফ এফ লোকের ওপর বেশ চাপ চলিয়া গিয়াছে। যেদিন হানাদার পাকসেনারা আমাদের সাথে টিকিতে না পারে তখন আমাদের মরিচার (বাংকার) ওপর বৃষ্টির ফেঁটার মতো আর্টিলারি শেল মারিতে আরম্ভ করিল। ইহার মধ্যে তিনটি শেল আমার মরিচার চার কি পাঁচ হাত পূর্বে বা উভয়ে পড়িয়াছিল। শেলের দাপটে আমার এলএমজির (...) মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ ও আপনাদের দোয়ায় এখনো জীবিত আছি। তারপর সে জায়গা (...) জয় করিয়া সিলেট, কুমিল্লা আরও বহু জায়গা দখল করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইয়া তৈরি দিক দিয়া ঢাকার দিকে অগ্রসর হই। তারপর রায়পুরা, নরসিংদী দিয়া এই মুড়াপাড়া পৌছিলাম।

এই চার-পাঁচ মাসের মধ্যে দেশের এই একটি লোকও দেখিতে পাই নাই। হঠাৎ আল্লাহর রহমতে মুড়াপাড়া আমরা ডিফেন্স নিয়াছি এমন সময় (...) সোনালীর বড় ভাইয়ের সহিত দেখা হইল। তখন ঘনটা যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তারপর উনার সাথে দেশের খবরাদি সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। বিশেষ কিছু আর লিখিতে চাই না। অন্য সব উনার কাছ থেকে

জানিতে পারিবেন, আমি কী অবস্থায় আছি। আর অন্য বিশেষ চিন্তা করিবেন না। আল্লার রহমতে এই পর্যন্ত ভালোই আছি। সামসুল ইসলাম জেঠা শুনিয়াছিলাম ঢাকা চলিয়া আসিয়াছিল। শুনিয়া বড়ই চিন্তিত ছিলাম। এখন শুনিলাম বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

উনার কাছে আমার সালাম জানাইবেন। সকল বড় মাকে আমার সালাম জানাইবেন ও আল্লাহর কাছে যেন দোয়া করে বাঁচিয়া থাকিয়া যেন তাহাদের দেখিতে পারি। ফাতেমা বুবুকে সালাম জানাইবেন। আর বিশেষ কিছু লিখিয়া বিরক্ত করিতে চাই না। বাড়ির সকলের প্রতি আমার সালাম রাখিল।

ইতি

আপনার হতভাগা ছেলে

মো. মোস্তফা

2nd East Bengal

B. Coy

4-PL



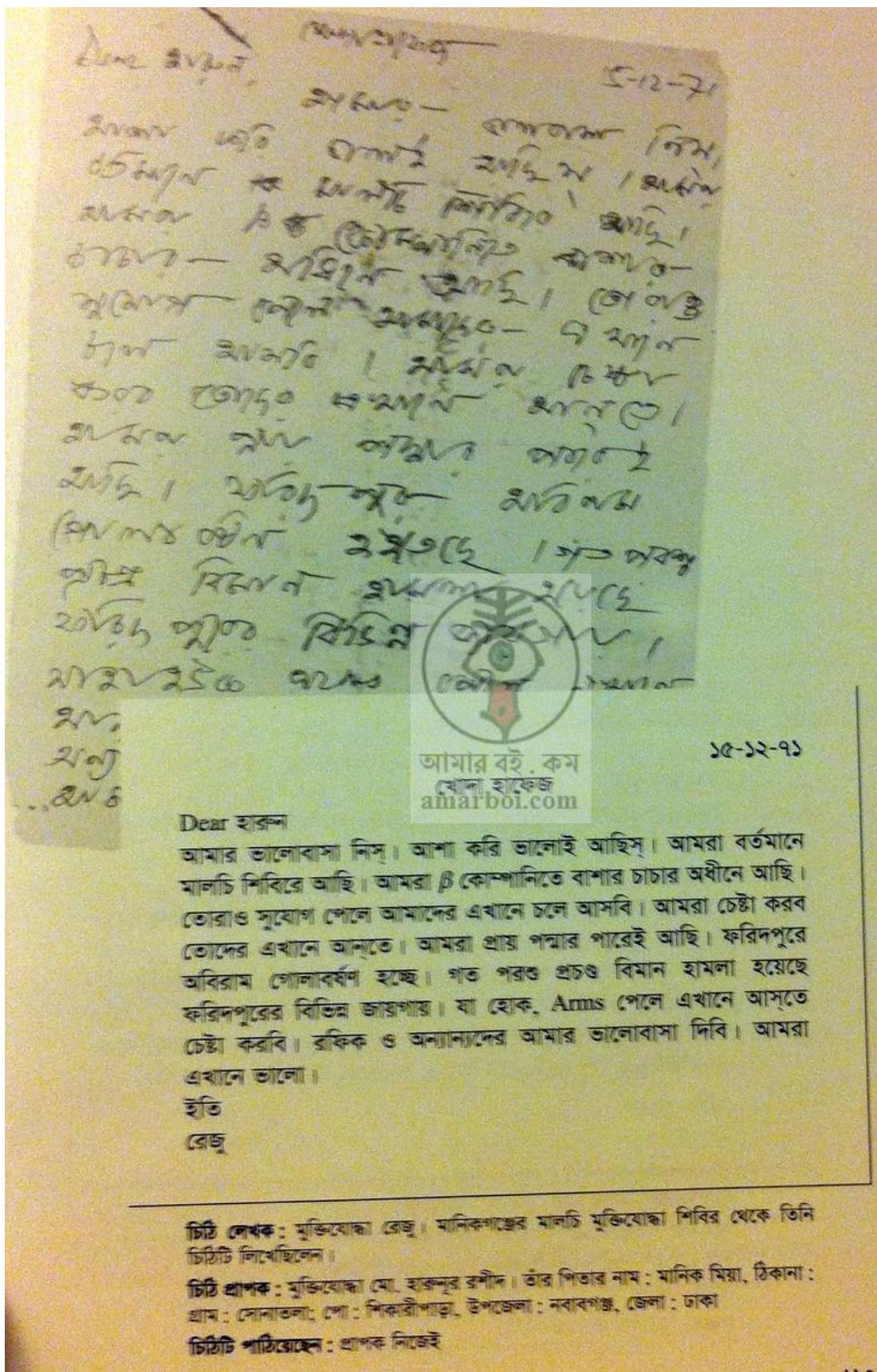
আমার বই . কম

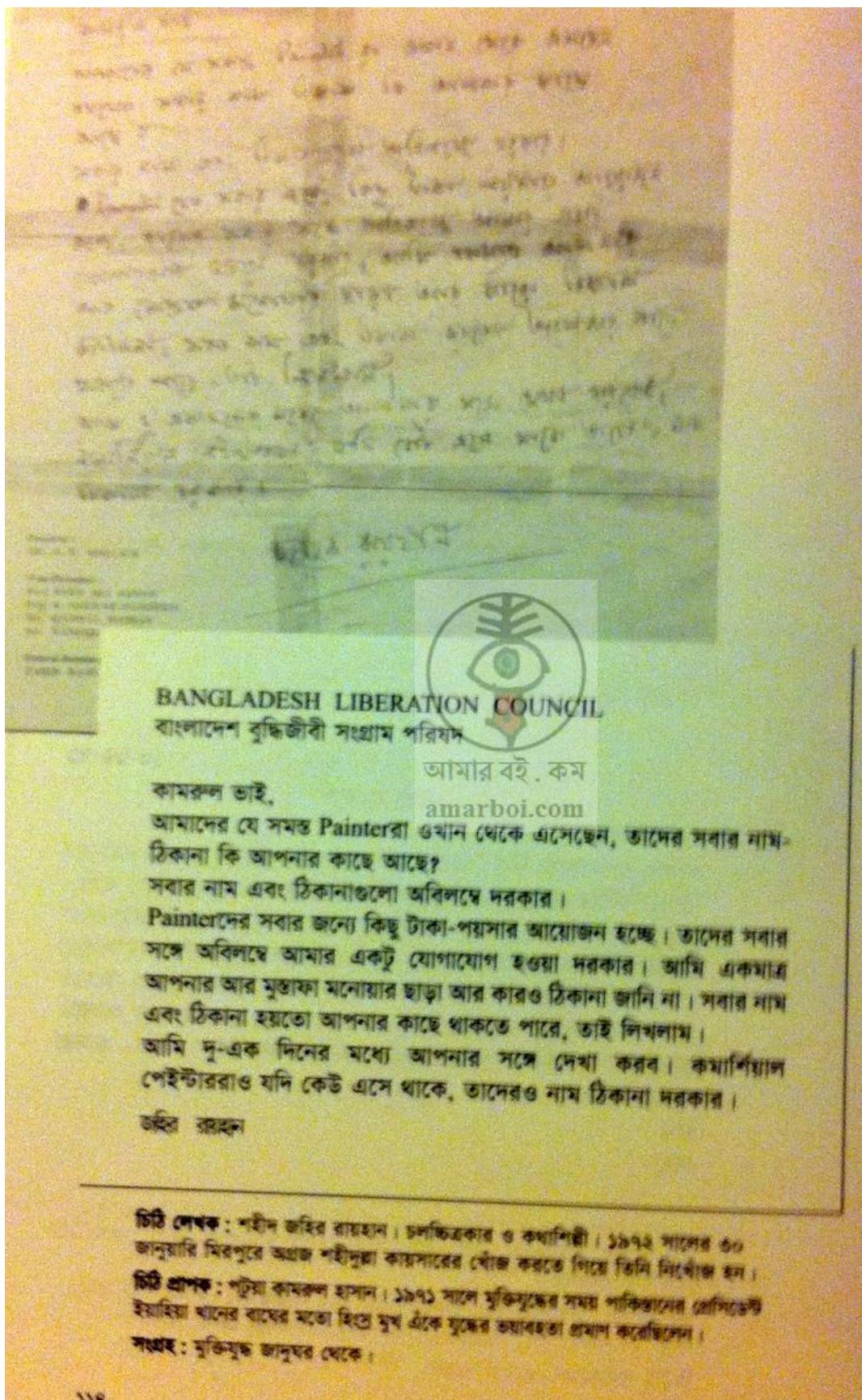
amarboi.com

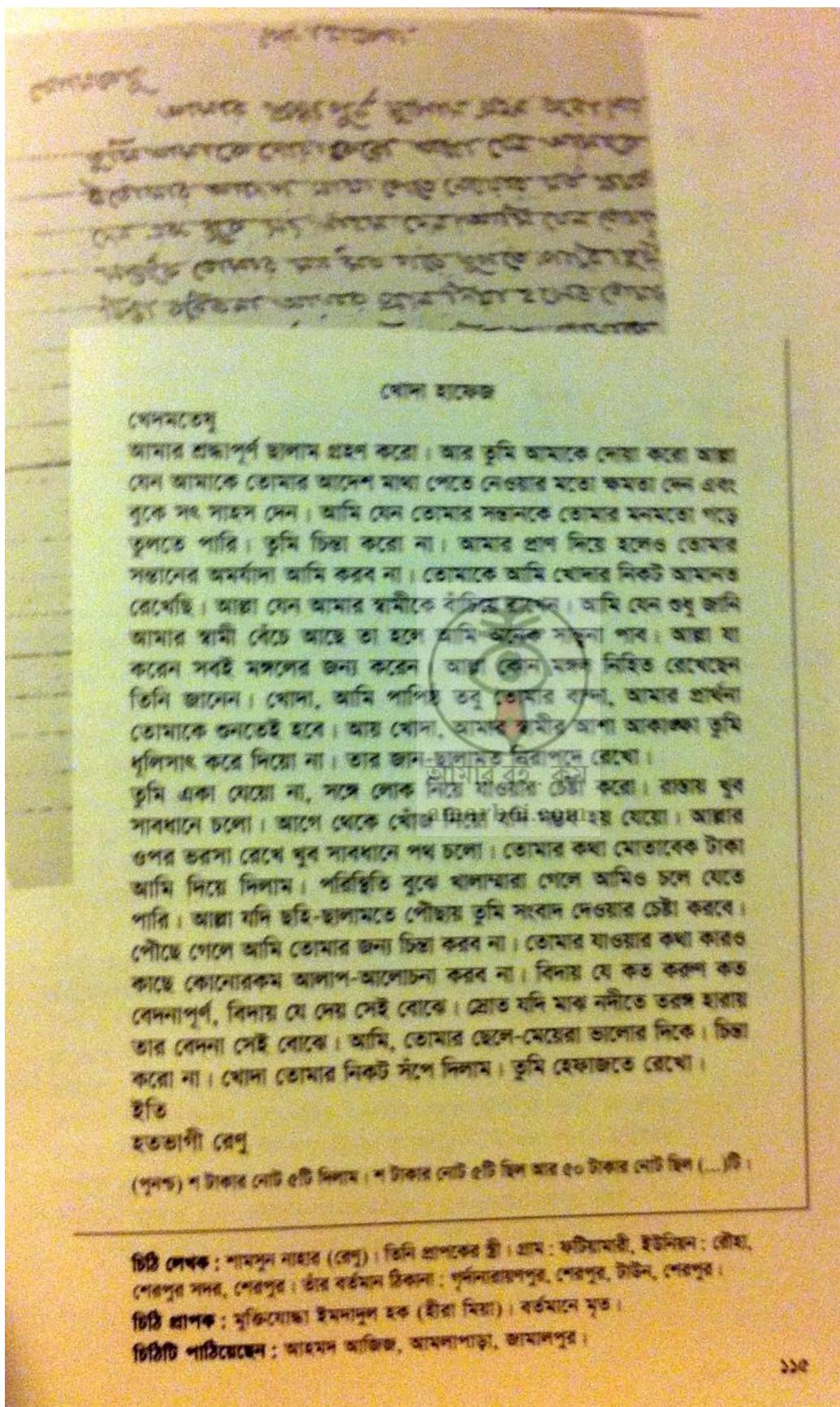
চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ন. ম. মোস্তফা। তাঁর বর্তমান ঠিকানা : চর আহমদপুর,
মনোহরদী, নরসিংহনগুলি।

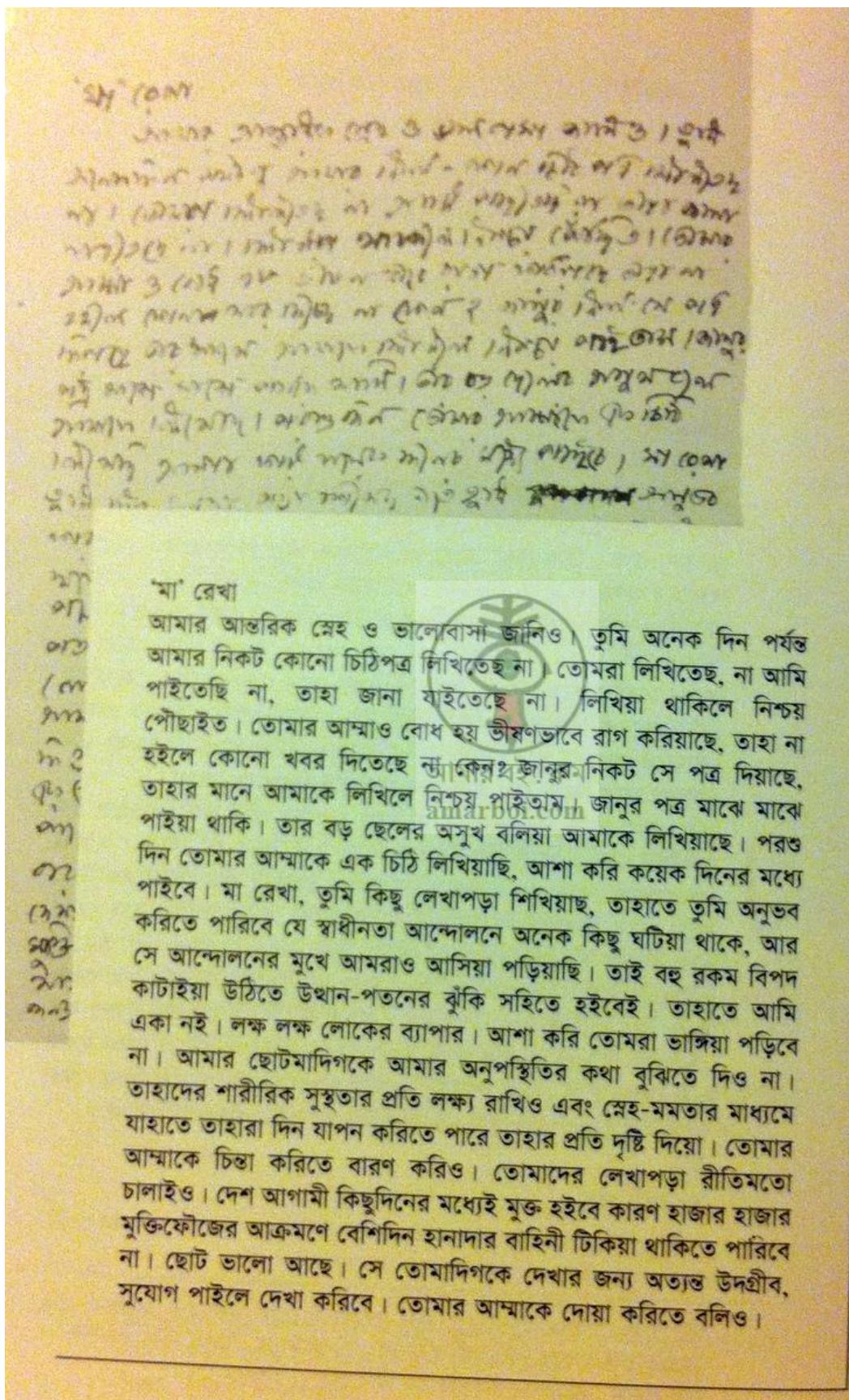
চিঠি প্রাপক : মা জোবেদা খাতুন।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : পত্রলেখক নিজেই।









আমার শামাজ-রোজার কোনো অসুবিধা হইতেছে না, সবকিছু প্রয়ো
করার সুযোগ আছে। খাওয়া-দাওয়ার কিন্তু অসুবিধা থাকিসেও চলিয়া
যাইতেছে। সিদে তোমাদিগকে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করি। বাকি
খোদার মর্জি। (...) তোমাদের সাথে দেখা করিয়াছিল কি না? সবকিছু
পাঠানোর কথা অবস্থা বুঝিয়া পাঠাইয়া দিয়ো। না পাঠাইলে খুব সতর্কতারে
থাকিতে বলি। শহরে বা বাড়িতে যাইতে নিষেধ করিও। সব কিছুর আশা
ছাড়িয়া দিতে বলিও। সময় সুযোগ থাকিসে সবকিছু হইবে বলিয়া আশা
রাখি। মানুষের রিজিক আঘাত হাতে। আমি শারীরিক ভালোই। তোমার
আশ্চর্য শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। তোমাদের সকলের শারীরিক অবস্থা
জানাইয়া সুবৰ্ণ করিও। বাড়ির সকলকে আমার সালাম-দোয়া দিও। যেটি
'মাদিগকে বলিও আমি ভালোই আছি। আমার কাপড় বিশেষ না
থাকিলেও শীত কাটানোর মতো ব্যবস্থা কোনোরকমে করিয়া লাগিতে
পারিব। তোমরা যেন কোনো অসুবিধায় না থাক। এখন আর না। সকল
মায়ের প্রতি সমান দোয়া রাখিল।

ইতি তোমারই

বাবা



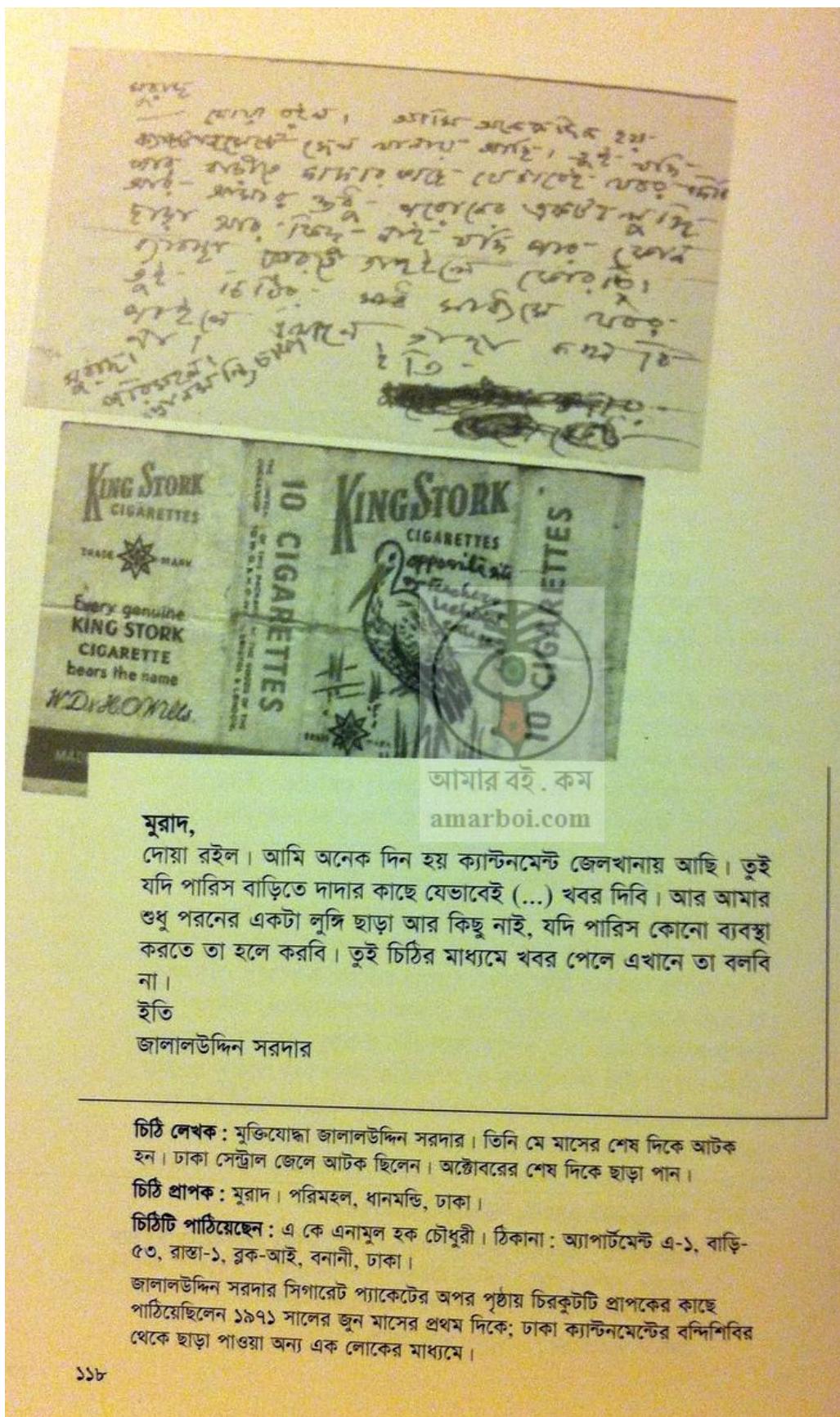
আমার বই . কম
amarboi.com

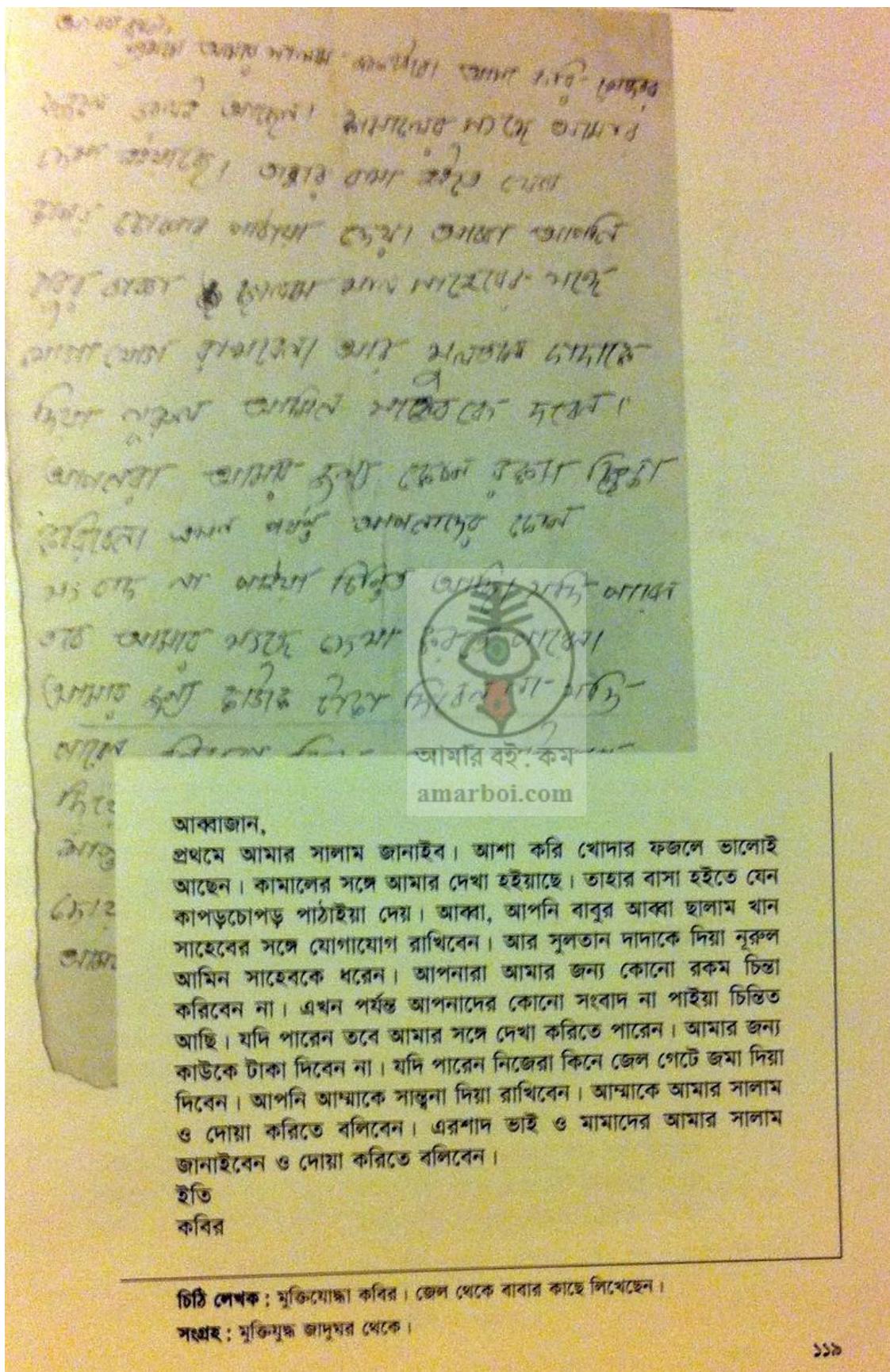
চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক (মৃত)

চিঠি প্রাপক : ফেরদৌস আরা বেগম (বেখা)। তিনি চিঠি লেখকের মেয়ে। প্রায়:
মধুপুর, জেলা : ফেনী। বর্তমান ঠিকানা : ন্যাশনাল সাইক ইনসিউরেন্স কোং. লি., ৫৪
কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : ফেরদৌস আরা বেগম (বেখা)।

১১৭







শ্রদ্ধেয় আব্বাজান

বললে যেতে দিতেন না। তাই বাধ্য হয়ে না বলেই চলে যেতে হচ্ছে। এতে যদি আমাকে অবাধ্য বলে আখ্যায়িত করেন, দুঃখিত হব না। কেননা আজ আমি এই ভেবে সুখী যে হাজার হাজার-শান্তিন-ভাইয়ের অপমান ও হত্যার প্রতিশোধ নিতে, আপনার আরও হাজারো সংগ্রামী সন্তানের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি। আপনি সেই ব্যক্তি, যিনি হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানী, শ্রদ্ধেয়, বিবেচক, মহানুভব ইত্যাদি বহু বিশেষণে বিশেষিত। তাঁর পুত্র যদি সশন্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দেশমাত্রকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তাহলে আপনার সংকীর্ণ মনের পরিচয় প্রকাশ পাবে না নিশ্চয়। বরং আপনার মনের মহানুভবতাই প্রকাশ পাবে। আজ পর্যন্ত কেউ যেমন আপনাকে অবিবেচক বলতে পারেনি, তেমনি সংগ্রামী জনগণের নিকট আমারও বলতে কোনো অসুবিধা হবে না যে আমার আক্ষা আমাকে স্বেচ্ছায় মুক্তিসংগ্রামে পাঠিয়েছেন। যাক, দেশের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবনটা ইঁপিয়ে উঠেছিল, শান্তি মোটেই পাওছিলাম না। কিন্তু আজ শুভদিন উপস্থিতি। আমার মতো অপদার্থ বিবেচিত ছেলের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য জীবন দেওয়া সৌভাগ্য ও সুখের নয় কি?

যাক, মা শুনলে হয়তো দৈর্ঘ্য হারিয়ে ফেলবেন। কেননা আপনাদের মতো
ব্যক্তিত্ব তাঁর নেই। মাকে বুঝিয়ে বলবেন যে আমি তো শুধু একা যাইনি,
আরও হাজারো মায়ের হাজারো সন্তান গেছে। তাঁর ভাই-ভাতিজা-বোনের
ছেলে—সবাই গেছে। আমার জন্য চিন্তা না করে আমার তথা সমগ্ৰ

মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্ম আপনারা দোয়া করবেন। আমার অনুরোধ, আপনার যেন কখনো ধৈর্যচূড়ি না ঘটে। তা না হলে সব দিক সামলানো আপনার পক্ষে দায় হয়ে পড়বে। আমার অভাব পূরণ করবে শফি ভাই। তা ছাড়া প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে দেখতে পাবেন আমাকে। যাক, আল্লাহর লীলা হয়তো এটাই আমার শেষ বিদায়ও হতে পারে, তাই সাংসারিক কিছু বলতে চাই। পরিবারের কারও ওপর যেন আপনার অবিচার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। সবাইকে আমার অনুরোধ জানিয়ে দেবেন যে তারা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, একে অপরকে তালোবাসতে শেখে, হিংসাত্মক মনোবৃত্তি স্বাই যেন বাদ দেয় এবং একে অপরের সম্পর্কে কোনোরকম বিরুদ্ধ কথা না বলে। যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে হয়, তা যেন আপনার কাছে করে। তাহলেই বাগড়াঝাটি বন্ধ হবে এবং শান্তি আসবে। জানি না, আমার অনুরোধ কে কতখানি রাখবে। যাক, সকলের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে সেই মোতাবেক কাজ করবেন। আল্লাহ না করুক, আমার বোনগুলোর বিয়ে এবং ছোট ২টি ভাইকে মানুষ হওয়ার ব্যবস্থা যেন থাকে। আর বলতে গেলে একরকম অনাথ শফি ভাইয়ের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো একটা ব্যবস্থা করবেন। ভাইয়ের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে যে তিনি কখনো কাউকে তাঁর মেহ থেকে বঞ্চিত করবেন না। বড় মা ও ফুফুমার কাছে কোনো অনিছাকৃত অপরাধ করে থাকলে তাঁরা যেন আমায় ক্ষমা করবেন। ওই বড়মার কাছেও একই প্রার্থনা। দরকার হলে আমার সম্পর্কে বাইরে প্রচার করবেন যে নানাকে দেখতে গিয়ে এখনো ফেরেনি। এবং রাগে মুখে চিন্তার অভিনয় ফুটিয়ে তুলবেন। আমি অস্মিন্দিক কী? আপনি তথা, প্রত্যেককে আমার সংগ্রামী সালাম জানাবেন। ছাট ভাইবোন ও মোহেনার প্রতি রইল আমার মেহ। সম্ভব হলে আমার অবাধ্যতা ক্ষমা করবেন।

ইতি

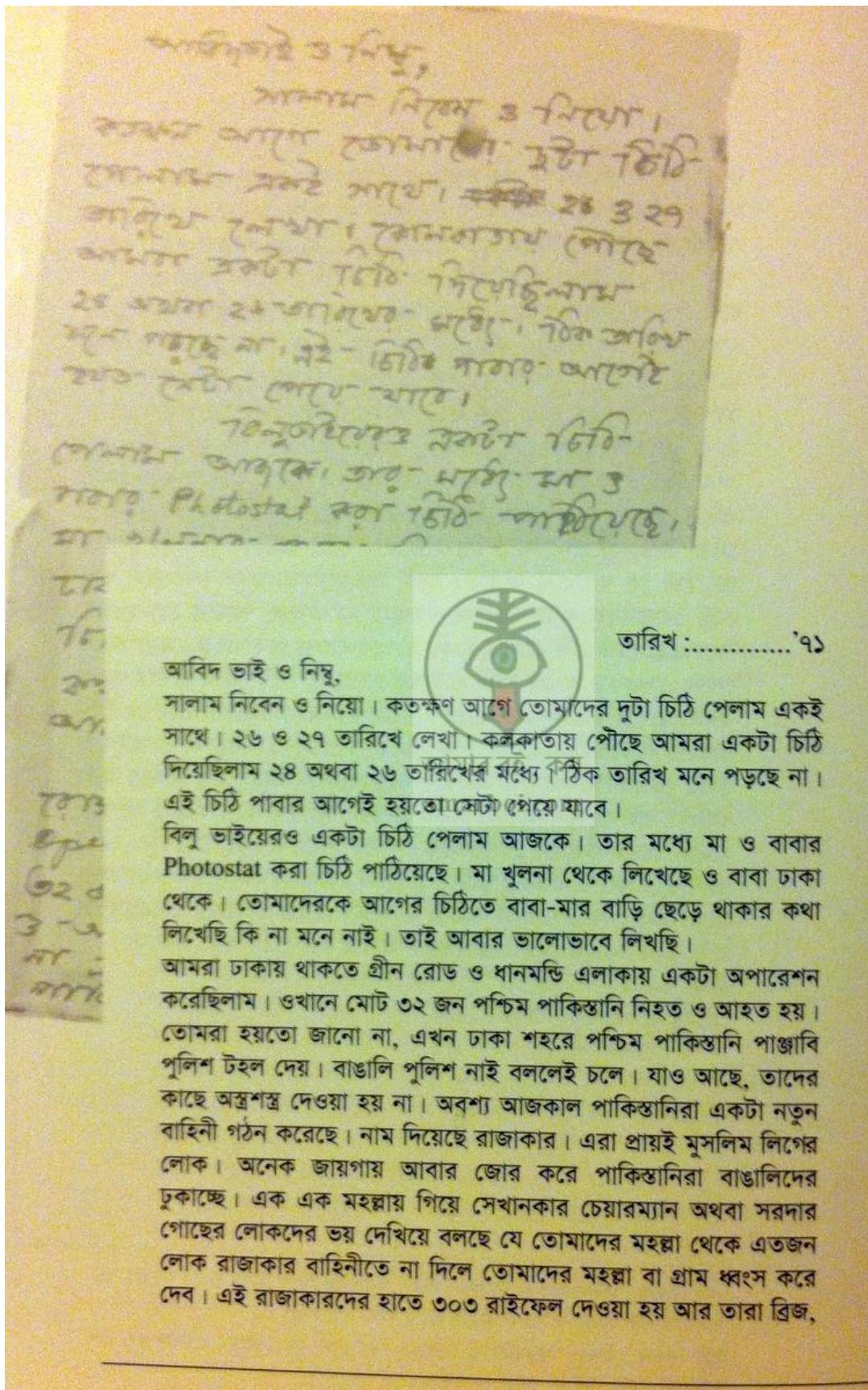
মেহের এ খালেক (সাবু)

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা এ খালেক (সাবু), যুদ্ধশেষ দেশে ফিরে ১৯৭২ সালের ১৯
জানুয়ারি নিজ প্রামে নকশালপাইদের হাতে তিনি নিহত হন।

চিঠি প্রাপক : পিতা : খবিরউদ্দিন আহমদ। বর্তমানে মৃত। প্রাম : গোপালপুর; পো :
ফেটগ্রাম, থানা : মান্দা; জেলা : নওগাঁ।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন : লেখকের ভাই ডা. শহীদুল।

১২১



বাস্তা ইতানি পাহাড়া দেখ, যাতে মুক্তিবাহিনী এগলো কাস না করতে পারে। যদি কোনো এলাকার Bridge ইতানি কাস হয়, তাহলে আশপাশের তিন-চার মাইলের মধ্যে বাড়িসর সব পুলিশে দেখ। তাই রাজাকারদের বাধা হতে এসব পাহাড়া নিতে হয় এবং মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ত্রিজ খৎস করতে গেলে তাৰা "MB হয় Fight কৰে, না হততো হাতে-পায়ে ধৰে তাদের ত্রিজ উড়াতে থানা কৰে। অবশ্য রাজাকারদা অনেক জাফগায় আমাদের সাহায্য কৰেছে আবুর অনেক জাফগত গ্রামবাসীর ওপর খুব অত্যাচার কৰেছে। অবশ্য রাজাকারদা আমাদের খুবই ভয় কৰে (They are no match for us) এবং প্রায় অনেক রাজাকার Defect কৰে MBতে যোগ দিছে। যা হোক, এইন রেতে আমরা যে ৩২ জন মেরেছি, তাদের মধ্যে ১২ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ছিল আর বাকি সব পাকিস্তানি আর্মি। এইটাই ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপারেশন হয়েছিল আর পাকিস্তানিদের heaviest casualty এখানেই হয়। এরপর আর্মি Intelligence তন্ম তন্ম কৰে ঢাকা শহর খুঁজে বেড়ায়। আমাদের অফিসের দুজন ছেলে ধরা পড়ে এবং অনেক বাসা রেইড হয়ে যায়। আমরা ধারণা কৰছি, ওই ছেলেগুলোকে Torture কৰে অন্য ছেলেদের খবর পেয়েছে। যা-ই হোক, অন্যান্য সিচ-ছাটা ছেলের বাড়ি রেইড হয়ে যায়, যদিও ছেলেগুলো কেউই বাড়িতে ছিল না। তাদের না পেয়ে তাদের বাবাদের ধরে নিয়ে যায় এবং বাড়ির জন্যাদের অত্যাচার কৰে। আমি তখন বাসায় গিয়েছিলাম কয়েক দিন আবুর কৰুব হান কৰে। কিন্ত এ খবর পেয়েই ঢাকা শহর ত্যাগ কৰে স্কুলপাশের আমকলে ছিলাম। দু-এক দিন করিম তাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং বলে দিয়েছি বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে।

টিটো

*MB—মুক্তিবাহিনী।

চিঠি লিখেছেন : মুক্তিযোৢা টিটো।

চিঠি আগক : আবিন তাই ও নিষ্ঠ।

সংগ্রহ : মুক্তিযুক্ত জানুয়ার থেকে।

১২০

ବୁଲାବୁଲ

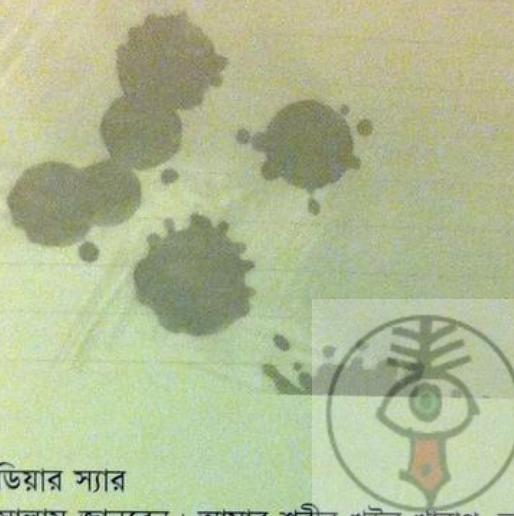
আমি ফলদা আছি। সামাদ এলে তাকে ওখানেই রেখে দিবেন। এখানে
আমি কোথায় কোন জিনিস রাখা হয়েছে তার খোজখবর নিছি। কয়েক
দিনের মধ্যে ভুয়াপুর আক্রমণ হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই জনগণকে
সাহস দিয়ে রাখবেন। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি। যা যা করা দরকার
তা করিও। ডাক্তার দিয়ে পায়ে বেনডিচ (ব্যান্ডেজ) করিও। লতিফকে
এখানে পাঠিয়ে দিও।

ଏନାଯେତ କବିତା

চিঠি লেখক: এনায়েত করিম। তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলীয় হেডকোয়ার্টার,
ভুবনেশ্বর প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন।

চিঠি প্রাপক: বুলবুল খান মাহবুব। তিনি ছিলেন কাদেরিয়া বাহিনীর উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, টাঙ্গাটল।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: আমুস ছাতার খান (বাবু)। শাম ও ডাকঘর অর্জনা উপরে।
হৃষাপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।



ডিয়ার স্যার

সালাম জানবেন। আমার শরীর খুটু খুটু হাতাপ, তাই আপনার সাথে দেখা করতে পারলাম না। মুসিরহাট রেকি করতে গিয়ে সমস্ত শরীরে দাগ হয়ে গেছে। থাক আজ। মুসিরহাট হাইকুল, স্টেশন ও কমান্ড সেন্টার-এর জন্য অ্যান্টি ফায়ার দিন। ওখানে দুই শত পাক আর্মি আছে। বাদবাকি আমার বাহকের কাছে শুনুন।

তারালিয়া মুসিবাড়িতে ৬২ জন পাকফৌজ আছে।

দুইটি মেশিনগান, ৮টি এলএমজি ও একটি কেন্দ্রার সেট ও একটি ২' মর্টারসহ ছোট হাতিয়ার আছে। জোলাইতে ৩২ জন পাক আর্মি ও ৮ জন রাজাকার আছে। দুইটি মেশিনগান ও ৬টি এলএমজি ও একটি ২' মর্টার আছে। মাই রিপোর্ট ইজ হান্ডেড পাসেন্ট সিওর।

ইতি

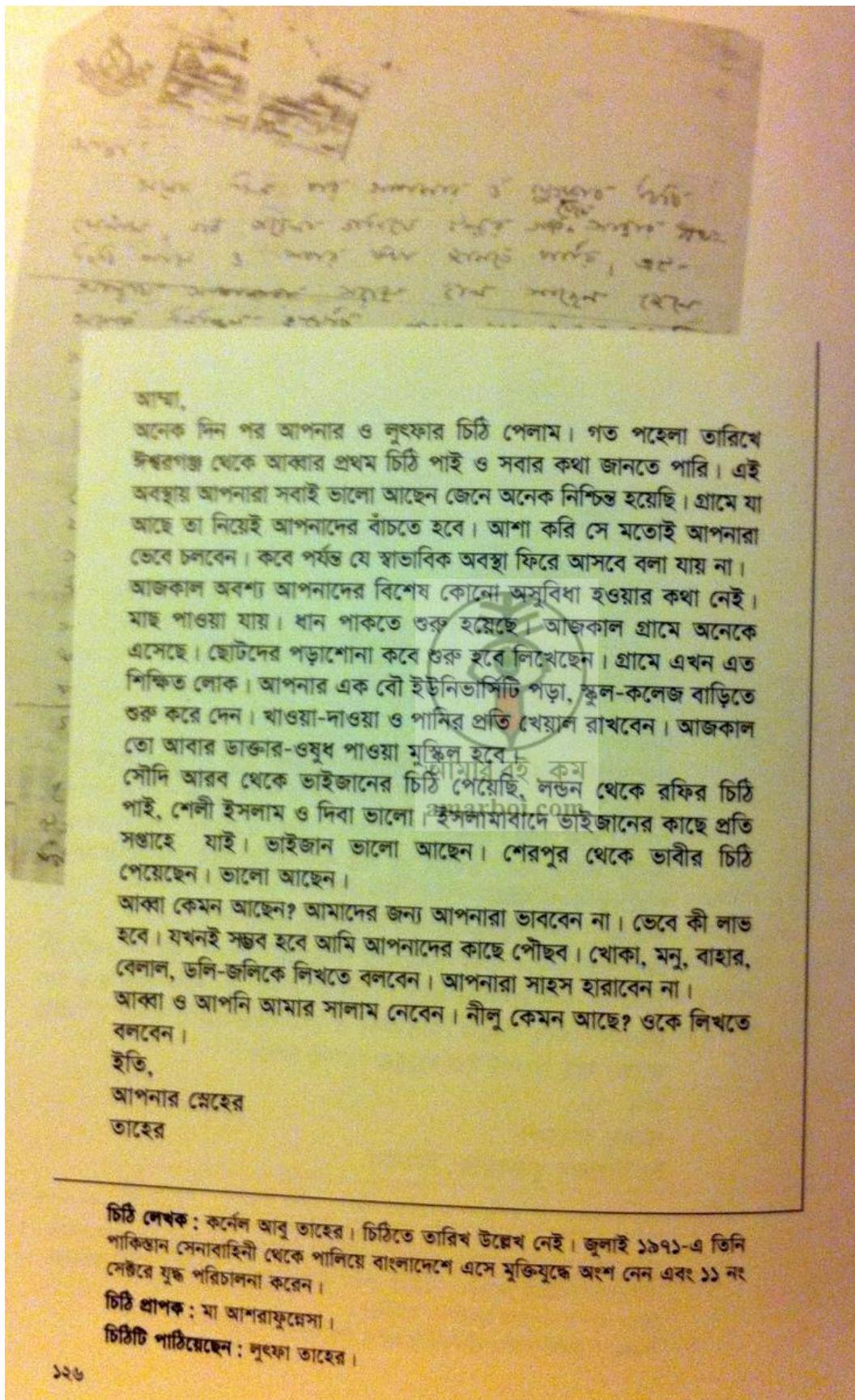
সালেহ আহমেদ

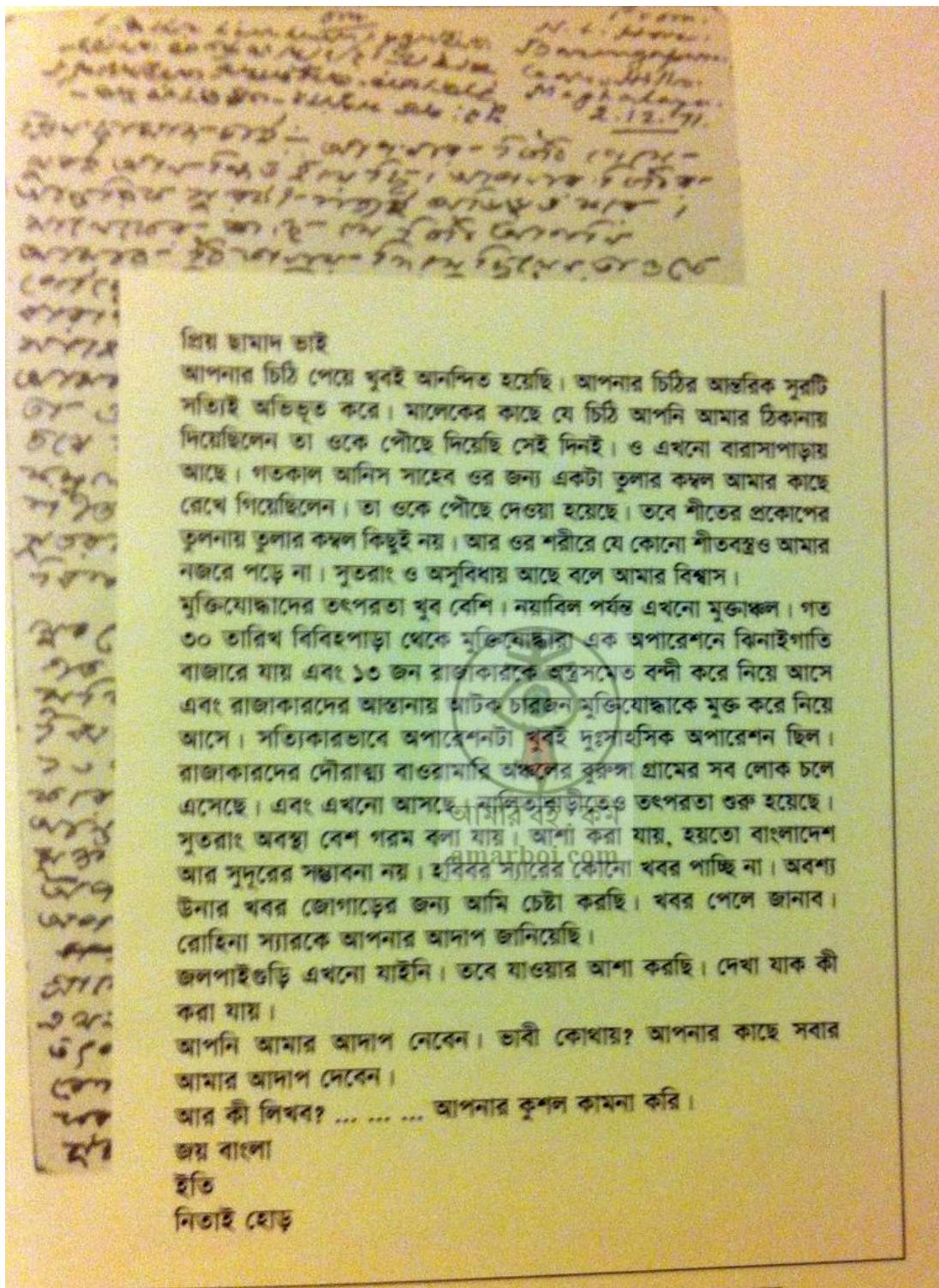
ইন্টেলিজেন্স মুক্তিফৌজ, টাঙ্গাইল

মুক্তিযোদ্ধা সালেহ আহমেদ পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান রেকি করে তাঁর কমান্ডারকে এই গোপন চিঠিটি লেখেন। চিঠিটি প্রথম আলোর ২০০৫ সালের ২২ মার্চ স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সংগ্রহ: মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, পিএসসি-র কাছ থেকে।

১২৫





চিঠি পাপক: আতঙ্কোকেট এম এ সামান, তিনি ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

চিঠি মেধক: মুক্তিযোদ্ধা নিতাইলাল হোচ্ছ, তিনি বর্তমানে শেরপুর বারে সিনিয়র
অফিসজারি, বটতলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর।

চিঠিটি পাঠিয়েছেন: প্রাপকের হেসে জয়েনটসিন মাইমুন।